NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ মৃত ২ বিএলওর পরিবারকে অর্থসাহায্যের সিদ্ধান্ত রাজ্যের

আইটিএটি সদস্যপদে নিয়োগে ১০ বছরের অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট ২

কলকাতা ২২ নভেম্বর ২০২৫ ৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ শনিবার উনবিংশ বর্ষ ১৬১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 22.11.2025, Vol.19, Issue No. 161, 8 Pages, Price 3.00

সীমান্ত পারের ভূকম্পে বলি ৬, কাঁপল বাংলাও

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতায় জোরালো ভূমিকম্প। শুক্রবার সকালে কেঁপে ওঠে শহরের মাটি। কম্পন অনুভূত হয়েছে কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ, সর্বত্র। আমেরিকার জিওলজিক্যাল সার্ভে জানিয়েছে, রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৫.৫। যদিও ভারতের ভূতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি) জানিয়েছে, রিখটার স্কেলে এই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৫.৭। রাস্তায় বেরিয়ে আসেন। তবে এখনও পর্যন্ত রাজ্যের কোথাও ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই। তবে ঢাকা-সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে কম্পন অনুভূত হয়েছে। পুরনো ঢাকা ভবনের সানশেড ভেঙে মৃত ৩ পথচারী। এছাড়া নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে ভূমিকম্পে দেওয়াল ধসে বছরখানেকের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় শিশুর মা এবং এক প্রতিবেশী জখম।

বাংলাদেশের নরসিংদী থেকে ১৪ কিলোমিটার পশ্চিম-দক্ষিণ-পশ্চিমে মাটি থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল। বাংলাদেশে ভূমিকম্পে ৪ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। জখম হয়েছেন বেশ কয়েকজন।

বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের একাধিক এলাকায় ভূমিকম্প টের পাওয়া গিয়েছে। হুগলি, নদিয়া, মুর্শিদাবাদেও অনুভূত হয়েছে মৃদু কম্পন। সকাল ১০টা ৮ মিনিট নাগাদ কম্পন শুরু হয়। বেশ কয়েক সেকেন্ড তা চলেছে। ঘরের মধ্যে পাখা, চেয়ার, টেবিল দুলতে দেখা গিয়েছে। দেওয়ালে টাঙানো ছবিও দুলে উঠেছে কোথাও কোথাও। কলকাতা-সহ রাজ্যে শীতের আমেজ থাকায় অধিকাংশ বাড়িতেই সিলিং ফ্যান বন্ধ। ফলে কম্পন আরও ভাল ভাবে বোঝা গিয়েছে সিলিং ফ্যান দেখে। আতঙ্কে অনেকে বাড়ি থেকে

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, কম্পনের মাত্রা ছিল ৫.৭। উৎপত্তিস্থল ঢাকা থেকে ৭০ কিলোমিটার দূরে নরসিংদীর মাধবদী। এদিকে, মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিস) বলছে, রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পটির তীব্রতা ছিল ৫ দশমিক ৫। ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ কক্ষের কর্মকর্তা আনোয়ার হসেন জানান, ভূমিকম্পে অনেক ভবনে ফাটল দেখা দিয়েছে। ভূমিকম্পে ঢাকা-সহ চাঁদপুর, নীলফামারী, সীতাকুণ্ড, সিরাজগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, পটুয়াখালি, বগুড়া, বরিশাল, মাগুরা, মৌলভিবাজার থেকে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ভূকম্পন কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হয়। তাতে তীব্র ঝাঁকুনি অনুভূত হয়। স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন তাঁরা।

মঙ্গলে মতুয়াভূমে, ফের পথে প্রতিবাদ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে আবার পথে নামতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ বার বনগাঁয়। মঙ্গলবার সেখানকার ত্রিকোণ পার্কে সভা করবেন তিনি। তার পরে চাঁদপাড়া থেকে ঠাকুরনগর পর্যন্ত পদযাত্রা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। এই সভার প্রস্তুতি নিয়ে দফায় দফায় সাংসদ তথা বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল চেয়ারপার্সন মমতাবালা ঠাকুর, জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাসের সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। এর আগে কলকাতায় এসআইআরের বিরুদ্ধে মিছিল করেছিলেন মমতা।

মঙ্গলবার হেলিকপ্টারে চেপে কলকাতা থেকে বনগাঁ যাবেন মুখ্যমন্ত্রী। তৃণমূল সূত্রে খবর, চাকদহ রোডের প্রতাপগড় মাঠে মুখ্যমন্ত্রীর কপ্টার নামার জন্য হেলিপ্যাড করা হবে। বিশ্বজিৎ জানিয়েছেন, এসআইআরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদেই এই কর্মসূচি করছেন মমতা। তাঁর কথায়, 'এখানে ও পার বাংলার মানুষ বেশি। মতুয়া, তপসিলি মানুষজন রয়েছেন। এসআইআরকে সামনে রেখে ভয় দেখানো হচ্ছে। মানুষ আতঙ্কিত। আত্মঘাতী হচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রথম থেকেই এই নিয়ে মানুষের পাশে থাকার বার্তা দিচ্ছেন। সেই বার্তা দিতে আসছেন এখানে।' তৃণমূল নেতা এ-ও জানান, মতুয়ারা এখনও তৃণমূলের পাশেই রয়েছেন। আগামী দিনেও থাকবেন। কারণ, এ রাজ্যে মতুয়াদের জন্য যে কাজ হয়েছে, তা মুখ্যমন্ত্রীই করেছেন। শুক্রবার তৃণমূল নেতৃত্ব হেলিপ্যাডের জন্যে প্রতাপগড় মাঠের পাশাপাশি বনগাঁ স্টেডিয়ামের পাশে বনগাঁ হাইস্কুলের মাঠ পরিদর্শন করেন।

রাজ্যে এসআইআর শুরু হওয়ার পরে মতুয়াদের একাংশের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বেশ কয়েক জন আত্মঘাতী হয়েছেন। এই নিয়ে মতুয়া অনুগামীদের নিয়ে অনশনে বসেন মমতাবালা। রাজ্যে যে দিন এসআইআর শুরু হয়, সেই ৪ নভেম্বর কলকাতায় পদযাত্রা করেন মমতা। সঙ্গে ছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রেড রোডে বিআর আম্বেদকরের মূর্তির সামনে থেকে মিছিল শুরু হয়। প্রায় সাড়ে চার কিলোমিটার পথ পেরিয়ে মিছিল শেষ হয় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সামনে। এ বার এসআইআরের বিরুদ্ধে বনগাঁয় কর্মসূচি করছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এসআইআর

অনুপ্রবেশকারীদের পক্ষে নয় দেশ, তোপ অমিতের

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর: অনুপ্রবেশকারীদের সমর্থন করে এমন কোনও রাজনৈতিক দলের পক্ষেই থাকেন না দেশের নাগরিকেরা। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর) বিরোধিতা করায় বিরোধীদের আবার এক বার আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি টেনে আনেন বিহারের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল। তাঁর দাবি, বিহারের ফলই প্রমাণ করেছে দেশের মানুষ অনুপ্রবেশ পছন্দ করেন না।

শুক্রবার গুজরাতের ভুজে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর (বিএসএফ) এক অনুষ্ঠানে গিয়ে শাহ একহাত নিলেন বিরোধীদের। তিনি বলেন, 'অনুপ্রবেশ ঠেকাতে অহরহ কাজ করছে বিএসএফ। ভারতে অনুপ্রবেশ বন্ধ করা কেবল দেশের নিরাপত্তা রক্ষার জন্যই প্রয়োজন তা নয়, বরং দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দূষিত হওয়া থেকে রক্ষার করাও এর উদ্দেশ্য।' তাঁর অভিযোগ, কিছু রাজনৈতিক দল সরকারের অনুপ্রবেশ-বিরোধী অভিযানকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে। শাহের কথায়, 'এসআইআর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোটার তালিকার শুদ্ধকরণের যে কাজ করছে নির্বাচন কমিশন, তা বিঘ্নিত করার চেষ্টা করছে তারা (বিরোধী শিবির)।'

শাহের কথায়, 'কোন রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী কে হবেন, তা ঠিক করার দায়িত্ব একমাত্র দেশের নাগরিকদেরই। অনুপ্রবেশকারীদের সেই অধিকার নেই।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনে করেন, এসআইআর প্রক্রিয়া দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিরাপদ এবং বিশুদ্ধ করবে। তিনি আরও বলেন, 'যে সব রাজনৈতিক দল এসআইআরের বিরোধিতা করছে, আমি তাদের সতর্ক করতে চাই। ওরা অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষা করতে চাইছে। কিন্তু তা হবে না কখনওই।'

এসআইআরের বিরোধিতা করে বৃহস্পতিবারই দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি লিখেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, পরিকল্পনাহীন ভাবে এসআইআর প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, এটা বিপজ্জনকও বটে। মমতার দাবি, অবিলম্বে এসআইআর প্রক্রিয়া স্থগিত করা হোক। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী চিঠিতে জানিয়েছেন, এসআইআর প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে যথেষ্ট। পাশাপাশি, প্রয়োজনীয় নথি সম্পর্কেও অস্পষ্টতা থেকে গিয়েছে। এই প্রক্রিয়া কাঠামোগত ভাবে ত্রুটিপূর্ণ।

দুবাইয়ে ভাঙল তেজস, মৃত চালক

আবু ধাবি, ২১ নভেম্বর: এয়ার শো চলাকালীন ভয়াবহ দুর্ঘটনা। শুক্রবার দুপুরে দুবাইয়ের আল মাকতৌম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আছড়ে পড়ল ভারতীয় বায়ুসেনার তেজস যুদ্ধবিমান। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে পাইলটের। শুক্রবার স্থানীয় সময় দুপুর ২টো ১০ নাগাদ এই দুর্ঘটনা ঘটে। মর্মান্তিক সেই দুর্ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

দুর্ঘটনা পর ভারতীয় বায়ুসেনার তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, দুবাইতে এয়ার শো চলাকালীন বায়ুসেনার তেজস বিমান দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে পাইলট শহিদ হয়েছেন। পাইলটের মৃত্যুর ঘটনায় শোকপ্রকাশ করা হয়েছে বায়ুসেনার তরফে। সাহসী জওয়ানের পরিবারের পাশে রয়েছে গোটা দেশ। কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল তার খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

গত ১৭ নভেম্বর থেকে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত দুবাইয়ে আয়োজিত হয়েছিল আন্তর্জাতিক এই এয়ার শো। যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ১০০টির বেশি বায়ুসেনার বিমান অংশগ্রহণ করে। এই তালিকায় ছিল হিন্দুস্থান অ্যারোনটিক্স লিমিটেডের তৈরি তেজস যুদ্ধবিমান। মাঝআকাশে রণকৌশল দেখানোর সময় হঠাৎ বাঁক নিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারায় বিমানটি। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে মুখ থুবড়ে সোজা মাটিতে আছড়ে পড়ে বিমানটি। ব্যাপক বিস্ফোরণের সঙ্গে গোটা এলাকা ঢেকে যায় কালো ধোঁয়ায়। শেষ মুহূর্তে পাইলট বিমান থেকে বের হতে পারেননি বলে জানা যায়।

উল্লেখ্য, দু'বছরেরও কম সময়ে এই নিয়ে দ্বিতীয় বার দুর্ঘটনার কবলে পড়ল তেজস যুদ্ধবিমান। গত বছরের মার্চে রাজস্থানের জয়সলমেঢ়ের কাছে ভেঙে পড়েছিল একটি তেজস। সেবার অবশ্য শেষমুহূর্তে বিমান থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন পাইলট।

রাজধানীর নাশকতায় নাম তিন হ্যান্ডলারের

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর: দিল্লিতে লালকেল্লার কাছে গাড়িতে বিস্ফোরণের ঘটনায় বিদেশি যোগও রয়েছে কি না, তদন্তের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রশ্নও আরও জোরালো হচ্ছে। দিল্লিতে বিস্ফোরণের ঠিক আগেই হরিয়ানার ফরিদাবাদ থেকে প্রচুর পরিমাণে বিস্ফোরক উদ্ধার হয়। ওই দুই ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র রয়েছে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। এ বার জানা গেল, কী ভাবে বোমা তৈরি করতে হয়, বিদেশ থেকে সে বিষয়ের উপর ভিডিয়ো পাঠানো হয়েছিল ফরিদাবাদকাণ্ডে ধৃত এক চিকিৎসককে। এমনকি, 'ফরিদাবাদ মডিউল'-এর সঙ্গে অন্তত তিন জন বিদেশি 'হ্যান্ডলার' যুক্ত ছিলেন বলে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা।

তদন্তকারী আধিকারিক সূত্রে সংবাদমাধ্যম 'দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' জানাচ্ছে, এমন প্রায় ৪২টি ভিডিয়ো পাঠানো হয়েছিল। কী ভাবে বোমা বানাতে হয়, তা ধৃত চিকিৎসকদের শেখাতেন ওই বিদেশি হ্যান্ডলারেরা। তদন্তকারীরা ইতিমধ্যে এই সন্দেহভাজন বিদেশিদের কিছু নাম হাতে পেয়েছেন, 'হানজুল্লা', 'নিসার' এবং 'উকাসা'। তবে এগুলি ওই বিদেশিদের আসল নাম নয় বলেই দাবি ওই সূত্রের।

ওই তিন জনের মধ্যে অন্তত এক জনের সঙ্গে বিভিন্ন অ্যাপের মাধ্যমে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল ফরিদাবাদাকাণ্ডে ধৃত চিকিৎসক মুজাম্মিল আহমেদের। 'হানজুল্লা' ছদ্মনামধারী ওই বিদেশি মুজাম্মিলকে বোমা বানানো সংক্রান্ত অন্তত ৪২টি ভিডিয়ো পাঠিয়েছিলেন। দিল্লির বিস্ফোরণে উড়ে যাওয়া গাড়ির চালক চিকিৎসক উমর নবির সঙ্গেও পরিচয় ছিল মুজাম্মিলের। ফরিদাবাদে একই মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁরা। ফলে দিল্লিতে বিস্ফোরণের সঙ্গেও বিদেশি যোগ ছিল কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

অন্যদিকে, তদন্তকারীদের একটি সূত্র জানাচ্ছে, দিল্লি বিস্ফোরণকাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত তথা চিকিৎসক মুজাম্মিল শাকিল গনাইয়ের বাড়ি থেকে ৩৬০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট উদ্ধার হয়।

কয়লা তদন্তে ৪০ জায়গায় ইডি হানা

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবারের সকালে ফের অ্যাকশনে ইডি। অবৈধ কয়লা খনন ও পরিবহণের অভিযোগে বাংলা, ঝাড়খণ্ড মিলিয়ে ৪০ জায়গায় ইডির আধিকারিকেরা হানা দেন বলে সূত্রে খবর। রাজ্যের ২৪টি জায়গায় এবং ঝাড়খণ্ডের ১৮টি জায়গায় একযোগে এদিন অভিযান চালায় ইডি। আর এই অভিযানে ব্রিফকেস এবং ব্যাগে পাওয়া যায় বিপুল পরিমাণ টাকা।

শুক্রবার সকাল থেকেই একসঙ্গে একেবারে এক যেন ঝোড়ো তল্লাশি চালায় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ইডির দল। সূত্রের খবর, শুক্রবার বিকেল পর্যন্ত ঝাড়খণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গ মিলিয়ে ১কোটি টাকা উদ্ধার করেছে ইডি। এদিন সকাল হতেই কলকাতা ও হাওড়ার একাধিক জায়গায় সকাল সকাল পৌঁছে যান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি-র টিম। সল্টলেকের একে ব্লকে ২২৫ নম্বর বাড়িতেও হানা দেন ইডির আধিকারিকরা। এই বাড়ির মালিক হলেন নরেন্দ্র খাড়কা। তল্লাশি চালানো হয় তাঁর অফিসেও। কয়লা মাফিয়া হিসাবে খ্যাত দুর্গাপুরের অফিস রয়েছে এই নরেন্দ্র খাড়কার। বেআইনিভাবে খনি অঞ্চলে র‍্যাট হোল তৈরি করা, পরিত্যক্ত খনি থেকে কয়লা তুলে পাচার করার অভিযোগ রয়েছে খাড়কার বিরুদ্ধে।

এর পাশাপাশি আসানসোল, দুর্গাপুর-সহ একাধিক জায়গায় ইডির অভিযান চলে রাজ্যে। গোপাল ঝুনঝুনওয়ালা নামে এক ব্যবসায়ী বাড়িতেও চলে ইডি-র এই অভিযান। অভিযোগ, কয়লা পাচারকাণ্ডের কালো টাকা এই ব্যবসায়ীর কোম্পানির অ্যাকাউন্টে ঢুকেছিল। এর পাশাপাশি কলকাতা-হাওড়ায় আরও বেশ কয়েকটি জায়গায় হানা দেন কেন্দ্রীয় এই তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা। সঙ্গে সল্টলেক-ইএম বাইপাসে একাধিক ঠিকানায় চলে তল্লাশি। সূত্রের খবর, সল্টলেক, বাইপাস সংলগ্ন একটি আবাসন ও হাওড়ায় একযোগে তল্লাশি চালায় কেন্দ্রীয় এই তদন্তকারী সংস্থা। পাশাপাশি হাওড়া ডোমজুড় এলাকার এক অভিজাত আবাসনেও চলে ইডি হানা। এদিন এই অভিযানে পরভেজ আলম নামে কয়লা ব্যবসায়ীর বাড়িতে পৌঁছে যান ইডি আধিকারিকরা।

প্রসঙ্গত, এর আগে গত মাসের মাঝামাঝি সময়ে, বালিপাচার মামলার তদন্তে শহর কলকাতার একাধিক ঠিকানায় হানা দেন ইডির গোয়েন্দারা। শুধু কলকাতাতেই নয়, ইডি-র টিম পৌঁছয় আসানসোলের তিন জায়গায়। ঝাড়গ্রামের চার জায়গাতেও।

অর্থসাহায্য

■ **এসআইআর-এর কাজ করতে গিয়ে দুই বুথ লেভেল অফিসারের (বিএলও) মৃত্যুতে তাঁদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে মৃত দুই পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে এককালীন দুই লক্ষ টাকা করে। পাশাপাশি, কর্তব্যরত অবস্থায় অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া এক বিএলও-র পরিবারকেও দেওয়া হবে এক লক্ষ টাকা। শুধু তাই নয়, অসুস্থ বিএলওদের চিকিৎসার খরচও বহন করবে রাজ্য সরকার।**

বাড়বে না

■ **৪ ডিসেম্বরের আগেই ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। আবারও স্পষ্ট করে দিল নির্বাচন কমিশন। শুক্রবার জেলা শাসকদের সঙ্গে বৈঠকে বসে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি দল। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জ্ঞানেশ ভারতী প্রত্যেক জেলাশাসককে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, বিএলও-দের বাড়তি চাপ থাকলেও, আগে কাজ শেষ না হলে ডিজিটাইজেশনের পর অন্যান্য কাজ শেষ করতে সমস্যা হবে। এদিন বৈঠকে ২৫ নভেম্বর ডেডলাইনও বেধে দিয়েছে কমিশন।**

'জলতরঙ্গে' রাজ্যপাল, চা-চপে জনসংযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: গঙ্গার ধারে বসবাসকারী সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা কাছ থেকে দেখতেই রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে 'জলতরঙ্গ' কর্মসূচি। সেই উদ্যোগে এদিন জলপথে হাওড়ার একাধিক গ্রামে পৌঁছে জনসংযোগে অংশ নিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।

বিভিন্ন সময়ে অশান্তির খবরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে গিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। আমজনতার পাশে থেকেছেন। তবে কোনও কোনওদিন আবার স্রেফ বাজারেও ঘুরতেও দেখা গিয়েছে তাঁকে। উদ্দেশ্য একটাই, মানুষকে বোঝা, তাঁদের সমস্যা কাছ থেকে জানা। সম্প্রতি জলতরঙ্গ কর্মসূচির কথা প্রকাশ্যে আসে। জানা যায়, জলপথে বাংলার গঙ্গার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে ঘুরবেন রাজ্যপাল। কথা বলবেন বাসিন্দাদের সঙ্গে।

সেই কর্মসূচি উপলক্ষে এদিন বাবুঘাট থেকে নৌকোয় চড়ে হাওড়া পৌঁছন রাজ্যপাল। সেখান থেকে টোটোয় চেপে চলে যান হাওড়ার নাজিরগঞ্জ গ্রামে। গ্রামে ঘুরে ঘুরে কথা বলেন স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে। তাঁদের সমস্যা, পরিকাঠামো সংক্রান্ত অভাব, দৈনন্দিন দুর্ভোগের কথা মন দিয়ে শোনেন তিনি এবং সমাধানের আশ্বাস দেন।

সাধারণ মানুষের সঙ্গে সহজে

মিশে যাওয়ার ছবি ধরা পড়ে গ্রামের ছোট্ট চায়ের দোকানেও। সেখানে বসে চায়ের কাপ হাতে চপ খেতে দেখা যায় রাজ্যপালকে। পরে এলাকার একটি মন্দিরে পুজো দেন তিনি। 'জলতরঙ্গ' কর্মসূচির আওতায় রাজ্যপাল গঙ্গা লাগোয়া একাধিক গ্রামে পরিক্রমা করবেন এবং বাসিন্দাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করবেন, আগেই এমন পরিকল্পনার কথা জানানো হয়েছিল রাজভবনের তরফে। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী নাজিরগঞ্জের পর এদিন সাঁকরাইল এবং বজবজেও যাওয়ার কথা রয়েছে রাজ্যপালের।

মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে তাঁদের সঙ্গে সংলাপে বসার এই প্রয়াস রাজ্যপালের জনসংযোগ উদ্যোগকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

NAME CHANGE

I, **Sri Tapas Sinha,** S/o Late Ranjit Sinha, residing at 2A, Baroda Mitra Lane, P.S-Shyampukur, P.O-Shyambazar, Kolkata-700004 do hereby solemnly affirm and declare and state that, my father's correct name **Ranjit Sinha** is recorded in my Aadhaar card, Voter Identity card and in the death certificate of my father. That in the Pan card my father's name was wrongly recorded as **Ranjit Kumar Sinha**. That my father **Ranjit Sinha and Ranjit Kumar Sinha** refer to one and the same identical person i.e my father's name only vide affidavit being no-1081, sworn before The Ld. First Class Judicial Magistrate at Kolkata on 19.11.2025.

CHANGE OF NAME

I, **Harani Malik** W/O Late Sisir Malik residing at 315, Jessore Road, South Dum Dum (M), Lake Town, North 24 pgs, Kolkata-700089, West Bengal, hereby declare that my son **Somen Malik's** birth certificate my name has been wrongly recorded as **Mamata Malik** in place of my actual name **Harani Malik**. **Mamata Malik** and **Harani Malik** is the same and one identical person through an affidavit 1st class Executive Magistrate Howrah, dt. On 17.11.2025.

NAME CHANGE

I, **Smt. Moni Mala Paul** W/o Sri Tapas Sinha & D/o Ashok Kumar Paul residing at 47/1A, Shyambazar Street, P.S. Shyampukur, P.O.-Shyambazar, Kolkata-700004 do hereby solemnly affirm and declare that **my Son Sinjan Sinha** was born on 26-10-2009 and my said Son's Birth Certificate & School Documents my name recorded as **Monimala Sinha.** That **Moni Mala Paul and Monimala Sinha** is the same identical person **vide affidavit No 703 dated 12-11-2025** sworn Before the Ld. First Class Judicial Magistrate at Kolkata.

নাম পরিবর্তন

আমি, পদ্মাবথী কারি, স্বামীর নাম মণিবাবু কারি ফ্ল্যাট নং ৮ই, টাওয়ার-৯, পিএস-ওয়ান, ১০ নিউ টাউন, অ্যাকশন এরিয়া-I, ডাকঘর-কৃষ্ণপুর, জেলা-২৪ পরগণা, উত্তর, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১০২, ২০শে নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে ১ম ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শিয়ালদহ, ২৪ পরগণা, দক্ষিণ, পশ্চিমবঙ্গের সামনে একটি এফিডেভিট নং ১২৯৫৯ দ্বারা শপথ গ্রহণ করেছি যে, আমার নাম এখন থেকে সকল উদ্দেশ্যে আমার আধার কার্ডে উল্লেখ করা নাম পদ্মাবথী কারি হিসাবে নথিভুক্ত হবে। পদ্মাবথী মণিবাবু কারি এবং পদ্মাবথী কারি এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

বিজ্ঞপ্তি

অত্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ঘোষনা করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল সুমনা পাল পিতা- সুব্রত পাল, সাং ও পোষ্ট- লতিবপুর, থানা- উলুবেড়িয়া, জেলা- হাওড়া, পিন নং- ৭১১৩১৬, হাওড়া জেলার অন্তর্গত উলুবেড়িয়া থানার অধীনে ৮৬ নং জে. এল. ভুক্ত বাহিরগঙ্গারামপুর মৌজায় (L.R KH) এল আর - ১৩৩৮/৪ নং খতিয়ানে লিখিত ও (L.R DAG) এল.আর-৮২০ নং দাগে ০.৮২ শতক বাস্তু এবং (L.R DAG) এল .আর-৮১৬ নং দাগে ০.১৮২ শতক দোকান সম্পত্তি যাহা ১)শ্রী হিমাংশু ঘোষ ২)রিতা মুদি ৩) মিতা দাস ৪) কাকলী কর্মকার (সকলের) পিতা- "বঙ্কিম বিহারী ঘোষ উক্ত বিক্রেতাগনের পক্ষে আমমোক্তার শ্রী সোমনাথ বসু (আমমোক্তার নামা নং- ৫২৪৯ যাহা A.D.S.R ULUBERIA অফিসে গত ইংরাজী ০৯/১০/২০২১ তারিখে রেজিস্ট্রী হইয়াছিল) ঐ আমমোক্তার মূলে শ্রী সোমনাথ বসু মহাশয় ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে উপরি উল্লেখিত সম্পত্তি আমার মক্কেল সুমনা পাল মহাশয়াকে ৬১৪৫ নং রেজিস্ট্রীকৃত বিক্রয় কোবালা পত্র দ্বারা বিক্রয় করিয়া দেন। যাহা A.D.S.R ULUBERIA অফিসে গত ইংরাজী ১৮/১১/২০২১ তারিখে হইয়াছিল। উক্ত সম্পত্তি সুমনা পাল মহাশয়া পূর্বতন মালিকের নাম খারিজ করিয়া নিজ নামে রেকর্ড করাইবার জন্য B.L & L.R.O ULUBERIA-I অফিসে আবেদন করিয়াছেন। এ বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে B. L & L.R.O ULUBERIA - I অফিসে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে অবহিত করিবেন, নতুবা আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

অনাদ্রী শেখর মণ্ডল,
আইনজীবি, উলুবেড়িয়া কোর্ট

জবি বিক্রয়

পূর্ব বর্ধমান জেলার থানা- নাদনঘাট, পোস্ট- সমুদ্রগড়, গ্রাম ভোলাহাটি কাঞ্চনতলা, জি.এস.এফ.পি. বিদ্যালয়ের সম্মুখে একটি আদিবাসিদের জমি বিক্রয় হইবে (যাহার দাগ নাম্বার-১১৬৫, খতিয়ান নাম্বার-৫৭১, জে.এল নাম্বার-১৮২ পরিমাণ-১.২৫ শতক) কোনো আদিবাসি ব্যাক্তি জেমিটি কিনতে ইচ্ছুক হলে যোগাযোগ করুন-
M-7365910634

বিজ্ঞপ্তি

আমার ক্লায়েন্ট শ্রী সুশান্ত কুমার মালিক, পিতা শক্তিপদ মালিক, বাসস্থান- এন ডি ব্লক, বাগনান (খালোর) হাওড়া-৭১১৩০৩, ডি এস আর হাওড়া তে রেজিস্ট্রিক্রীত অরিজিনাল ডিড টি হারিয়ে ফেলেছেন (ডিড নং-2126/2009) পুলিশ ডাইরি নং-661, তারিখ-15.11.2025, চ্যাটার্জিহাট থানা, যদি কেউ উল্লিখিত ডিড টি খুঁজে পান তাহলে সত্বর আমার সাথে যোগাযোগ করুন।

Abhijit Sen, Advocate
Judge's Court at Howrah
Mobile-6291631862

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২২ শে নভেম্বর, শনি বার, ৫ ই অগ্রহায়ণ। দ্বিতীয়া তিথি। জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী বুধের মহাদশা কাল। মৃতে দ্বিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ। বাণিজ্যে নতুনভাবে লগ্নি করা যাবে। আজ পুরাতন বন্ধু এবং বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজে সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর সহযোগিতা লাভ। যে নথিটি হারিয়ে গিয়েছিল আজ তা পাওয়া যাবে। পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় যারা কাজ করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে।

বৃষ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে শত্রুপক্ষের থেকে। আজ ব্যবসায়িক চুক্তি বড় কাজ না করাই ভালো। যারা জমি বাড়ির ব্যবসা করেন,তাদের সতর্ক থাকতে হবে। স্কুল বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির, সতর্ক থাকা ভালো। দূর ভ্রমণ না যাওয়াই ভালো। পরিবারের সকালবেলা অশান্তির বাতাবরণ।

মিথুন রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা, নিজর সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। শুভ হবে। আজ হালকা হলুদ- হালকা ঘিয়ে কালার, বা সবুজ রঙের বস্ত্র ব্যবহার করলে ভালো।

কর্কট রাশি : শুভদিন টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে ছিল আজ তা পাওয়ার কথা। বেতনভুক কর্মচারীদের জন্য শুভ দিন যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদেরও শুভ দিন। বিশেষত যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের আর্থিক লাভ বা আর্থিক স্থিতি অতীব শুভ হবে। সন্তানের বিদ্যালয় কোন সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাওয়ার কথা। বাড়িতে নতুন কোন ইলেকট্রনিক জিনিস আসতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : ব্যবসায় নতুন লগ্নি না করা ভালো। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের শুভ যোগাযোগ আসবে আজ সন্ধ্যার পর। বস্ত্রের ব্যবসা যারা করেন তাদের লগ্নি না করা ভালো। অতীব শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য। বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় গবেষণারত তাদেরও শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল সহ ভগবান গনেশজীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কন্যা রাশি : শরীর বিষয় কষ্ট প্রাপ্তি। পুরাতন ব্যাধি পীড়া কষ্ট দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার। নতুন কোনো ভেইকেলস যানবাহন না কেন ভালো। কোন যানবাহন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণ ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন সর্ব বিপদ নাস হবে।

তুলা রাশি : আজ শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবাস্তু ইত্যাদি সম্পর্কিত বাণিজ্য যারা করেন ব্রকারী যারা করেন তাদের জন্য শুভ দিন। যানবাহন কেনা এবং যানবাহন সহ ভ্রমণ শুভ। সাংবাদিকতার মধ্যে যারা আছেন তারাও আজ সম্মান পাবেন। কর্তৃপক্ষ আজ সম্মান প্রদান করবে, বিদ্যালয় যে সমস্যা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহামায়া মহা শক্তি মহাকালী চরণে রক্তিম পুষ্পদ্বারা আরতী করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়ে শুভ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। ছোট ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা আজ বাস্তবায়িত হবে। যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কর্ম করেন তাদের জন্য শুভ দিন বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি নারিকেল শ্রী শ্রী মা চন্ডী নামে প্রদান করুন।

ধনু রাশি : অত্যন্ত শুভ সময়। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। বাড়ি গৃহ বাস্তু বিষয়ে শুভ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনের শ্বশুরবাড়ির সম্মান প্রদান। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণ হতে পারে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজকের দিনটি সতর্ক থাকতে হবে। গুপ্ত শত্রু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সমালোচিত হওয়া যাবে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি তে সমস্যা হবে। নৈরাশ্য সহ হতাশা বৃদ্ধি হবে। বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা অ-সহযোগিতার দিন। মনোবল বৃদ্ধি করুন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিল্ব্ পত্র প্রদান করুন ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

কুম্ভ রাশি : খুব শুভদিন আজ পুরাতন বান্ধবী এবং স্বজন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত শুভ। যারা মেশিনারি এবং কেমিক্যাল রিসার্চ করেন তাদের জন্য শুভ। টাকা পয়সা যদি আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জালুন এবং পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন সম্পত্তি নিয়ে যে বিবাদ চলছিল বিশেষত পরিবারের যে কনিষ্ঠ সদস্য বাধা দিচ্ছিল আজ সেখান থেকে সমস্যা মুক্তির দিন। টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। শুভগ্রহ যোগ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান মহাদেবের উদ্দেশ্যে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয় ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

আমমোক্তার নামা বিজ্ঞপ্তি

আমি উত্তম কুমার দাস, পিতা - গঙ্গাধর দাস, উমারানী দাস, স্বামী - গঙ্গাধর দাস, শম্পা দাস, পিতা - ধ্রুব কুমার দাস, জয়া দাস, স্বামী - যাদব সোনামী সকলে জে.এল. নং - ১১৯ মহানাদ বেজপাড়া মৌজায় ৬৭২, ৬৭৪, ১১৬ কৃঃ খতিয়ানে ২৪০ দাগে মোট ৫২ শতক সম্পত্তি গত ইং ৫/০৮/২০১৯ তারিখে HOOGHLY D.S.R-1 অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৩৯১ নং আমমোক্তার বলে সুকণ্ঠ হালদার কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছি। উক্ত সুকণ্ঠ হালদার গত ইং - ২৮/১/২০ তারিখে HOOGHLY D.S.R-1 অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৯৪২ নং দলিল মূলে আলম শা, পিতা - মেহের আলি কে বিক্রয় করেন এবং ঐ তারিখে ঐ অফিসে উক্ত সুকণ্ঠ হালদার ৯৩৮ নং দলিল মূলে আজমিরা বিবি, স্বামী - সাগিরুল হল কে বিক্রয় করেন এবং উক্ত আজমিরা বিবি গত ইং - ৬/৬/২২ তারিখে পান্ডুয়া সাবরেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৩১৩৯ দলিল মূলে তার পুত্র সেখ আব্দুল রেজ্জাক কে দান করেন। ইহাতে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে পান্ডুয়া বি.এল.অ্যান্ড.এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

উত্তম কুমার দাস
পান্ডুয়া, হুগলী

হারানো প্রাপ্তি

আমি, রতনমণি দেবী জৈন, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে আমি, 45B, আশুতোষ মুখার্জি রোড, ফ্ল্যাট নং 6C, 6ষ্ঠ তল, কলকাতা-700025-এর সাথে সম্পর্কিত আমার আসল দলিলটি হারিয়ে ফেলেছি, যার দলিল নং 4788/10 তারিখ 05.04.2010। ভবানীপুর পিএস-এর মাধ্যমে কলকাতার ভবানীপুর থানার অফিসার-ইন-চার্জ-এর কাছে একটি সাধারণ ডায়েরি দায়ের করা হয়েছে। জিডিই নং 2156 তারিখ 22.09.2025। যদি পাওয়া যায়, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ঠিকানাতে উল্লিখিত দলিলটি ফিরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ রাখলামঃ-

রতনমণি দেবী জৈন,
45B, আশুতোষ মুখার্জি রোড,
ফ্ল্যাট নং 6C, 6ষ্ঠ তল, কলকাতা-700025,
মোবাইল নম্বর সহ- **9435118111**
উল্লিখিত নথি ফেরত দেওয়ার জন্য আমি কৃতজ্ঞ থাকব।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

এসআইআরের কাজে মৃত ২ বিএলওর পরিবারকে অর্থসাহায্যের সিদ্ধান্ত রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসআইআরের কাজ করতে গিয়ে দুই বুথ লেভেল অফিসারের (বিএলও) মৃত্যুতে তাঁদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে মৃত দুই পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে এককালীন দু' লক্ষ টাকা করে। পাশাপাশি, কর্তব্যরত অবস্থায় অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া এক বিএলওর পরিবারকেও দেওয়া হবে এক লক্ষ টাকা। শুধু তাই নয়, এস আই আর সংক্রান্ত কাজ করতে গিয়ে যারা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তাদের চিকিৎসা খরচও বহন করবে রাজ্য সরকার।

জানা গিয়েছে, জলপাইগুড়ির শান্তিমুনি এক্কা এবং পূর্ব বর্ধমানের নমিতা হাঁসদা, দু'জনেই বুথ লেভেল আধিকারিক হিসেবে এস আই আর,এর কাজে নিযুক্ত ছিলেন। দায়িত্ব পালনের সময় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে তাঁদের মৃত্যু হয়। অন্যদিকে, হুগলির কোন্নগরে সেরিব্রাল অ্যাটাকে আক্রান্ত হয়ে বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বিএলও তপতী বিশ্বাস। তাঁর পরিবারকে এককালীন ১ লক্ষ টাকা সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

রাজ্য প্রশাসনের বক্তব্য, মাঠপর্যায়ের কর্মীরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অন্যতম ভিত্তি। তাঁদের সুরক্ষা, স্বার্থরক্ষা ও পাশে থাকা সরকারের দায়িত্ব। সেই কারণেই দ্রুত এই আর্থিক সহায়তার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানানো হয়েছে।

৯৯ শতাংশ বিএলও সম্পূর্ণ দায়বদ্ধতার সঙ্গে কাজ করছেন: মনোজ কুমার আগরওয়াল

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়ার সাফল্য মূলত বুথ লেভেল অফিসারদের ওপর নির্ভরশীল। নির্বাচন কমিশন তাদের ওপর পূর্ণ আস্থা রাখছে বলে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল জানিয়েছেন। রাজ্যে বেশ কয়েকজন বিএলওর বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগের প্রেক্ষিতে শুক্রবার তিনি স্পষ্ট জানান, বিএলওরা রাতদিন পরিশ্রম করছেন। কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকতে পারে, কিন্তু ৯৯ শতাংশ বিএলও সম্পূর্ণ দায়বদ্ধতার সঙ্গে কাজ করছেন। সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করছেন।

আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে ইভিএম ও ভিভিপ্যাটের ফার্স্ট লেভেল চেকিং (এফ এল সি) উপলক্ষে আজ নিউ টাউনে এক বিশেষ কর্মশালা আয়োজন করা হয়। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়াল ও পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত সিনিয়র ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী দিনভর চলা এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, ২৭ নভেম্বর থেকে রাজ্যের ১০টি জেলায় শুরু হবে ইভিএম ও ভিভিপ্যাটের এফ এল সি প্রক্রিয়া, যা চলবে আগামী ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। মোট ৫২টি স্থানে এই চেকিং হবে। এ কারণে রাজ্যের ২৪টি জেলার জেলা নির্বাচন আধিকারিক, অতিরিক্ত জেলাশাসক (নির্বাচন), জেলা ইভিএম নোডাল অফিসার ও এফ এল সি সুপারভাইজাররা এই কর্মশালায় অংশ নেন।

যদিও এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ছিল ইভিএম, ভিভিপ্যাট সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, বৈঠকের কেন্দ্রে চলে আসে এসআইআর ও বিএলও প্রসঙ্গ। জানা গিয়েছে, বৈঠক শুরুর আগেই রাজ্যের বিএলও কার্যক্রমের আপডেট চান জ্ঞানেশ ভারতী। বিভিন্ন জেলা থেকে আপলোড হওয়া তথ্য, এনুমারেশন ফর্মের অগ্রগতি, ডিজিটাইজেশনে বিলম্ব, সবই উঠে আসে আলোচনায়। বিভিন্ন জেলায় বিএলও সংক্রান্ত সমস্যা ও মাঠপর্যায়ে এদের ভূমিকা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়।

কমিশন সূত্রের দাবি, নতুন পি ৩ সিরিজের ইভিএম এখন থেকে প্রার্থী প্রতীক ছাড়াও প্রার্থীর ছবি প্রদর্শন করবে, ফলে ভোটদাতারা আরও স্বচ্ছ ও সুবিধাজনক অভিজ্ঞতা পাবেন। গত ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যে নতুন ইভিএম আসার প্রক্রিয়া চলেছে। সেই মেশিনগুলির কার্যপ্রণালী সম্পর্কে জেলা প্রশাসনকে প্রস্তুত করতেই কর্মশালার আয়োজন।

চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টদের আইনি স্বীকৃতি!

আইটিএটি সদস্যপদে নিয়োগে ১০ বছরের অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টদের পেশাগত মর্যাদাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। ২১ নভেম্বর ২০২৫-এ সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিল, ইনকাম ট্যাক্স অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালে টেকনিক্যাল মেম্বার (অ্যাকাউন্ট্যান্ট) হিসেবে নিয়োগের ক্ষেত্রে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টদের জন্য ২৫ বছরের অভিজ্ঞতা আবশ্যক নয়। আদালতের মতে, আইনজীবীদের মতো ১০ বছরের অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট হবে। এই রায় প্রদান করেন প্রধান বিচারপতি ভিনোদ চন্দ্রনের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ, যারা জানায় যে পূর্বের নিয়ম সংবিধানসম্মত নয় এবং পেশাজীবীদের সমান মর্যাদা ও সুযোগই গণতান্ত্রিক নীতি।

আদালতের বক্তব্য অনুযায়ী, ইতিপূর্বে আইনজীবীদের ক্ষেত্রেও একই ধরনের বিধান অগ্রহণযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছিল। সুতরাং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টদের ক্ষেত্রেও সমতা নিশ্চিত করা জরুরি। এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে দ্য ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব ইন্ডিয়া। সংস্থার সভাপতি সিএ চরণজিত সিং নন্দা বলেন, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টদের কঠোর প্রশিক্ষণ, পেশাগত দক্ষতা ও গভীর ডোমেইন জ্ঞান বিচারব্যবস্থাকে কার্যকর ও দক্ষ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

১০ বছরের অভিজ্ঞতাকে যোগ্যতার মানদণ্ড হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া বিশ্বমানের প্র্যাকটিসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আইসিআইয়ের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে ১৫ লক্ষের বেশি সদস্য ও শিক্ষার্থী নিয়ে এটি বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ পেশাদার অ্যাকাউন্ট্যান্সি সংস্থা।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ১৮৫টি শাখা ছাড়াও ৫৪টি বিদেশি অধ্যায় এবং ৪৭টি দেশে প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। ফলে এই সিদ্ধান্ত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টদের পেশা ও ন্যায়বিচার ব্যবস্থার মধ্যে আরও সুদৃঢ় সহযোগিতার পথ খুলে দেবে বলেই ধারণা করা হচ্ছে।

হাওড়া বিভাগে রক্ষণাবেক্ষণ

২৩ নভেম্বর ট্রেন চলাচলে পরিবর্তন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ইঞ্জিনিয়ারিং, ওএইচই ও সিগন্যাল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ২৩ নভেম্বর হাওড়া ডিভিশনে ব্লক নেওয়া হবে। ফলে কয়েকটি লোকাল ট্রেন বাতিল, শর্ট টার্মিনেশন ও সময় পরিবর্তন করা হয়েছে।

২৩ তারিখে বাতিল ট্রেন হাওড়া থেকে হাওড়া-ব্যান্ডেল লোকাল (৩৭০৫৫), হাওড়া-শেওড়াফুলি লোকাল (৩৭২৪৯), হাওড়া-আরামবাগ লোকাল (৩৭৩৬৩), হাওড়া-বর্ধমান লোকাল (৩৬৮২৩)। ব্যান্ডেল থেকে ব্যান্ডেল-হাওড়া লোকাল (৩৭২৪৬), ব্যান্ডেল-কাটোয়া লোকাল (৩৭৭৪৯)। বর্ধমান থেকে বর্ধমান-হাওড়া লোকাল (৩৬৮৩৪), শেওড়াফুলি থেকে শেওড়াফুলি-হাওড়া লোকাল (৩৭০৫৬)

আরামবাগ থেকে আরামবাগ-হাওড়া লোকাল (৩৭৩৬৪, ৩৭৩৯৬)। কাটোয়া থেকে কাটোয়া-ব্যান্ডেল লোকাল (৩৭৭৪৮)।

বরানগর নর্দান পার্কে ট্রাম ডিপোর কর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি

তোলা চেয়ে না পেয়ে বরানগরে গুলি চলেছে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ট্রাম ডিপোর কর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। যদিও গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় তিনি প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। তবে গুলির বারুদ ছিটকে শরীরের বিভিন্ন অংশে লাগায় তিনি আহত হয়েছেন। শুক্রবার সাতসকালে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বরানগর পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের জনবহুল নর্দান পার্ক এলাকায়। তবে কী কারণে ওই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে গুলি চলল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েই গিয়েছে। পুলিশ এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ঘটনার তদন্ত করছে। জানা গিয়েছে, আহত ব্যক্তির নাম বিকাশ মজুমদার। তিনি বরানগর পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের রবীন্দ্রনগরের বাসিন্দা। আক্রান্ত ব্যক্তি ডব্লুবিটিসি-র ট্রাম ডিপোর কর্মী ৫৩ বছরের বিকাশ বাবু প্রাথমিক চিকিৎসার পর বরানগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। আক্রান্ত বিকাশ মজুমদার জানান, প্রতিদিনের মতোই এদিন সকাল ৬টা ২৫ মিনিট নাগাদ তিনি বাড়ির সন্নিকটে নর্দান পার্কে ডাস্টবিনে বাড়ির ময়লা-আবর্জনা ফেলতে গিয়েছিলেন। ময়লা ফেলে বাড়ি ফেরার সময় পিছন দিক থেকে একটা বাইকে দুই যুবক মাথায় হেলমেট দিয়ে আচমকা হানা দেয়। তাঁকে লক্ষ্য করে ওরা গুলি চালায়। মাথা নিচু করে বসে পড়ায় তিনি প্রাণে বেঁচে যান। যদিও গুলির বারুদ ছিটকে বাঁ-হাতে, বুকে এবং মুখে লেগে তিনি আহত হয়েছেন। কিন্তু কি কারণে তাঁর ওপর হামলা, তা তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না। সূত্র বলছে, বাইকে আসা ওই দুই যুবক গুলি চালিয়ে বেলঘড়িয়া এক্সপ্রেসওয়ে ধরে চম্পট দেয়। স্থানীয় কাউন্সিলর শান্তনু মজুমদার বলেন, উনি খুব শান্ত প্রকৃতির মানুষ। ওনার কোনও শত্রু নেই। তবুও ওনাকে লক্ষ্য করে কে বা কারা গুলি চালালো, তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। বরানগরে গুলির ঘটনা নিয়ে মুখ খুলেছেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তিনি দাবি করেছেন, তোলা চেয়ে না পেয়ে গুলি চলেছে বরানগরে। তাঁর বক্তব্য, বরানগর, কামারহাটি ও পানিহাটিতে অফিসিয়ালি তোলাবাজি চলছে। তোলাবাজি ঘিরে সিন্ডিকেট রাজ চলছে। এই তোলাবাজি ঘিরে তৃণমূলের দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে গন্ডগোলও হচ্ছে। শাসকদলকে নিশানা করে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, খড়দায় মন্ত্রী পুলিশ-গুন্ডাদের বিরুদ্ধে মিছিল বের করাচ্ছেন। মন্ত্রী একজায়গায় তোলা তুলছেন। পার্থ ভৌমিক আরেক জায়গায় সিন্ডিকেট চালাচ্ছেন। এই সিন্ডিকেট রাজ ঘিরে মারপিটের ঘটনা ঘটছে। আর ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন সাধারন মানুষজন। তাঁর দাবি, রাজ্য থেকে পাপ বিদায় না হওয়া পর্যন্ত এসব চলবে। রাজ্যের কৃষি মন্ত্রীকে আক্রমণ শানিয়ে পদ্ম শিবিরের লড়াকু নেতা অর্জুন সিং বলেন, দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য নিয়ে মন্ত্রী বলছেন লোকাল পুলিশকে তিনি বলবেন না। যা বলার তিনি ওপরমহলে বলবেন।

অরেঞ্জ লাইনে নতুন পরিবর্তন

নিজস্ব প্রতিবেদন: অরেঞ্জ লাইনে নতুন পরিবর্তন আনছে মেট্রো রেল। আগামী ২৪ নভেম্বর ২০২৫ থেকে এই লাইনে চালু হবে আধুনিক CBTC সিস্টেম। এর ফলে দৈনিক সার্ভিস বাড়ছে;আগের ৬০টির বদলে চলবে ৬২টি মেট্রো (৩১ আপ ও ৩১ ডাউন)।

প্রথম সার্ভিস কবি সুভাষ থেকে বেলেঘাটা সকাল ৭৪০ (আগে ছিল ৮০০), বেলেঘাটা থেকে কবি সুভাষ সকাল ৮১০ (আগে ছিল ৭৪্ল ৫৫), শেষ সার্ভিস কবি সুভাষ থেকে বেলেঘাটা রাত ৮২০ (আগে ছিল ৮০৫), বেলেঘাটা থেকে কবি সুভাষ রাত ৮৪৫ (আগে ছিল ৮০৫), মেট্রো যাত্রীদের জন্য সময়সূচির এই পরিবর্তন আরও সুবিধা দেবে।

জঞ্জাল পরিষ্কার নিয়ে পার্কিংয়ে কড়া পদক্ষেপ কলকাতা পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন: জঞ্জাল পরিষ্কারের জন্য এবার কলকাতার রাস্তায় যত্রতত্র পার্কিং নিয়ে কড়া পদক্ষেপ কলকাতা পুরসভার। কলকাতা পুরসভার তরফ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, সকাল ৭টা থেকে ৯টা পর্যন্ত শহরের রাস্তায় কোনও গাড়ি পার্কিং করা যাবে না বলে জানিয়েও দিয়েছেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। পাশাপাশি কলকাতা পুরসভার মেয়রেরস স্পষ্ট হুঁশিয়ারি পুরসভার নির্দেশ অমান্য করে কেউ যদি এর পরেও সকাল ৭টা থেকে ৯টার মধ্যে রাস্তায় গাড়ি রাখেন, তাহলে পুলিশ সেই গাড়ি টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। খুব শিগগিরই পুর কমিশনার এই মর্মে নির্দেশিকা জারি করবেন বলেও জানান মেয়র।

এই প্রসঙ্গে মেয়রের সংযোজন, রাস্তাজুড়ে গাড়ি পার্ক করে রাখার কারণে গাড়ির পিছনে অথবা ফাঁকে জঞ্জাল ফেলে দিয়ে যান অনেকেই। গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকায় পুরকর্মীরা সকালে জঞ্জাল পরিষ্কার করতে গিয়ে সেই জঞ্জাল পরিষ্কার করতে পারছেন না। বিশেষত আবাসন এবং বহুতলগুলির সামনে এই ধরনের সমস্যা বেশি নজরেআসছে। এদিকে পুরসভা জঞ্জাল পরিষ্কার করছে না বলে অভিযোগ করছেন অনেকেই। এর পাশাপাশি থানায় যে গাড়িগুলো দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকে, সেগুলোকে দ্রুত কীভাবে সরানো যায় বা যে গাড়িগুলি ছয় মাসের উপর পড়ে আছে, সেই তালিকা জানার জন্য কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে চিঠি দিয়ে জানতে চাওয়া হবে পুরসভার পক্ষ থেকে। সঙ্গে মেয়র এও জানান, দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকা গাড়িগুলিকে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের পাশে ক্র্যাশারে পাঠানো হবে বলে জানান মেয়র।

অমৃত ভারত স্টেশন যোজনায় নবরূপে উঠছে আনারা স্টেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা ডিভিশনের অন্তর্গত পুরুলিয়া জেলার আনারা স্টেশন অমৃত ভারত স্টেশন যোজনার আওতায় দ্রুত আধুনিকীকরণের পথে। আসানসোল,টাটানগর মূল রুটের গুরুত্বপূর্ণ এই স্টেশন যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের কেন্দ্র হিসেবে দীর্ঘদিন ধরেই পরিচিত। রেলওয়ের ৭২টি স্টেশন এই প্রকল্পে নবীকরণ পাচ্ছে, যার উদ্দেশ্য স্টেশনগুলিকে আরও পরিচ্ছন্ন, আরামদায়ক ও যাত্রীবান্ধব করে তোলা।

আনারা স্টেশনে নতুন স্টেশন ভবন, ফুট ওভার ব্রিজ, দুটি লিফট, নতুন বুকিং কাউন্টার, প্রবেশ-প্রস্থান গেট ও বড় পার্কিং এলাকা তৈরি হচ্ছে। পাশাপাশি উন্নত অপেক্ষালয়, নতুন প্ল্যাটফর্ম শেল্টার, প্ল্যাটফর্ম রিসারফেসিং এবং আধুনিক ট্রেন-ইন্ডিকেটর বোর্ড স্থাপন করা হচ্ছে। বিশেষভাবে দৃষ্টিহীন ও শারীরিকভাবে অসুবিধাগ্রস্ত যাত্রীদের জন্য র‍্যাম্প, ট্যাকটাইল টাইলস, বিশেষ টয়লেট, বুকিং কাউন্টার ও জলকিয়স্ক তৈরি করা হচ্ছে। স্থানীয় শিল্প-সংস্কৃতির ছোঁয়ায় সাজানো নতুন রূপে শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করবে স্টেশনটি।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২২ নভেম্বর ২০২৫, ৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ শনিবার

পশ্চিমবঙ্গ এবার স্বচ্ছ ভোটের পক্ষেই দাঁড়িয়েছে, মমতার চিঠিকে নিশানা করে তোপ শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচন কমিশনমুখী চিঠিকে কেন্দ্র করে শুক্রবার ফের উত্তাল হল রাজ্য রাজনৈতিক অঙ্গন। তৃণমূল সুপ্রিমোর অভিযোগের পালটা সুরে সুর মিলিয়ে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠি প্রমাণ করে দিল, স্বচ্ছ ভোটার তালিকাই তৃণমূলের সবচেয়ে বড় ভয়।

শমীকের অভিযোগ, বিশেষ নিবিড় পুনর্বিবেচনা (এসআইআর) শুরু হতেই ভুয়ো ভোট, ডুপ্লিকেট নাম ও মৃত ভোটারের উপস্থিতি দ্রুত ধরা পড়ছে। তাইই নাকি এখন তৃণমূল অমানবিক, অবাস্তব বলে প্রক্রিয়া থামানোর আর্তি জানাচ্ছে। তাঁর কথায়, স্বচ্ছ ভোটার তালিকা মানেই তৃণমূলের ভুয়ো ভোটের রাজনীতি শেষ। তাই এত তড়িঘড়ি নাটক।

বিজেপি নেতার বক্তব্য, বিএলওদের প্রশিক্ষণ, সমন্বয় ও নিরাপত্তার দায় সম্পূর্ণভাবে রাজ্য সরকারের। কিন্তু সেই দায়িত্বর ক্ষেত্রেই ব্যর্থতা ঢাকতে কৃষক, ব্যস্ত মরসুম ও বাড়তি চাপের অজুহাত দেখিয়ে তাতুন নাটকদ শুরু করেছে তৃণমূল। শমীক মনে করিয়ে দেন, রেশন, আয়ুষ্মান, আওয়াস বা পিএম কিষান, যে কোনও সুবিধা পেতে সাধারণ মানুষের জন্য সবচেয়ে জরুরি হল সঠিক ও পরিশুদ্ধ তালিকা। তাই এসআইআর বন্ধ করার চেষ্টাকে তিনি সরাসরি গণতন্ত্র বিরোধী বলেই আখ্যা দেন।

তাঁর প্রশ্ন, তএসআইআর বন্ধ হলে লাভ কার? এবং তাঁর নিজের উত্তরও স্পষ্ট, বাংলার গণতন্ত্র রক্ষার একটাই পথ, এসআইআর চলবে। ভোটার তালিকা ভুয়ো ভোটারমুক্ত হবেই। শেষে শমীকের কটাক্ষ, তৃণমূল যতই চিঠি লিখুক বা নাটক করুক, পশ্চিমবঙ্গ এবার স্বচ্ছ ভোটের পক্ষেই দাঁড়িয়েছে।

এসআইআর নিয়ে শাসককে তীব্র আক্রমণ, ভোটার তালিকা ভুয়োকরণে কড়া শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হতেই রাজ্যে ভয়াবহ অনিয়ম সামনে আসছে, এমন বিস্ফোরক দাবি করলেন বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, ভোটার তালিকার তথ্যভান্ডারে এমন সব ব্যক্তিকে যুক্ত করা হচ্ছে, যাদের কোনও সরকারি অনুমোদন নেই। শুভেন্দুর কথায়, ডাটা এন্ট্রি অপারেটরকে যে তথ্য দেওয়ার কথা, তা দেওয়া হচ্ছে না। আর পশ্চিমবঙ্গে এখন সরকারি আধিকারিক নয়, তৃণমূলের কর্মী, বিশেষত ওবিসি বিলস আর ডিএসকের সাব-ক্যাডাররা, ভোটার তালিকার তথ্য ঢুকিয়ে দিচ্ছে। এই বেআইনি কাজ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

শুভেন্দুর দাবি, রাজ্যের জনসংখ্যার গঠনে বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটছে এবং নির্বাচনী তালিকায় তার ছায়া স্পষ্ট। তাঁর কথায়, সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ বা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের জন্য জমি দেওয়া হয়নি। তার সরাসরি প্রভাব পড়েছে জনসংখ্যার ভারসাম্যে। এই পরিবর্তন নিয়ে জাতীয় থেকে আঞ্চলিক, সব সংবাদমাধ্যমে আলোচনা হওয়া উচিত।

এসআইআর চলাকালীন নানা জায়গায় 'বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের' দেখা মিলছে বলেও দাবি করেন তিনি। শুভেন্দুর অভিযোগ, এসআইআর শুরু হওয়ার পর প্রতিদিন শত শত বাংলাদেশিকে দেখা যাচ্ছে। ভয়ানক পরিস্থিতি। তিনি প্রশ্ন তোলেন, এই পরিস্থিতিতে কি নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকার নকল বা ডুপ্লিকেশন আটকাতে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিয়েছে?

বিরোধী নেতার বক্তব্য, আগের তুলনায় রাজ্যের ন'টি জেলায় সংখ্যালঘু জনসংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে। তাঁর দাবি, এই বৃদ্ধির পিছনে রয়েছে বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারীরা। এদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে। আর বিজেপি সরকার এলে, হিন্দু শরনার্থীদের সকলকে রাখা হবে, কিন্তু বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের ছাড়া হবে। একই সঙ্গে তিন জেলা প্রশাসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয়েছে বলেও জানান তিনি। শুভেন্দুর দাবি, পূর্ব মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান-সহ বেশ কিছু জেলার ব্লক লেভেল অফিসারদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক অনীহা ও অসহযোগিতার প্রমাণ রয়েছে। তাঁর বক্তব্য, যারা দায়িত্ব পালন করছে না, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের যে ভাবে হয়রানি করা হচ্ছে, সবটাই কমিশনকে জানানো হয়েছে।

গতবার ওয়েবক্যাম সংক্রান্ত যে ঘটনা ঘটেছিল, সেটিও তুলে ধরে শুভেন্দুর সাফ মন্তব্য, ভোটঘরে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশনকে আরও কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

বাংলায় অশান্তি ছড়াতে চাইছে বিজেপি, অভিযোগ শশী পাঁজার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিজেপির বিরুদ্ধে ফের সরাসরি আক্রমণ শানালেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা। তাঁর অভিযোগ, অমিত শাহ দেশ চালাচ্ছেন, কিন্তু বাংলার বাস্তবতা সম্পর্কে অর্ধেক তথ্যও জানেন না। বরং বাংলাকে ভয় দেখিয়ে অশান্তি তৈরি করাই তাঁদের উদ্দেশ্য।

শশী পাঁজার বক্তব্যে স্পষ্ট, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে 'ঘুষপেট', সিআইআর বা গণতন্ত্র নিয়ে যেসব মন্তব্য করা হচ্ছে, তা বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে। তিনি বলেন, আপনি বলছেন দেশে কোথাও সিআইআর দরকার নেই। অথচ বাংলায় দু' মাসের মধ্যে বিশাল কাজ শেষ করার চাপ দিচ্ছেন। ২০০২ সালে সিআইআর শেষ হতে দু' বছর লেগেছিল। এবার দুই মাস! কেন এই তাড়াহুড়ো?

মন্ত্রী দাবি করেন, বাংলায় ভয় দেখিয়ে নির্বাচন প্রক্রিয়া দখল করতেই বিজেপি সিআইআরের নামে উত্তেজনা ছড়াচ্ছে। তাঁর কথায়, আপনারা চাইছেন বাংলার মানুষ আতঙ্কে থাকুক। আপনারা চাইছেন আপনার দলের লোকেরা পুরো প্রশাসন দখল করুক। ভয় দেখানো, হুমকি দেওয়া;এই হলো বিজেপির একমাত্র কৌশল।

শশী পাঁজা আরও অভিযোগ করেন, সীমান্ত নিরাপত্তার নামে যেসব বক্তব্য কেন্দ্র করছে, তা বাস্তবের সঙ্গে মিলছে না। সাম্প্রতিক বিস্ফোরণ ও হামলার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, যদি এত নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকে, তবে একের পর এক সন্ত্রাসী হামলা কী ভাবে হচ্ছে? এতে প্রমাণ হয় দেশের সীমান্তই অরক্ষিত। অথচ দায় চাপানো হচ্ছে বাংলার ঘাড়ে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচন কমিশনকে লেখা চিঠির কথাও উল্লেখ করেন তিনি। জানান, এসআইআর চলাকালীন মৃত্যু, মানুষের হয়রানি এবং ভয়াবহ বিশৃঙ্খলার বিষয়গুলি মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন।

শশী পাঁজার দাবি, বাংলার মানুষ ইতিমধ্যেই বুঝে গিয়েছেন, এই পরিস্থিতি বিজেপির তৈরি করা এক চক্রান্ত। তাঁর কথায়, বাংলার মানুষ জানে, বিজেপির লক্ষ্য বাংলাকে বশে আনা। কিন্তু বাংলার মানুষ ভয় পাবে না। সময় হলে তার জবাব দেবে। শেষে তৃণমূল নেত্রীর বার্তা, অমিত শাহ যতোবারই আসুন, যত পাঁচ দিনে একবারই বাংলায় নামুন, মানুষ সব দেখছে। বাংলাকে দুর্বল করার চেষ্টা কখনও সফল হবে না।

পার্ক স্ট্রিটের হোটেল থেকে বিদেশি পর্যটকের ডলার চুরির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: পার্ক স্ট্রিটের একটি হোটেলে বিদেশি পর্যটকের ঘর থেকে রহস্যজনক ভাবে ডলার চুরির অভিযোগ। সূত্রে খবর, কোরিয়ার সিওলের বাসিন্দা সাংঘো জাং কলকাতায় বেড়াতে এসে মির্জা গালিব স্ট্রিটের ওই হোটেলে উঠেছিলেন।

বুধবার রাতে চারতলার ঘরে খাওয়াদাওয়া সেরে তিনি ভোর পর্যন্ত কাজ করেন। ভোর চারটায় ঘুমোতে যান। ঘরের ভিতরে জামাকাপড় হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। সেই সময় তাঁর প্যান্টের পকেটে ছিল ৮৫০ মার্কিন ডলার ও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র। এরপর সকাল আটটায় ঘুম থেকে উঠে তিনি দেখেন, জামাকাপড়ের অবস্থান অস্বাভাবিক। প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে বুঝতে পারেন, ডলার উধাও। হোটেল কর্তৃপক্ষকে জানালেও কোনও সদুত্তর পাননি। এরপর বৃহস্পতিবার তিনি পার্ক স্ট্রিট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে জানিয়েছে, ভোর চারটা থেকে সকাল আটটার মধ্যে ঘটনাটি ঘটেছে। তদন্তকারীরা হোটেলের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছেন। চারতলার করিডরের ফুটেজে নজর দেওয়া হচ্ছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ঘরে ঢোকার জন্য নকল চাবি বা ডুপ্লিকেট অ্যাক্সেস ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে। দরজা জোর করে খোলার প্রমাণ না-মেলায় এই সম্ভাবনা জোরদার হচ্ছে। পাশাপাশি চারতলার করিডরে কোন অচেনা ব্যক্তি বা সন্দেহজনক চলাচল ধরা পড়েছে কি না, তা ফ্রেম-টু-ফ্রেম খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি পুলিশের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, ঘটনার পর প্রথম ২৪ ঘণ্টায় মূল সন্দেহজনক ব্যক্তিদের শনাক্তকরণে জোর দেওয়া হলেও, এখনও প্রধান অভিযুক্ত শনাক্ত হয়নি। এই ধরনের ঘটনা পর্যটন শহরগুলিতে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। বিশেষ করে হোটেলগুলিতে অতিথিদের ঘরে প্রবেশের সম্ভাবনা থাকলে তা গুরুতর উদ্বেগের বিষয়। পুলিশের তদন্তে সিসিটিভি ফুটেজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

এসআইআর নিয়ে বড়সড় পর্যালোচনা, সোমবার বৈঠকে নেতৃত্বকে প্রশ্নের মুখে ফেলতে পারেন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়া শুরুর পর কুড়ি দিন পেরোতেই সংগঠনের তৎপরতা খতিয়ে দেখেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই সোমবার সন্ধ্যায় প্রায় দশ হাজার নেতা,কর্মীকে নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠকে বসছেন তিনি। দলের শীর্ষস্তরের মতে, অধিকাংশ জেলায় ইতিবাচক কাজ হলেও কয়েকটি জেলা ও ব্লকে দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও উদাসীনতার ছবি স্পষ্ট। সেই জায়গাগুলির নেতাদের কঠিন প্রশ্নের মুখে পড়তে হতে পারে।

৩১ অক্টোবর অভিষেক নির্দেশ দিয়েছিলেন, বিএলওদের পাশে থেকে প্রতিটি ধাপ পর্যবেক্ষণ করতে হবে দলের বিএলএদের। ৪ নভেম্বর থেকে বাড়ি বাড়ি এনুমারেশন ফর্ম বিলি শুরু হওয়ার পরে প্রথম পর্ব শেষ। এখন দ্বিতীয় ধাপে বাদপড়া নাম এবং নথির বিষয়টি সামাল দিতে বৈঠক থেকে পরিষ্কার রূপরেখা আসবে বলে জানা গিয়েছে। এসআইআর নিয়ে মতুয়া অধ্যুষিত এলাকা এবং উত্তরবঙ্গ বিশেষ নজরদারিতে থাকবে।

তৃণমূলের আশঙ্কা, বিরোধী শিবির ১০০রও বেশি আসনে প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করছে। যদিও বিজেপির দাবি, এসব অভিযোগ ভিত্তিহীন। দলীয় কর্মক্ষমতার বিচার এবার সরাসরি অভিষেকের সামনে হবে। সামগ্রিক ভাবে গ্রাসরুটে সক্রিয়তা দেখা গেলেও গাফিলতি করা ব্লকগুলির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানই নেবেন তিনি, এমনটাই মনে করছে দলের উচ্চপর্যায়।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ বছর পর ভোটের আবহ

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাঁচ বছর পর ফের ভোটের আবহ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। তবে এবারের এই ভোট ছাত্রদের জন্য নয়, গবেষকদের জন্য। শুধু তাই নয়, রাজ্যে এই প্রথম কোনও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গবেষক-পড়ুয়ারা নির্বাচনের মাধ্যমে প্রবেশ করতে চলেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ অভিযোগ নিরসন কমিটি বা আইসিসিতে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, আগামী ২৭ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হবে ভোট। দুপুর আড়াইটে থেকে শুরু হয়ে চলবে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা পর্যন্ত। প্রায় ২ হাজার ৩০০ গবেষক ভোটার এই নির্বাচনে অংশ নেবেন। ইতিমধ্যে মনোনয়ন জমা পড়েছে মোট পাঁচজনের।

ইতিমধ্যেই এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে শুরু হয়েছে প্রচার। ছাত্র রাজনৈতিক দলগুলি পোস্টার-ব্যানার লাগিয়ে প্রচারে নেমেছে। তবে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের তরফ থেকে এই নির্বাচনকে বেআইনি বলে দাবি করা হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি কিশলয় রায় অভিযোগ করেছেন, ভোটার তালিকা প্রকাশ না করেই মনোনয়ন জমা নেওয়া হয়েছে, ফলে প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নেই। যদিও তারা প্রার্থী দেয়নি, তবুও নির্বাচন বয়কট করেনি। তাদের দাবি, স্বচ্ছভাবে ভোট হোক।

অন্যদিকে, বাম সমর্থিত প্রার্থী রচয়িতা ঘোষ এই প্রসঙ্গে জানান, এই নির্বাচন গবেষকদের জন্য বড় সুযোগ। তাঁর মতে, প্রতিনিধি নির্বাচিত হলে গবেষকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ওয়েলফেয়ার বোর্ড ও অ্যান্টি-র‍্যাগিং কমিটিতে নিজেদের মতামত তুলে ধরতে পারবেন। এই প্রসঙ্গে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানান, বর্তমানে কোনও ছাত্র সংসদ নেই। তাই মনোনয়নের জায়গাও নেই। সেই কারণেই গবেষক প্রতিনিধি নির্বাচন জরুরি। একজন গবেষক প্রতিনিধি ছাড়া আইসিসি কার্যকর ভাবে চলতে পারে না।

নিউটাউনে স্বর্ণব্যবসায়ী খুনের ঘটনায় পুলিশের জালে বিডিওর মাসলম্যান

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিউটাউনে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনে পুলিশের জালে বিডিও-র মাসলম্যান। ফলে সোনা ব্যবসায়ী খুনে গ্রেপ্তার বেড়ে দাঁড়াল ৪-এ। পুলিশ সূত্রে খবর, কোচবিহার থেকে গ্রেফতার করা হয় বিবেকানন্দ সরকারকে। স্বপন কামিল্যা খুনে সরাসরি যুক্ত থাকার অভিযোগেই তাকে গ্রেফতার কর হয়। পুলিশ সূত্রে এ খবরও মিলেছে, দাঁতনে পরিবারের দেওয়া ভিডিওতেও বিবেকানন্দের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

সঙ্গে এ খবরও মিলেছে যে, গ্রেফতারের পরই অভিযুক্ত বিবেকানন্দ সরকারের মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করে বিধাননগর গোয়েন্দা শাখার পুলিশ। এর আগে তিন অভিযুক্তের মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। এবার অভিযুক্ত বিবেকানন্দ সরকারের মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করে পাঠানো হল ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের কাছে। সূত্রের খবর, বিবেকানন্দকে জিজ্ঞাসাবাদ করে খুনে ব্যবহৃত লোহার রড লাঠি এইসবের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

সঙ্গে এও জানা গেছে, পুলিশি জিজ্ঞাসায় বিডিওর নির্দেশে মারের কথা স্বীকারও করেছেন বিবেকানন্দ সরকার। পাশাপাশি এও বিবেকানন্দ সরকারই জানিয়েছে, বিডিওর নির্দেশেই মারধরে ব্যবহৃত জিনিস লোপাট করা হয়েছে। সরানো হয়েছে মারধরে ব্যবহৃত রড, লাঠি, বেল্ট। অন্যদিকে, অপর অভিযুক্ত কোচবিহার ২ ব্লকের তৃণমূল সভাপতি সজল সরকারের নির্দেশেই বিডিওর সঙ্গে দাঁতনে গিয়েছিলেন বিবেকানন্দ।

এর পাশাপাশি পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে বিবেকানন্দ সরকার দাবি করেছেন, সজলের মাধ্যমেই তাঁর বিডিওর সঙ্গে পরিচয়। খুনের আগেরদিন সজলের সঙ্গেই কলকাতায় আসে বিবেকানন্দ! বিধাননগর কমিশনারেট সূত্রে এ খবরও মিলছে, নিউটাউনে ব্যবসায়ী খুন তদন্তে জিও ম্যাপিংও করা হয়েছে। সোনা ব্যবসায়ী খুনের তদন্তে আগেই করা হয়েছে পুনর্নির্মাণ। অভিযুক্তদের নিয়ে পুনর্নির্মাণের পরে এবার হয় জিও ম্যাপিং। ড্রোনের মাধ্যমে এই জিও ম্যাপিং করে বিধাননগর পুলিশ। দত্তাবাদ থেকে নিউটাউনের রাস্তা ধরে হয় জিও ম্যাপিং। বিডিও-র ফ্ল্যাট হয়ে দেহ উদ্ধারের জায়গাতেও জিও ম্যাপিং। নতুন করে নমুনা সংগ্রহ করে ফরেন্সিক টিমও। একইসঙ্গে নিউটাউনে রাজগঞ্জের বিডিওর ফ্ল্যাট থেকেও সংগ্রহ করা হয় নমুনা।

বেলেঘাটায় সাত বিএলওকে শো-কজ

ভোটার তালিকা সংশোধনে গাফিলতিতে কঠোর কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটার তালিকা পরিশোধনের কাজে কোনও ধরনের শৈথিল্য বরদাস্ত করা হবে না; এমন কড়া অবস্থান ফের স্পষ্ট করল নির্বাচন কমিশন। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, বেলেঘাটা বিধানসভার অধীন মোট সাতটি বুথে কর্মরত ব্লক লেভেল অফিসারদের বিরুদ্ধে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ উঠতেই তাঁদের প্রত্যেককে শোকজ নোটিস পাঠানো হয়েছে। নির্দেশ অনুযায়ী, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সন্তোষজনক জবাব না-পেলে সরাসরি শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করা হবে।

অভিযোগ অনুযায়ী, ভোটার তালিকা সংশোধন সংক্রান্ত সমীক্ষা, বাড়ি বাড়ি যাচাই ও জমা দেওয়া ফর্মের ভিত্তিতে তথ্য সংশোধনের কাজে ব্যাপক ত্রুটি ধরা পড়েছে। কোথাও নতুন তথ্য সংযোজনের আবেদন প্রক্রিয়া আটকে রাখা হয়েছে, আবার কোথাও পুরনো ঠিকানা বা ফোন নম্বর সংশোধনের নথি অযথা ফেলে রাখা হয়েছে। এমনকি কিছু বুথে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা নির্ধারিত এলাকায় নিয়মিত ঘুরেও দেখেননি, এমন দাবিও উঠেছে।

নির্বাচন কমিশনের মতে, ভোটের আগের মাসগুলোতে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা গণতান্ত্রিক কাঠামোর মূল ভিত্তি। নতুন ভোটার তোলা, ঠিকানা পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্য সংশোধন, কিংবা অনুপযুক্ত নাম বাদ দেওয়া, প্রতিটি ক্ষেত্রেই যথাযথভাবে কাজ হওয়া আবশ্যক। এই সংবেদনশীল দায়িত্বে অবহেলা প্রমাণিত হওয়ায় কমিশন সরাসরি হস্তক্ষেপ করেছে।

জানা গিয়েছে, সাত জন অফিসারের কাছে চারটি নির্দিষ্ট বিষয়ে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে, নির্দেশনা অনুযায়ী কেন বুথ এলাকায় সমীক্ষা হয়নি, কেন ঠিক সময়ে ভোটার তালিকা আপডেট হয়নি, নথি যাচাইয়ের বিষয়ে আবেদনকারীকে কেন অবগত করা হয়নি এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অগ্রগতির রিপোর্ট জমা না দেওয়ার কারণ কী। নির্বাচন কমিশন পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, অভিযোগ সঠিক প্রমাণ হলে সাময়িক বরখাস্ত থেকে শুরু করে দায়িত্ব প্রত্যাহার, যে কোনও কঠোর প্রশাসনিক শাস্তি আরোপ করা হতে পারে।

বেলেঘাটা অঞ্চলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নজর সবসময়ই তীক্ষ্ণ থাকে। সেই কারণে কমিশনের এই পদক্ষেপকে এলাকাবাসী ও প্রশাসনিক মহলে কড়া সতর্কবার্তা হিসেবেই দেখা হচ্ছে। জেলা নির্বাচন দপ্তরের এক কর্তা জানান, অভিযোগ হাতে আসার পর পর্যালোচনা শুরু হয়েছিল। যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়ায় শোকজ জারি করা হয়েছে। ভোটের কাজে কোনওরকম ঢিলেমি বরদাস্ত করা হবে না।

শিক্ষক নিয়োগে ভুয়ো নথি ধরা পড়ল, কড়া নজরদারিতে এসএসসি

নিজস্ব প্রতিবেদন: একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় নথি যাচাইয়ের প্রথম তিনদিনেই বড়সড় অসঙ্গতি সামনে এল। স্কুল সার্ভিস কমিশন অর্থাত এসএসসি সূত্রে জানা গিয়েছে, মোট ২৬ জন প্রার্থীর নথিতে ভুয়ো বা ভুল তথ্য ধরা পড়েছে। এরপরেই নথি যাচাই প্রক্রিয়ায় আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এসএসসি।

পাশাপাশি কমিশন এও জানিয়েছে, ১৪ জন একাদশ শ্রেণির এবং ১২ জন দ্বাদশ শ্রেণির প্রার্থীর নথিতে গরমিল পাওয়া গেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত নথি ভুয়ো বলে প্রমাণিত হয়েছে। কয়েকজন প্রার্থী আবার জাতির শংসাপত্রও ভুয়ো জমা দিয়েছেন। প্রথমদিন বাংলা, পরের দুই দিনে ইংরেজি ও ইতিহাস বিষয়ের শিক্ষক পদের জন্য যাচাই হয়। তবে বাংলার ক্ষেত্রে ২৫ জন প্রার্থী গরহাজির ছিলেন।

প্রসঙ্গত, এই নথি যাচাই শুরু হয়েছে ১৮ নভেম্বর থেকে। এই প্রসঙ্গে কমিশন জানিয়েছে, ২৬ নভেম্বর থেকে ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া শুরু হবে। আগেই স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল, নথিতে বিন্দুমাত্র ভুল তথ্য থাকলে প্রার্থীপদ বাতিল হতে পারে। তবে এটি ইচ্ছাকৃত কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পূর্ণাঙ্গ প্রমাণ ছাড়া এখনই কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না, তা এখনও নির্দিষ্ট নয়। আগামী শনিবার অথবা আগামী সপ্তাহে নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ হতে পারে। নবম-দশমে শূন্যপদের সংখ্যা ২৩,২১২। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও কঠোর যাচাইয়ের প্রয়োজনীয়তা আরও একবার সামনে এল।

শ্লীলতাহানির অভিযোগে সরলেন সিএমসির অ্যানাটমি বিভাগীয় প্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের অ্যানাটমি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক কল্যাণ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে একাধিক প্রথম বর্ষের ছাত্রী শ্লীলতাহানি ও শারীরিক হেনস্থার অভিযোগ উঠল। সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের তরফ থেকে এ অভিযোগও করা হয় যে দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ জমা পড়লেও, প্রশাসনের তরফ থেকে কোনও ধরনের কার্যকর পদক্ষেপ করা হয়নি। তবে এরপর শুক্রবার ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনের চাপে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ সূত্রে খবর, নতুন বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অধ্যাপক মৈত্রেয়ী মণ্ডলকে। এর পাশাপাশি সাত সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই তদন্ত কমিটি ১০ দিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেবে বলেও জানা গেছে। এদিকে এই ঘটনায় অধ্যক্ষ জানান, এই রিপোর্ট স্বাস্থ্য দফতরে পাঠানো হবে এবং তার ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তবে এই ঘটনায় সামনে আসছে নানা প্রশ্ন। প্রথমত, চার বছর ধরে অভিযোগ জমা পড়লেও, প্রশাসন কার্যকর ব্যবস্থা কেন নেওয়া হয়নি তা নিয়ে ধোঁয়াশায় অনেকেই। পাশাপাশি এমন ঘটনা প্রশ্ন চিহ্ন তুলে দিয়েছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতা নিয়েও। সঙ্গে এটাও স্পষ্ট যে ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ব্যর্থতা স্পষ্ট। তবে ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনই শেষ পর্যন্ত প্রশাসনকে পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করে। আর এই ঘটনায় এটাও প্রমাণ হয় যে শিক্ষার্থীদের সম্মিলিত প্রতিবাদে শেষপর্যন্ত নড়েচড়ে বসতেই হয় প্রশাসনকে। তবে এই ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করা হলেও এর কার্যকারিতা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

সম্পাদকীয়

ধোঁয়া নয়, ধুলিকণার দাপট রুখতে পারলেই বাঁচবে আমাদের তিলোত্তমা

গঙ্গার দু'পাড়ে দুই শহর। কলকাতা আর হাওড়া। কিন্তু একই রোগে আক্রান্ত দু'জনেই। কলকাতা আর হাওড়া দূষণের প্রধান উৎস গাড়ির জ্বালানি বা ডিজেল পোড়া কালো ধোঁয়া নয়, শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা রাস্তার ধুলো বা ধুলিকণা। এই ধুলোর দাপটেই নাভিশ্বাস উঠছে শহরের। সম্প্রতি এক সমীক্ষায় গাড়ির ধোঁয়া নিয়ে প্রচলিত ধারণাও বদলে গিয়েছে। সমীক্ষা বলছে জোড়া শহরের দূষণে আসলি ভিলেন ধুলিকণা। এমনই চমকপ্রদ তথ্য পেশ করছে 'দ্য এনার্জি অ্যান্ড রিসোর্সেস ইনস্টিটিউট' বা টেরি-র সাম্প্রতিক রিপোর্ট। পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের জন্য ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরে এই সমীক্ষাটি করা হয়েছে। সমীক্ষা চালানো হয়েছিল মূলত কলকাতা ও হাওড়ার নির্দিষ্ট কিছু বাছাই করা অঞ্চলে। আর তাতেই উঠে এসেছে এই তথ্য। যা শহরের দূষণ নিয়ন্ত্রণের ধারণাটাই বদলে দিতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কী বলছে সমীক্ষা? সেখানে বলা হয়েছে, কলকাতা পুরসভার অন্তর্গত এলাকাগুলিতেই দূষণের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি। টেরি-র বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, শুধু যানবাহন বা শিল্প সংস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণ করলেও হবে না, শহরের রাস্তাঘাটের উন্নয়নই এর একমাত্র পথ। রাস্তার যত্রতত্র ফাটল, গর্ত দ্রুত মেরামত করা, রাস্তা পাকা করা, ধুলো নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত জল দেওয়ার পাশাপাশি আধুনিক পরিকাঠামো তৈরিতেই জোর দিতে হবে। না হলে এই রোগ সারবে না, উল্টে বাড়বে। রোগ সারাতে আরও কিছু কড়া দাওয়াইয়ের পরামর্শ দিয়েছে ওই পেশাদার সংস্থা।যেমন শ্মশানের আধুনিকীকরণ, ইলেকট্রিক গাড়ির চার্জিং স্টেশন বৃদ্ধি, গণপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নও এর মধ্যে পড়ছে। রিপোর্টে স্পষ্ট, গাড়ি বা শিল্প নয়, বরং শহরে পড়ে থাকা ধুলোই এখন কলকাতা পুরসভার সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এর জন্য চাই অবিলম্বে উন্নত ও আধুনিক নগর পরিকল্পনা, নিয়মিত রাস্তা পরিষ্কার ও স্থানীয় প্রশাসনের সক্রিয় উদ্যোগ। কিন্তু দূষণ রোধে কলকাতা পুরসভার যা পরিকাঠামো আর সদিচ্ছা তাতে এসব আদৌ কতটা কার্যকর করা যাবে, প্রশ্নটা সেখানেই।

আজকের দিন

■ **১৯৪৩** — লেবানন ফ্রান্সের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।
■ **১৯৬৩** — টেক্সাসের ডালাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ. কেনেডিকে হত্যা করা হয় এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট লিন্ডন বি. জনসন ৩৬তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

■ **১৯৮৬** — মাইক টাইসন ইতিহাসের সর্বকনিষ্ঠ হেভিওয়েট বক্সিং চ্যাম্পিয়ন হন।
■ **২০০৪** — ইউক্রেনে কমলা বিপ্লব শুরু হয়, সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভের একটি সিরিজ।
■ **২০০৫** — অ্যাঞ্জেলা মার্কেল জার্মানির প্রথম মহিলা চ্যান্সেলর হন।

জন্মদিন

আজকের দিন

মুলায়ম সিং যাদব

১৯৩৯ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মুলায়ম সিং যাদবের জন্মদিন।
১৯৪৮ বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী ও নির্দেশক সরোজ খানের জন্মদিন।
১৯৮৮ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা কার্তিক আরিয়ানের জন্মদিন।

'এসআইআর' মানে সুপার ইমার্জেন্সি নয়, ভারতবাসীর গণতান্ত্রিক অধিকার

প্রদীপ মারিক

শুরু হয়েছে স্পেশ্যাল ইনটেনসিভ রিভিশন। যাকে সংক্ষেপে বলা হচ্ছে এসআইআর। নির্বাচিত নথির ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১১ কোটি ভোটারের বৈধতা যাচাই করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এসআইআর বলতে গেলে বঙ্গবাসীর গণতান্ত্রিক অধিকার। পশ্চিমবঙ্গ বাসীরা জানতে চায় যারা ভোটদান করে নির্বাচিত করছে জনপ্রতিনিধিদের সেই ভোটারদের সঠিক পরিচয় কি ? ভোটদান যেমন প্রত্যেক ভারতবাসীর অধিকার তেমনি ভুয়ো ভোটার বাদ দেওয়াও ভারতবাসীর অধিকার। কারণ অনুপ্রবেশ বর্তমান বঙ্গের অন্যতম প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নোটবন্দির মতো এসআইআর-কে 'ভোটবন্দি' অ্যাখ্যা দিয়েছেন বঙ্গের আঞ্চলিক দলের প্রধান। তিনি বলেছেন, ' বিজেপির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার এসআইআর-এর নামে জনগণকে হয়রানি করছে। যেমন ছিল 'নোটবন্দি', তেমনই এসআইআরও হল 'ভোটবন্দি'। এটি যেন একপ্রকার অতি জরুরি অবস্থা।' তিনি আরো অভিযোগ করেছেন, 'প্রশাসনের অফিসার-কর্মীদের এ ভাবে ব্যস্ত রাখা হচ্ছে।'

দীর্ঘ মেয়াদী একটা ফলের জন্য প্রাথমিক কিছু সমস্যা সরিয়ে যাতে সক্রিয় ভাবে এসআইআর কাজ হয়, সেটা না ভেবেই বঙ্গের শাসক প্রধান কি করে বলে দিলেন এসআইআর সুপার ইমার্জেন্সি ! বঙ্গবাসীই প্রমান করবে তার ধারণা বা তার কথার কোন মূল্য নেই।

গণতান্ত্রিক দেশে সুষ্ঠ আন্দোলন দেশের উন্নতির পক্ষে। কারণ গণতন্ত্র মানেই একটি সরকার ব্যবস্থা যেখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা জনগণ বা রাষ্ট্রের সাধারণ জনগণের হাতে ন্যস্ত করা হয়। ভারতবাসীকে পূর্ণ গণতন্ত্রের মর্যাদা দিতে পেরেছে একমাত্র নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে এনডিএ সরকার। নরেন্দ্র মোদি একটার পর একটা উন্নয়ণের কাজ দেশের জনগণ সদরে গ্রহণ করছে এটা আবার প্রমাণিত। প্রতিটি দেশবাসীর ভোট ই হল প্রকৃত গণতান্ত্রিক অধিকার। কিন্তু বর্তমানে এই বঙ্গে ভুয়ো ভোটার ভরে গেছে। সেই ভুয়ো ভোটার কে চিহ্নিত করার প্রয়োজন। সেই সঙ্গে যারা এই ভোটার লিস্টে ভুয়ো নাম তোলার জন্য দুর্নীতির পথ বেছে নিয়েছে সেই সব বঙ্গের আঞ্চলিক শাসক দলের চার ফুটের নেতা সমেত প্রলোভন প্রিয় সরকারি অধিকারিকদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার সময় এসে গেছে। কারণ বঙ্গে এসআইআর প্রয়োজন। যদি বর্তমান আঞ্চলিক শাসক দল এসআইআর করতে না দেয় তাহলে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করার প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে। এসআইআর-এর প্রচেষ্টা হল, কোনও যোগ্য নাগরিক বাদ না পড়েন এবং কোনও অযোগ্য ব্যক্তি ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না হন তা নিশ্চিত করা। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, দাবি এবং আপত্তি নিষ্পত্তি হওয়ার পরেই নতুন ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। এই প্রক্রিয়ায় পুরনো ভোটার তালিকার উপর নির্ভর না করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে নতুন করে তালিকা তৈরি করা হয়।

প্রশিক্ষিত বুথ লেভেল অফিসার অর্থাৎ বিএলওরা প্রত্যেক বাড়িতে গিয়ে ভোটারদের তথ্য সংগ্রহ করেন। কমিশন এই পদ্ধতি গ্রহণ করে তখনই, যখন মনে করে ভোটার তালিকাগুলি ভুল বা পুরনো হয়ে গেছে, তাই নতুন তালিকার প্রয়োজন হয়েছে।

রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী শুরু থেকেই 'ভুয়ো ভোটার' ইস্যুতে সরব। বারবার বলে এসেছেন, এসআইআর হলে অন্তত ১ কোটি ভুয়ো ভোটার বাংলা থেকে বাদ যাবে। এরা আর কেউ নন, রোহিঙ্গা বা বাংলাদেশি মুসলিম। এসআইআর ঘোষণা হওয়ার পর তিনি বলেন, 'ডবল এন্ট্রি, ত্রিপল এন্ট্রির ভোটার, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের নাম বাদ যাবে, এতো ভাল কথা। ভুয়ো ভোটার বাদ যাবে, পরিচ্ছন্ন ভোটার তালিকাই নির্বাচনের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হওয়া উচিত।'

বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার এসআইআর নিয়ে রাজ্য বাসীকে অভয় দিয়ে বলেছেন একজন ও যোগ্য ভোটারের নাম এসআইআর থেকে বাদ যাবে না। বালুরঘাটের সাংসদ আরও বলেছেন, 'এটায় হিন্দু-মুসলিম এসআইআর এর মধ্যে কিছু নেই। পরিষ্কার কথা বলছি, সে হিন্দু হোক আর মুসলমান হোক যে ভারতীয় তার নামই ভোটার লিস্টে থাকবে। তা তিনি যে ধর্মের হোন, যে বর্ণের হোন, আর যে জাতির হোন।' বঙ্গবাসী এসআইআর চাইছে, কারণ তারা মনে করে বঙ্গের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার দিতে পারবে একমাত্র বিশেষ নিবিড় সমীক্ষাই।

ভোটার তালিকায় নাম থাকবে কাদের তার ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন, কমিশনের নির্দেশিকায় চারটি শর্তের কথা বলা হয়েছে। ১. ভারতীয় নাগরিক হতে হবে ২. ১৮ বছর বা তার বেশি বয়স হতে হবে ৩. সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় থাকতে হবে ৪. কোনও আইনে ভোট দেওয়ার অধিকার বাতিল হলে চলবে না। তবে জীবিকা বা অন্য কারণে কেউ বাইরে থাকলে তাঁকে অনলাইনে ফর্ম পূরণ করতে হবে। 'ইসিআই নেট অ্যাপ' থেকে তথ্য আপলোড করা যাবে। দু'জায়গায় কারও নাম থাকলে দুটো ফর্মে আবেদন করা হলেও একটি নাম গ্রহণ করা হবে। সেন্ট্রাল ভাবে বিএলও পোর্টালে তথ্য উঠলে। একটি নাম স্বয়ংক্রিয় ভাবে বাদ যাবে। সুতরাং এসআইআর কোন সুপার ইমার্জেন্সি নয় সমগ্র দেশবাসীর মত বঙ্গবাসীর সুরক্ষিত গণতান্ত্রিক অধিকার।

দেশ থেকে নির্মূল করতে হবে সন্ত্রাসবাদ নামক হানাহানি

নির্মল বিশ্বাস

'নাশকতা' ও 'সন্ত্রাসবাদ' এই শব্দগুলি আজ আন্তর্জাতিক শব্দ। যা ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর প্রতিটি রাজ্যে। আজ ভারতের কোনও জনপদই নিরাপদ নয়। ভারতে সন্ত্রাসবাদের ঠিকানা আজ দিল্লি, মুম্বাই, চিরাচরিত কাশ্মীর কেন্দ্রীক নয়। এই তালিকায় রয়েছে উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ ভারতের যে কোনও বড় শহর। নাশকতা বা সন্ত্রাসবাদের কোনও সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে নাশকতা ও সন্ত্রাসবাদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আমাদের দেশে ভাষাভিত্তিক, ধর্মভিত্তিক ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদকে কেন্দ্র করেই নাশকতা বা সন্ত্রাসবাদের জন্ম। পূর্ব ভারতে সন্ত্রাসবাদ বা চরমপন্থাকে স্বাধীনতার সংগ্রামকে মর্যদা দেওয়া হলেও এখন নাশকতা বা সন্ত্রাসবাদ কেবলই এক নীতিহীন গণবিধ্বসী কাজের নামান্তর। সুস্থ সবল যে কোনও শরীর যে কোনও মুহূর্তে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে পারে গোপন গোরিলা হামলা, গোপন স্থানে লুকিয়ে রাখা বোমা বা মানববোমা বিস্ফোরণে।

সম্প্রতি দিল্লিতে লালকেল্লার অদূরে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনায় গোটা দেশ এখন তোলপাড়। কয়েক মাস আগে পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার রেশ কাটতে না কাটতেই খোদ রাজধানীতে বিস্ফোরণের ঘটনায় উদ্বেগ ও উত্তেজনা ছড়িয়েছে দেশজুড়ে। এই আবহে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানীতেও যেকোন সময়ে নাশকতা চালাতে পারে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা।

অতীতের বিভিন্ন গোয়েন্দা রিপোর্ট পর্যালোচনা করে অভিজ্ঞ গোয়েন্দাদের ধারণা বাংলাদেশে হাসিনা সরকারের পতনের পর সেখানকার জেল থেকে পালানো কুখ্যাত ১৭০ থেকে ১৭৮ জন জঙ্গি সীমান্ত পাহারা দেওয়া বিএসএফ বাহিনীর চোখের আড়ালে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকে পড়েছে। তাদের একাংশ জাল পাসপোর্ট ভিসা বানিয়ে ইতিমধ্যে কলকাতা থেকে বিদেশে পাড়ি দিয়েছে। বাকিদের এখনও কোনও হদিশ নেই। কোথাও হয়তো এরা আত্মগোপন করে থাকতে পারে।

ভারতের প্রতিটি বিস্ফোরণের পর সন্ত্রাসবাদীরা বুক ফুলিয়ে দেখিয়েছি তাদের বীরত্ব। কোনও কোনও নিষিদ্ধ আতঙ্কবাদী সংগঠন আবার নিজেদের দায় স্বীকার করে নেয়। সন্ত্রাসবাদীরা বার বার বুড়ো আঙুল দেখিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগ কত দুর্বল।

একটা বিস্ফোরণ অথবা নাশকতা ঘটে যাবার পর ধরপাকড় শুরু হয়। কিছুদিন পর পুলিশ প্রশাসন সন্ধান পায় কোনও না কোনও সূত্রের।

কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, বিস্ফোরণের আগে কিছুতেই সন্ত্রাসবাদীদের হদিশ পাওয়া যায় না।

গোয়েন্দা বাহিনী বা পুলিশ কেউই তা পান না।

সারা বিশ্বে জঙ্গিদের সন্ত্রাস, খুন, হত্যা ও রক্তপাত অবিরাম ঘটে চলেছে। ২০০১ সালে পার্লামেন্ট ভবন আক্রমণের পর আত্মঘাতী বাহিনী হামলা দিল্লিতে হয়নি, হয়েছে গাড়িতে বিস্ফোরণ এবং রাজধানী দিল্লিতে। এই মোডাস অপারেন্ডির সঙ্গে ফিরে আসছে হিজাবুল মুজাহিদিনের অতীত কর্মকান্ড। ২০০৫ সালের দীপাবলির আগের আগের রাতে পাহারগঞ্জ, লাজপত নগর, গোবিন্দপুরীর বিস্ফোরণে ২১০ জনের মৃত্যু হয়েছিল। বিস্ফোরক রাখা হয়েছিল গাড়িতে ও বাসে। এরপর ২০০৬ সালের ১১ জুলাই মুম্বাই নগরী ও কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গিরা বর্বোরোচিত আক্রমণ ও পর পর বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ৩৫০ জন নিরীহ মানুষের প্রাণহানি ঘটিয়ে গোটা দেশকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। এরপর মুম্বাইয়ে মুম্বাই বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আবারও জঙ্গিগোষ্ঠী প্রমাণ করলো যে সন্ত্রাস দমনে আমরা একেবারেই ব্যর্থ। কাশ্মীর উপত্যকায় ও মুম্বাই নগরীতে গত কয়েক বছর ধরেই বার বার বোমা বিস্ফোরণ, জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদী হামলার শিকার। এটা একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। এ ঘটনার আগে ১৯৯৩ সালের ১২ মার্চ মুম্বাই শহরে অল্প সময়ের ব্যবধানে পর পর ১৩টি বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ২৫৭ জন নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। আহত হয়েছিল সেদিনের ঘটনায় ১৪০০ জন সাধারণ মানুষ। সেদিনের সেই বিস্ফোরণের সঙ্গে অনেকগুলি ঘটনার সঙ্গে তুলনা করা যায়।

২০১১ সালে দিল্লি হাইকোর্টে রিসেপশনে রাখা হয় আরডিএক্স। এখানে বিস্ফোরণে ৫ জনের মৃত্যু হয়। পুনরায় একই সূত্রে লালকেল্লার নাশকতার ইঙ্গিত মনে করিয়ে দিচ্ছে লস্করের অতীত হামলাও। ২০০০ সালে এই লালকেল্লার মধ্যে চলেছিল গুলি। হরিয়ানার রেজিস্ট্রেশনের ওই আই টুয়েন্টি গাড়ির মালিক সলমনকেও গ্রেফতার করা হয়েছিল। তার দাবি সে নাকি গাড়ি আগেই বিক্রি করে দিয়েছিল। তাতে অবশ্য রেহাই মেলেনি। কারণ একটা জঙ্গি যোগের আশঙ্কা। না হলে ঘটনাস্থলে দিল্লি পুলিশের পাশাপাশি তড়িঘড়ি এনআইএ, এনএসজি, এটিএস এবং ফরেনসিকের স্পেশাল টিম সেখানে পৌঁছে যেত না।

এই হরিয়ানার সীমান্তবর্তী ফরিদাবাদ থেকেই ঘটনার দিন সকলে পাওয়া গিয়েছে বিস্ফোরক তৈরির উপকরণ। গ্রেফতার হয়েছে তিনজন ডাক্তার ওএকজন ডাক্তার পলাতক। তারা সামাজিক কাজের আড়ালে জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে।

এ ঘটনার আগে দিল্লি ও মুম্বাইয়ের বোমা বিস্ফোরণে কারা জড়িত ছিল পুরোপুরি হদিশ আজও পাওয়া যায়নি। ক্রমেই এই সন্ত্রাসবাদীরা দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে। পুলিশ ও গোয়েন্দা বাহিনী এদের খুঁজে বের করতে ব্যর্থ হচ্ছে। সন্ত্রাসবাদী দমনে কেন্দ্রীয় সরকার ও গোয়েন্দা বিভাগের ব্যর্থতার কথা স্বীকার না করলেও এটা যে দেশের নিরাপত্তার পক্ষে বড়ই বিপদ।

মুম্বাই, গুজরাত, বেঙ্গালুরু, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, অসমের পর আবার মুম্বাই তাজ হোটেল। তারপর দু'বার মুম্বাই শহরে যেভাবে সন্ত্রাসবাদীরা আক্রমণ চালিয়েছে তা এক কথায় নজিরবিহীন। শুধু তাই নয়, মুম্বাইওয়ালারা হয়তো ইতিমধ্যে অনেক ছবিতৈরির মালমশলা পেয়ে গিয়ে থাকবেন। সেসব ভিন্ন কথা। ২০০৮ সাল পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন স্থানে মোট এগারো বার জঙ্গি আক্রমণ সংঘঠিত হয়েছে। কেবল মুম্বাই নয়, সারা ভারত আজ আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে। ২৬/১১ মতো ঘটনা, যে কোনও দিন যে কোনও সময় ও যে কোনও স্থানে ঘটে যেতে পারে। মৃত্যুর মিছিল গুনতে গুনতে আমাদের অনেকটা সময় পার হয়ে গিয়েছে। আর নয়।

ভাঙনের মুখে গড়িয়ে পড়তে পড়তে নতুন করে ঘুরে দাঁড়াবার সময় এসেছে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, প্রচ্ছন্ন ঘাতক যারা, তারা কখনও কারও চোখের জলের তোয়াক্কা করে না। সন্ত্রাসবাদীরা বার বার জঙ্গি হামলা চালিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে সন্ত্রাসবাদ কীভাবে রন্ধ্র খুঁজে নিচ্ছে। চোড়া স্রোতের মত কীভাবে বাড়াচ্ছে তার বিস্তার। মুম্বাই তাজ হোটেলে যে সন্ত্রাস চালিয়েছিল তাতে হাত ছিল আই এস আই -এর দৌলতে বাংলাদেশি রাজাকারদের সঙ্গে আলফার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

তবে আমাদের এটা মনে রাখতে হবে, নিরাপরাধ মানুষের মৃত্যু ঘটিয়ে সন্ত্রাসবাদীদের মূল্যবোধ কখনই সঙ্কুচিত হয় না। হৃদয়ে কোনও বার্তা পৌঁছয় না।

অসম বিস্ফোরণের পেছনে খোদ আলফার হাত ছিল, কিন্তু দায় নিয়েছে আই এম বা ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের দাবি, এই বিস্ফোরণে আলফারা সরাসরি দায়ী না থাকলেও তাদের প্রছন্ন মদত ছিল। অর্থাৎ তলে তলে তারা এম আই-কে সাহায্য করেছে। এক সময় অসম থেকে বিদেশিদের, বিশেষ করে, সংখ্যালঘুদের তাড়ানোর দাবি তুলে আলফার জন্ম হয়েছিল। আলফাদের ঠেকানোর জন্য সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় তৈরি হয়েছিল এক সংগঠন। এই সংগঠনের নাম 'ইন্ডয়ান মুজাহিদিন'। কিন্তু পরবর্তীকালে আলফারা তাদের সংখ্যালঘু বিদ্বেষ ভুলে তেলে জলে মিশে গিয়ে সংখ্যালঘু অনুপ্রবেশকারীদের সন্ত্রাস ঘটাতে সাহায্য করছে।

প্রতিবারই বিস্ফোরণ ঘটে যাওয়ার পর প্রশ্ন তোলা হয় ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগের দক্ষতা নিয়ে। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়েও। যে কোনও সন্ত্রাসবাদ বা জঙ্গি হামলার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করতে কখনই সময় ব্যয় হয় না। সময় নেন না প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিংবা মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবীও। মুম্বাই বিস্ফোরণের জন্য দায়ী করা হয়েছে ইন্ডিয়ান মুজাহাদিনকে।

যদি মুজাহাদিন এ ঘটনা ঘটিয়ে থাকে তাহলে বলতেই হয় আজকের সন্ত্রাসবাদীদের বা মৌলবাদীদের নিজস্ব কোনও আদর্শ নেই। তাদের একটাই লক্ষ্য দেশের স্থিতিশীল অবস্থাকে তছনছ করা। সাধারণ মানুষের জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলা। একথা বললে ভুল হবে না, সন্ত্রাসের কাছে ভারতের প্রশাসন, ভারতের মানুষ এক কথায় নিরুপায়।

পৃথিবীর প্রথম সারির দেশগুলি যখন সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছে না, তখন পুরোপুরি সন্ত্রাস দমন করা ভারতের কাছে কিছুটা হলেও কঠিন কাজ। সন্ত্রাসবাদ এমন একটা 'বাদ', যেখানে কিছু মানুষ তাদের অন্যায় আবদার মেনে নেওয়ার জন্য এবং সরকারকে জব্দ করবার জন্য সাধারণ নিরাপরাধ মানুষের জীবন ও জাতীয় সম্পত্তিকে প্রধান লক্ষ্য বস্তু করে নেয়। সর্বদা আমাদের মনে রাখতে হবে, নিজের দলের লোক মরলে সন্ত্রাস করা, আর ওদের দলের লোক মরলে উল্লাস করা। এই রাজনীতি দিয়ে আর যাই হোক গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয় না। দেশে শান্তিও আসে না।

আমাদের সব রাজনৈতিক দলের এই নিন্দায় সহমত তৈরি করতে হবে। সেটাই হবে সুষ্ঠু গণতন্ত্রের প্রতি আস্তাবান হওয়া। নির্মূল করতে হবে সন্ত্রাসবাদ নামক হানাহানি। আর উদাসীন না থেকে সভ্যতার স্বার্থে এই ভয়ঙ্কর অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের চরম ঘৃণা করবার সময় এসে গিয়েছে।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

দুর্গাপুর-সহ পাণ্ডবেশ্বরে ইডির তল্লাশি অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর- পাণ্ডবেশ্বর: শুক্রবার খুব সকাল থেকেই ঝাড়খণ্ডের ধানবাদ এবং পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর, পাণ্ডবেশ্বর-সহ একাধিক জায়গায় তল্লাশি অভিযানে নেমেছিল কেন্দ্রীয় এজেন্সি সংস্থা ইডি'র একাধিক দল। এদিন সকাল থেকে দুর্গাপুরের কয়েকটি পৃথক জায়গায় অভিযান চালায় ইডি।

দুর্গাপুরের বিধাননগরের শালনপুরিয়া আবাসনে ভোর থেকে তল্লাশি চলে। সূত্রের খবর, প্রথমে সুশান্ত গোস্বামীর আবাসনে চলে অভিযান। এই সুশান্ত গোস্বামী কয়লা পাচার বা কয়লা সংক্রান্ত বিষয়ে জড়িত থাকতে পারে বলেই জানা যাচ্ছে। সুশান্ত গোস্বামী কয়লা মাফিয়া নারায়ণ খড়কার অফিসে কাজ করে কিনা সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখতে পৌঁছন ইডি'র আধিকারিকরা। পাশাপাশি দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের মধুসূদন পথ এলাকায় একটি অফিসে ইডির হানার খবর পাওয়া যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়লা ব্যবসায়ী লোকেশ সিং-এর অফিস সেটি। অফিসটি সশস্ত্র কেন্দ্রীয় বাহিনী দ্বারা ঘিরে রাখা হয় সকাল থেকেই। দুর্গাপুরে বিধান নগরের সেক্টর ২-এ এলাকায় কয়লা সংক্রান্ত বিষয়ে চিন্ময় মণ্ডলের অফিসেও এদিন ইডি'র তল্লাশি চলে। পাশাপাশি ইডির অন্য একটি দল অভিযান চালায় পাণ্ডবেশ্বরে খোট্টাডিহি গ্রামের দোনা পাড়ার যুধিষ্ঠির ঘোষ নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে। ভোর পাঁচটা থেকে শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। বাইরে মোতায়েন থাকে কেন্দ্রীয় বাহিনী। কয়লা না বালি? ঠিক কোন অবৈধ কারবারের জন্য এই অভিযান তা নিয়ে এলাকায় ছড়িয়েছে গুঞ্জন। যে ব্যক্তির বাড়িতে ইডির আধিকারিকেরা এদিন তল্লাশি চালান, ওই ব্যক্তি আগে অবৈধ কয়লা কারবারে যুক্ত থাকার অভিযোগে জেলও খাটেন। বর্তমানে ওই মামলায় তিনি জামিনে রয়েছেন বলে সূত্রের খবর। বেশ কয়েক বছর ধরে ওই ব্যক্তি ৩৬ সহ পাণ্ডবেশ্বরের উপর দিয়ে বয়ে চলা অজয় নদীর বিভিন্ন ঘাট থেকে বালি তুলে অবৈধভাবে পাচারের সাথে যুক্ত বলে স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ। অভিযুক্ত ব্যক্তি ছেলে ও স্ত্রী নিয়ে খোট্টাডিহি গ্রামের দোনা পাড়ায় তাঁর প্রসাদ প্রতিম বাড়িতে বসবাস করেন।

ঝাড়খণ্ড ও আসানসোল শিল্পাঞ্চলে ইডির তল্লাশি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: রাজ্য ও ভিন রাজ্যে কয়লা-কাণ্ডে ইডির হানা। আসানসোল শিল্পাঞ্চলের বারাবনি-সহ ঝাড়খণ্ডের ধানবাদ জেলায় বেশ কিছু জায়গায় ইডি'র অভিযান। শুক্রবার ভোর থেকে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ঝাড়খণ্ডের ধানবাদ এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় একাধিক জায়গায় তল্লাশি অভিযান শুরু করে। শুক্রবার সকাল ৬টা থেকে বিসিসিএল-এর ঠিকাদার ও কয়লা ব্যবসায়ী এলবি সিং-এর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিতে তল্লাশি চালানো হয়। জানা গেছে, এই অভিযানটি বিসিসিএল-এর বিভিন্ন টেন্ডারে অনিয়ম ও দুর্নীতির মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত। এছাড়াও, ইডি-র কলকাতা টিম পশ্চিমবঙ্গের কয়লা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ঠিকাদার, পরিবহনকারী এবং ইসিএল-এর আধিকারিকদের ঝাড়খণ্ডের আস্তানাগুলিতে সমান্তরালভাবে তল্লাশি চালায়। কলকাতা টিম অভিযান চালায় ধানবাদ জেলার চিরকুণ্ড থানার কুমারডুবিতে কয়লা কারবারি বিনোদ সায়ের অফিসে ও বাড়িতে।

উল্লেখ্য, ঠিকাদার এলবি সিং-এর সংস্থা-এর আগে আয়কর বিভাগ অভিযান চালিয়েছিল। সেই সময় ১০০ কোটি টাকা নগদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। অতীতে সিবিআই অভিযানে বিসিসিএল-এর কয়লা কারবারি এলবি সিং-কে টেন্ডার দুর্নীতিতে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। সেই মামলার ইসিআইআর হিসাবে নথিভুক্ত করার পরেই ইডি এই মামলার তদন্ত শুরু করেছে। এছাড়াও বারাবনির ভানোরাতেও তল্লাশি অভিযান করেন ইডির আধিকারিকেরা।

বালি পাচারে ধৃত সাত

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: রাজ্যে অবৈধভাবে বালি পাচারের অভিযোগে নজরদারি ও অভিযান শুরু করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। সেই তদন্তে বালি দুর্নীতি নতুন করে উত্তাপ ছড়াচ্ছে রাজ্য রাজনীতিতে। ঠিক সেই সময়েই ঝাড়গ্রামে অবৈধ বালি পাচার রুখতে বড়সড় উদ্যোগ নিল ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ। টানা পাঁচ দিনের অভিযানে মোট ৯টি বালি বোঝাই যান বাজেয়াপ্ত হয়েছে। অভিযানে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৭ জনকে। পাশের রাজ্য ঝাড়খণ্ড থেকে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশের সময় জামবনি থানার চিঁচড়া এলাকায় জাতীয় সড়কে বসানো হয় বিশেষ নাকা চেকিং। সেখানেই আটক হয় ৭টি বালি বোঝাই ট্রাক। পরে জামবনি থানার আই.সি অভিজিৎ বসু মল্লিকের নেতৃত্বে পৃথক অভিযানে বাংলা ও ঝাড়খণ্ড সীমান্তের ধড়সা এলাকা থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয় আরও দুটি বালি বোঝাই ট্রাক্টর। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আটক হওয়া গাড়িগুলোর অধিকাংশের কাছেই বৈধ সিও কিংবা অন্য কোনও বৈধ নথি ছিল না।

পুরুলিয়ার পাড়া বিধানসভা এলাকার একাধিক হার্ডকোক কারখানায় ইডির হানা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: শুক্রবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দীর্ঘক্ষণ ধরে পুরুলিয়ার পাড়া বিধানসভার অন্তর্গত দুবড়াতে অবস্থিত একাধিক হার্ড কোক কারখানাতে ইডির আধিকারিকেরা একযোগে অভিযান চালান। ওই হার্ড কোক কারখানাগুলিতে মুন্সীর কাজ করা একাধিক ব্যক্তির সন্ধানেও ইডির আধিকারিকরা খোঁজ চালাতে দুবড়া গ্রামেও হানা দেন। এদিন ওই দলটি শুক্রবার সকালে ঝাড়খণ্ড থেকে পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়ার ঝাড়খণ্ড লাগোয়া পাড়া বিধানসভার রঘুনাথপুর-সাঁওতালডিহি রাস্তার উপর দুবড়া এলাকার একাধিক হার্ড কোক কারখানাতে দু'টি দলে ভাগ হয়ে একযোগে অফিযান চালায়। কারখানার একাধিক কর্মচারীদের খোঁজ চালিয়েও না পেয়ে ওই সব কর্মচারীদের খোঁজে তাঁদের বাড়ি দুবড়া গ্রামেও পৌঁছে যান ইডি'র আধিকারিকেরা। ঝাড়খণ্ডের নম্বর প্লেট লাগানো পাঁচটি গাড়িতে করে এদিন তাঁরা পুরুলিয়ার পাড়া থানা এলাকায় পৌঁছয়। তদন্তকারী আধিকারিকেরা হার্ড কোক কারখানার ভিতরে দীর্ঘক্ষণ ধরে কাগজপত্র-সহ বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখেন। মূলত আর্থিক লেনদেন-সহ বিভিন্ন নথি, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে একযোগে অভিযান চালায় দলটি। বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কিছুদিন আগে ঝাড়খণ্ডের তেঁতুলিয়াতে একটি হার্ড কোক কারখানাতে অফিযান চালিয়ে তিন হাজার মেট্রিক টন অবৈধ কয়লা উদ্ধার হয়েছে। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে সূত্র ধরে ইডি ঝাড়খণ্ড লাগোয়া পুরুলিয়ার পাড়া বিধানসভার একাধিক হার্ড কোক কারখানার সন্ধান পায় ও একযোগে সেই সব ভাটাগুলিতে এদিন অফিযান চালায়। দুবড়া গ্রামের অদূরে অবস্থিত জোয়ালা কোক মেনুফেকচার নামের হার্ড কোক কারখানার মালিক ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা হওয়ার কারণে এদিন ইডির আধিকারিকরা কারখানার মালিককে না পেয়ে কারখানার একাধিক কর্মচারীকে আটক করে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করলেও এদিন কেউ গ্রেপ্তার হয় নি বলে সূত্রের খবর।

ডানকুনিতে বিএলও ও তৃণমূলের মধ্যে অশান্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: গণনা ফর্ম জমা নিতে গিয়ে মেজাজ হারিয়ে তৃণমূল কাউন্সিলের ছেলের গায়ে হাত তোলার অভিযোগ উঠল বিএলওর বিরুদ্ধে। তৃণমূলের অভিযোগ, প্রথম থেকেই বিজেপির হয়ে কাজ করছেন ওই বিএলও। দলীয়ভাবে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানানো হবে বলে দাবি তৃণমূলের। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী কাজ করছেন বলে দাবি বিএলও-র। উল্টে তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধেই হেনস্থার অভিযোগ তুলেছেন তিনি। ঘটনাটি ডানকুনি পৌরসভার ৫ নং ওয়ার্ডের ২১৮ নম্বর বুথের। জানা গিয়েছে, সকালে গণনা ফর্ম জমা নিতে যান বিএলও চন্দ্রিমা ঘোষ। ৫ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সীমা মাকালের ছেলে জিৎ মাকাল তাঁর দাদার ফর্মে নামের বানান ভুল থাকায় কী করে সংশোধন করবেন তা জানতে চান বিএলও'র কাছে। অভিযোগ, সেই সময় সহযোগিতা না করে উল্টে মেজাজ দেখান ওই বিএলও। এমনকি শুক্রবার ফর্ম জমা না দিলে দিল্লিতে গিয়ে জমা দিতে হবে বলেও জানান বিএলও। কাউন্সিলরের ছেলের দাবি, সে সময়ে তিনি ফোনে বিএলও-র বক্তব্য রেকর্ডিং করতে গিয়েছিলেন। অভিযোগ, বিএলও ধাক্কা দিয়ে ফোনও ফেলে দেন ও তাঁর গায়ে হাত তোলেন। যদিও বিএলও চন্দ্রিমা ঘোষের দাবি, 'এরকম কোন ঘটনাই ঘটেনি। কারোর গায়ে হাত তোলার ক্ষমতা আমার নেই। আর আমি সে ক্ষমতা দেখাতেও চাই না।' উল্টে তাঁকেই হেনস্থা করছে কাউন্সিলারের ছেলে বলে অভিযোগ করেন তিনি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060

সাধারণ নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, মেসার্স ডিটিসি প্রোজেক্টস প্রা লি. পরিবেশ বান্ধব ছাড়পত্র পেয়েছে স্টেট এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট অথরিটি (এসইআইএএ) এর কাছ থেকে তাদের 'ডিটিসি ক্যাপিটাল সিটি' প্রস্তাবিত রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্স এর জন্য ঠিকানা মৌজা : মাটিগাছা এবং কামদুনি, ব্লক -বারাসত-২, জেএল নং ১৮৭ এবং ১৮৮, পো : কামদুনি,থানা : রাজারহাট, কীর্তিপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, উল্লেখ্য ইসি আইডেন্টিফিকেশন নং : EC25B3813WB5543074N তারিখ ২০.১১.২০২৫। সংশ্লিষ্ট ছাড়পত্রের কপি এমওইএফঅ্যান্ডসিসি এর পরিবেশ পোর্টাল থেকে।

adventz

অ্যাডভান্টজ সিকিউরিটিজ এন্টারপ্রাইজেসস লিমিটেড
CIN : L36993WB1995PLC069510
রেজি অফিস : হংকং হাউস, ৩১, বি.বি.ডি. বাগ (এস), কলকাতা - ৭০০ ০০১; টেলিফোন +৯১ ৩৩ ২২৪৮ ৮৮৯১/৯২;
ইমেল : corp@poddarheritage.com; ওয়েবসাইট www.poddarheritage.com

স্থানান্তরিত শেয়ার এর পুনর্নথিভুক্তিকরণ জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

সেবি সার্কুলার সেবি/এইচও/এমআইআরএসডি/ এমআইআরএসডি-পিওডি/ পি/ সিআইআর/ ২০২৫/৯৭ তারিখ ২ জুলাই ২০২৫ অধীনে শেয়ারহোল্ডারগণকে এতদ্বারা অবগত করা হচ্ছে যে, নথিতথ্যের আকারে শেয়ারসমূহ এর স্থানান্তরের অনুরোধ পুনর্নথিভুক্তকরণের সুবিধার জন্য ৭ জুলাই ২০২৫ থেকে ৬ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত ছয় মাসের মেয়াদে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সুবিধা ১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখের পূর্বে দাখিলকৃত স্থানান্তর শেয়ারসমূহ, যা নথির অপ্রতুলতা/প্রক্রিয়া/ বা অন্য কারণে বাতিল, ফেরত বা ব্যবস্থিত হয়নি এর জন্য পাওয়া যাবে।
উপযুক্ত শেয়ারহোল্ডারগণ পুনর্নথিভুক্তির জন্য পূর্বের অনুরোধ জানাতে পারেন কোম্পানির রেজিস্ট্রার জুরাই ফিনসার্ভ লিমিটেড, রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট , (ইউনিট : অ্যাডভান্টেজ সিকিউরিটিড এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড), প্লট নং ২, জামরুদপুর কমিউনিটি সেন্টার, কৈলাশ কলোনি এক্সটেনশন, নিউ দিল্লি -১১০০৪৮ এর নিকট। যোগাযোগ নং : (০১১) ৪৬৪৭৪০০০, ৪৮৫১৩৩০০, www.zuarimoney.com, ই-মেল : zfl@adventz.zuarimoney.com বা কোম্পানি cs.asel@poddarheritage.com নিকট প্রয়োজনীয় নথি এবং খামতি সংশোধন যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট ৭ জুলাই ২০২৫ থেকে ৬ জানুয়ারি ২০২৬ সময়ে বিশেষ ব্যবস্থার চালু থাকাকালীন।
সংশ্লিষ্ট উক্ত সময়ের মধ্যে সকল পুনর্নথিভুক্ত শেয়ারসমূহ (সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত কোম্পানির আরটিএ এর নিকট তালিকাভুক্ত অমীমাংসিত অনুরোধ সহ) স্থানান্তর কেবল প্রক্রিয়াজাত করা হবে স্থানান্তর তথা ডিমাট আকারে, অর্থাৎ স্থানান্তরের পর তা ডিমেটেরিয়ালাইজ আকারে ইস্যু করা হবে।

অ্যাডভান্টজ সিকিউরিটিজ এন্টারপ্রাইজেসস লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
অমিসা সিং
কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২২ নভেম্বর ২০২৫

যুকো ব্যাংক UCO BANK
ইউকো ব্যাঙ্ক, আরামবাগ শাখা
গৌরহাটি মোড়, পো. এবং থানা - আরামবাগ
জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২৬০১
ফোন : ০৩২১১-২৫৫-২৪৭
ইমেল : aramba@ucobank.co.in

পরিশিষ্ট-IV [রুল ৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

হোম লোন অ্যাকাউন্ট নং - ১০৬১০৬১০০১৪৮৫১

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ইউকো ব্যাঙ্ক ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ অধীনে **২৭.০৮.২০২৫** তারিখে ঋণগ্রহীতা(গণ) : **শ্রীমতী মৌসুমী মাপুই (ঋণগ্রহীতা), স্বামী স্বরূপ মাপুই এবং শ্রী স্বরূপ মাপুই (সহঋণগ্রহীতা) পিতা শান্তি নাথ মাপুই ঠিকানা গ্রাম এবং পোস্ট - ভাদুর, থানা - গোঘাট, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২৬০২** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৭,২৫,০৮৯.২৫ টাকা (সতের লাখ পঁচিশ হাজার উননব্বই টাকা এবং পঁচিশ পয়সা) ১৩.০৮.২০২৫ অনুযায়ী (৩০.০৩.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ)** পরবর্তী সুদ সহ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির **দখল** নিয়েছেন, উক্ত রুলস-এর রুল ৯-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২১ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে।**
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে, **১৭,২৫,০৮৯.২৫ টাকা (সতের লাখ পঁচিশ হাজার উননব্বই টাকা এবং পঁচিশ পয়সা) ১৩.০৮.২০২৫ অনুযায়ী (৩০.০৩.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ)** পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক চার্জ সহ ইউকো ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩(৮) ধারা অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাপ এরিয়া ০৫ শতক তদস্থিত ভবন , এলআর দাগ নং ৩৫৮২ , এলআর খতিয়ান নং ২৭৪,বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ২৭১৯,মৌজ : ভাদুর, জেএল নং ৩১, থানা গোঘাট, জেলা হুগলি,উল্লেখ্য নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ০৬০৯-২০২২,পৃষ্ঠা ১৭৯২৫৮ থেকে ১৭৯২৭০, দলিল নং ০৬০৯০৯০৬৮-২০২২ সালের, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার গোঘাট, সম্পত্তি শ্রীমতি মৌসুমী মাপুই, স্বামী স্বরূপ মাপুই এর নামে। **চৌহদ্দি উত্তরে :** অজয় মাপুই এর ভবন, **দক্ষিণে :** অশোক মাপুই এর ভবন; **পূর্বে :** মালাকারের পুকুর; **পশ্চিমে :** ১২ ফুট চওড়া সড়ক।

তারিখ- ২১.১১.২০২৫ | স্থান- আরামবাগ, হুগলি | স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইউকো ব্যাঙ্ক

SBI
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১) কলকাতা
জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, ১২তম তল,
কলকাতা - ৭০০০৭১, ইমেল : sbi.05171@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি পরিশিষ্ট-IV [রুল ৮(১)]

যেহেতু
অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, কলকাতা অফিস জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট, ১২তম তল, কলকাতা ৭০০০৭১, ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে দাবি নোটিশ ১৫.০৭.২০২৫ তারিখে ঋণগ্রহীতা বাগবুল আলম, পিতা প্রয়াত জয়নুদ্দিন আহমেদ, নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ ৩৪,৪৬,৭৩৩.০০ টাকা (চৌত্রিশ লাখ ছেচল্লিশ হাজার সাতশ তেত্রিশ টাকা) ১০.০৭.২০২৫ অনুযায়ী এবং ১১.০৭.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেসট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৮ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, নিকট বকেয়া ৩৪,৪৬,৭৩৩.০০ টাকা (চৌত্রিশ লাখ ছেচল্লিশ হাজার সাতশ তেত্রিশ টাকা) ১০.০৭.২০২৫ অনুযায়ী এবং ১১.০৭.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

মোট সম্পত্তির নির্দিষ্ট তপশিল

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ জমি পরিমাপ আনুমানিক ৬ শতক দাগ নং ২৫০১ (ভিটা) (৪ শতক -৩৯ শতক থেকে), দাগ নং ২৫০২ (ভিটা) (১ শতক - ৮ শতক থেকে) এবং দাগ নং ২৫০৩ (ভিটা) (১ শতক -২৭ শতক থেকে) -- (৬ শতক), খতিয়ান নং ১৫৫৪ এবং ১৫৬৯, বাস্তু জমি অবস্থিত থানা মুর্শিদাবাদ, এডিএসআর লালবাগ অধিক্ষেত্রে,জেলা মুর্শিদাবাদ, উল্লেখ্য দলিল নং ১/৫১৭৫/২০১৩ সালের তারিখ ১০.১২.২০১৩ নথিভুক্ত রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর লালবাগ, সম্পত্তি ক) বাগবুল আলম , পিতা প্রয়াত জয়নুদ্দিন আহমেদ এবং খ) ইজাজ আহমেদ, পিতা প্রয়াত জয়নুদ্দিন আহমেদ এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** জলিল শেখ এর সম্পত্তি; **দক্ষিণে :** জলিল শেখ এর সম্পত্তি ; **পূর্বে :** আশানুদ্দিন শেখ এর সম্পত্তি; **পশ্চিমে :** হাজি উমর শেখ এর সম্পত্তি।

স্থান - কলকাতা, তারিখ - ১৮.১১.২০২৫ | অনুমোদিত অফিসার, এসবিআই, এসএআরবি কলকাতা

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১) কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in
দখল বিজ্ঞপ্তি পরিশিষ্ট - IV [রুল-৮(১)]

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)কে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	ঋণগ্রহীতা : শ্রী সাহানাইমুল হক, পিতা শ্রী আনোয়ারউল শেখ। সহ ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি কমলা খাতুন, স্বামী শ্রী সাহানাইমুল হক	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন অবস্থিত গ্রাম জানকীনগর, পোস্ট পলাশী সুগার মিল, থানা : কালিগঞ্জ, খতিয়ান নং ২৭৯, ৬৫৯২, প্লট হাল খতিয়ান নং ২৮৮৫/১০০৯০, মৌজা : পলাশী, জেএল নং ৪, ২৫ ডেসিমেল , জেলা নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪১১৫৭, **দলিল নং ১/১০৫৭০-২০১৫ সালের, সম্পত্তি শ্রী সাহানাইমুল হক (ঋণগ্রহীতা),** পিতা শ্রী আনোয়ারউল শেখ এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি (দলিল নং ১০৫৭০-২০১৫ সালের অনুযায়ী) :** উত্তরে : সেমিউল হকের কৃষি জমি। দক্ষিণে : ১০ ফুট চওড়া মাটির নিজস্ব চলার পথ। পূর্বে : সেমিউল হকের কৃষি জমি। পশ্চিমে : মাটির চলার পথ।	১) ১৪.০৭.২০২৫ ২) ১৮.১১.২০২৫ ৩) ৩৯,৪৮,৬২৫.০০ টাকা (উনচল্লিশ লাখ আটচল্লিশ হাজার ছশো পঁচিশ টাকা) টাকা ১৪.০৭.২০২৫ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং ১৫.০৭.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ
২.	ঋণগ্রহীতা : শ্রী মামুন হোসেন, পিতা শ্রী মৈদুল ইসলাম মন্ডল	**স্বত্ব দলিল নং ১/৬৩৭৭/২০১৮, সম্পত্তি শ্রী মামুন হোসেন,** পিতা শ্রী মৈদুল ইসলাম মন্ডল এর নামে গ্রাম ডোবাপাড়া, পোস্ট : জুরানপুর, থানা ডোমকল, জেলা মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিন ৭৪২৪০৬ দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি পরিমাপ ১০.০০ ডেসিমেল অবস্থিত জেলা মুর্শিদাবাদ, থানা ডোমকল, মৌজা : জুরানপুর, জেএল নং ৬৭, এডিএসআর ডোমকল, খতিয়ান নং পুরানো এলআর ১০২৩৪, নিউ এলআর ১০৩৫১, প্লট নং আরএস এবং এলআর ৫৮০, জমির শ্রেণি ভিটা, গ্রাম ডোবাপাড়া, পোস্ট জুরানপুর, থানা ডোমকল, জেলা মুর্শিদাবাদ , পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিন : ৭৪২৪০৬। রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট রুল ৬৯ এবং দারা ৬০ অধীনে , নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১২০৯-২০১৮, পৃষ্ঠা ১২৭৭১০ থেকে ১২৭৭২৫, **দলিল নং ১/১২০৯০৬৩৭৭-২০১৮ সালের। সম্পত্তির চৌহদ্দি (দলিল নং ১/৬৩৭৭/২০১৮ অনুযায়ী) :** উত্তরে : আবদুর রশিদ বিশ্বাস এর সম্পত্তি; দক্ষিণে : মহ ইজাদুল এর সম্পত্তি; পূর্বে : পঞ্চায়েত সড়ক; পশ্চিমে : ফুলতুরা বেওয়া এর সম্পত্তি।	১) ১৫.০৭.২০২৫ ২) ১৮.১১.২০২৫ ৩) ৫৩,৬৯,৪১৫.০০ টাকা (তিপান্ন লাখ উনসত্তর হাজার চারশ পনের টাকা) টাকা ১০.০৭.২০২৫ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং ১১.০৭.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ

দ্রষ্টব্য - ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। কোনও কারণে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এই নোটিশ না পেয়ে থাকলে, এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে মান্য করতে হবে।

তারিখ - ১৮.১১.২০২৫ | স্থান - কলকাতা | অনুমোদিত অফিসার স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, এসএআরবি কলকাতা

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি এবং ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড, অধীনে
সিলভারটন স্পিনার্স লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
CIN : L18101WB1994PLC063733
রেজিস্টার্ড অফিস : ফলতা ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার, সেক্টর নং - ৪, ফলতা, ২৪ পরগনা (দক্ষিণ)-৭৪৩৫০৪, পশ্চিমবঙ্গ

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে এবং বিধিমালা অধীনে সিলভারটন স্পিনার্স লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত) **(কর্পোরেট ডেটর) (পূর্বতন প্যাসিফিক কটস্পিন লিমিটেড)** এর সম্পদ চালু সংস্থা হিসেবে বিক্রির প্রস্তাব করা হয়েছে রেগুলেশন ৩২,-ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস ২০১৬ অধীনে, **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে", "যে অবস্থায় আছে"** এবং **"পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"** ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম মাধ্যমে। উক্ত প্রস্তাব কোনও প্রতিশ্রুতি বা নিশ্চিন্ততা ব্যতীতই। নিম্নোক্ত সারণিতে বর্ণিত সম্পদ এর ডাক সম্পাদিত হবে ব্যাঙ্কনেট, এক বৈদ্যুতিন নিলাম প্ল্যাটফর্ম বোর্ড কর্তৃক তালিকাভুক্ত ভায়া ওয়েবসাইট **https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi** মাধ্যমে।

আবশ্যক ফর্ম, হলফনামা, ঘোষণা ইত্যাদি দাখিল	২২.১১.২০২৫ থেকে ১৫.১২.২০২৫ পর্যন্ত
সাইট পর্যবেক্ষণ/পর্যবেক্ষণ তারিখ	২২.১১.২০২৫ থেকে ১৪.১২.২০২৫ (সকাল ১০ টা থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত সকল কাজের দিনে)
ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ	১৫.১২.২০২৫ সকাল ১১টার মধ্যে।

নিম্নোক্ত সম্পদ ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য উপলব্ধ -২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলশেনসের রেগুলেশন ৩২ অধীনে :

নিলামের তারিখ এবং সময় : ১৭.১২.২০২৫, সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত (প্রতিটি অসীমায়িত ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে)

সম্পদের বিস্তারিত	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	বায়না জমা দাখিল (আইএনআর)	বর্ধিতকরণ মূল্য (আইএনআর)	সময়
বিকল্প ১ (ব্লক-এ) পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতায় কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার কারখানা এলাকার জমি সহ সমগ্র সম্পদের বিক্রয়।	১৫,৩৯,০০,০০০	১,৫৩,৯০,০০০	৫,০০,০০০	সকাল ১১ টা থেকে বেলা ১ টা পর্যন্ত।
বিকল্প ২ (ব্লক বি (১)- প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি বৈদ্যুতিক সম্পদ সহ-বৈদ্যুতিক বন্টন ব্যবস্থা -সমুদয় লট বৈদ্যুতিক কেবলস, কন্ট্রোল প্যানেলস, ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড, ২ টি, ২০০০ কেভিএ ট্রান্সফর্মার, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম প্ল্যান্টের জন্য, সমুদয় নন-আরসিসি ফ্যাক্টরি শেড -ক্লিয়ার -স্প্যান মেটাল স্ট্রাকচারাল এবং সিটিং, ওয়ার্কশপ মেশিনারি,-টুলস এবং স্পেয়ারস, ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদি, ল্যাব সরঞ্জাম/স্ক্র্যাপ, অফিস সরঞ্জাম/স্ক্র্যাপ, অফিস আসবাব এবং সমুদয় পড়ে থাকা স্ক্র্যাপ এবং একটি ভেহিকেল (আরসিসি ফ্যাক্টরি ভবন এবং ২ টি গুদাম) ব্যতীত)। **সফল নিলাম ক্রেতাকে বিক্রয় সার্টিফিকেট ইস্যুর পর সর্বোচ্চ ৪ মাসের মেয়াদে সমুদয় ব্লক বি-(১) সম্পদ এবং প্রেমিসেস খালি করার সময় অনুমোদন করা হবে।**	১২,৫০,৬৪,০০০	১,২৫,০৬,৪০০	৫,০০,০০০	দুপুর ৩টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
বিকল্প ৩ (ব্লক বি-(২) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ লিজধারী জমি (৯৯ বছরের লিজ শুরু ৬ অক্টোবর ১৯৯৪ থেকে) এরিয়া পরিমাণ আনুমানিক ৪.৯৩১২ একর (কমবেশি) জমি এবং তদস্থিত আরসিসি ফ্যাক্টরি ভবন এবং ২ টি গুদাম অবস্থিত ফলতা ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার, সেক্টর -৪ মৌজা : রামনগর, জেএল নং ১৮, গ্রাম পঞ্চায়েত -কলাতলাহাট, থানা : রামনগর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ লিজধারী জমি এরিয়া পরিমাণ আনুমানিক ১.০১৪৭ একর (কমবেশি) জমি এবং তদস্থিত সমুদয় পূর্ত নির্মাণ, অবস্থিত প্লট নং এল ৫,এল ৬, এল ৭, এল ১৩, এল ১৪ এবং এল ১৫, ফলতা ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার, সেক্টর -৪, মৌজা : রামনগর, জেএল নং ১৮, গ্রাম পঞ্চায়েত-কলাতলাহাট, থানা : রামনগর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সফল নিলাম ক্রেতা প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি ক্রেতার থেকে পৃথক, সংশ্লিষ্ট জমি হস্তান্তর করা হবে চারমাস পরে, প্রেমিসেস থেকে ব্লক বি-(১) অধীন সম্পদ অপসারণের পর। ১ শতাংশ হস্তান্তর ফি লিজধারী জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিস্তারিত ই-নিলাম প্রক্রিয়া জ্ঞাতব্য নথিতথ্যে উল্লেখ থাকবে।**	৫,৮৩,২০,০০০	৫৮,৩২,০০০	৫,০০,০০০	দুপুর ৩টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত

***এতদ্বারা বিশ্লেষণাত্মক মতে পছন্দ ১(ব্লক এ) এর সম্পদের জন্য ই-নিলাম,অর্থাৎ সমুদয় কর্পোরেট ডেটরের বিক্রয় চালু সংস্থা হিসেবে সফল হয় তবে সমুদয় সম্পদ পছন্দ ২ এবং পছন্দ ৩ এর ই-নিলাম করা হবে না।**
আগ্রহী আবেদনকারীদের ই-নিলাম বিড আবেদনপত্র, ঘোষণাপত্র এবং আন্ডারটেকিং, অন্যান্য ফর্ম এবং সম্পদ বিক্রয় সম্পর্কিত শর্তাবলী সম্পর্কিত বিশদ সম্বলিত সম্পূর্ণ ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিটি দেখতে হবে। ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় বিস্তারিত নথিপত্র, প্রযোজ্য সমস্ত শর্তাবলী সহ সম্ভাব্য দরদাতারা BAANKNET ওয়েবসাইট https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi-এর মাধ্যমে অথবা silvertonspinners.liquidation@gmail.com-এ একটি ইমেল লিখে পেতে পারেন। সফল দরদাতার ইএমডি বিক্রয় বিবেচনার অংশ হিসাবে সংরক্ষণ করা হবে এবং ব্যর্থ দরদাতাদের ইএমডি ফেরত দেওয়া হবে। ইএমডি -তে কোনও সুদ থাকবে না। সফল বিডের পরিমাণের পেমেন্ট সময়সূচীর জন্য অনুগ্রহ করে ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিটি দেখুন।
সম্ভাব্য দরদাতাদের একটি অঙ্গীকারপত্র জমা দিতে হবে যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তারা কোডের ধারা ২৯এ এর অধীনে কোনও অযোগ্যতার সম্মুখীন নন এবং যদি কোনও পর্যায়ে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে বায়না জমা বাজেয়াপ্ত করা হবে।
লিকুইডেটর কোনও কারণ ছাড়াই যেকোনো সময় যেকোনো দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান বা বাতিল করার অথবা ই-নিলামের যেকোনো শর্তাবলী সম্প্রসারণ বা সংশোধন করার অধিকার সংরক্ষণ করেন। লিকুইডেটর কোনও কারণ ছাড়াই যেকোনো সময় ই-নিলাম বাতিল করার অধিকারও সংরক্ষণ করেন। ইচ্ছুক দরদাতাদের, তাদের দরপত্র জমা দেওয়ার আগে, স্থান পরিদর্শনের সময় সম্পদের মালিকানা এবং রক্ষণাবেক্ষণের চার্জ, যদি থাকে, সম্পর্কে তাদের স্বাধীন অনুসন্ধান করা উচিত এবং তাদের নিজস্ব খরচে সম্পদ পরিদর্শন করে নিজেদের সন্তুষ্ট করা উচিত।

প্রতীম বয়াল
সিলভারটন স্পিনার্স লিমিটেড- লিকুইডেটর বিষয় সম্পর্কিত
রেজি. নং IBBI/IPA-003/IP-N00213/2018-19/12385
প্রকল্প-নির্দিষ্ট যোগাযোগের ঠিকানা : ৭০৮, ৮ম তল, সেন্ট্রাল প্লাজা, ২/৬ শরৎ বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০
যোগাযোগ নম্বর : (+৯১) ৯৯০৩৮৮৬৭৮২
ইমেল আইডি (প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট) silvertonspinners.liquidation@gmail.com

রেজি. অফিস ঠিকানা : ফলতা ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার, সেক্টর নং - ৪, ফলতা, ২৪ পরগনা (দক্ষিণ)৭৪৩৫০৪ পশ্চিমবঙ্গ
তারিখ : ২২.১১.২০২৫
স্থান : কলকাতা

SBI
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১) কলকাতা
জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, ১২তম তল,
কলকাতা - ৭০০০৭১, ইমেল : sbi.05171@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি পরিশিষ্ট-IV [রুল ৮(১)]

যেহেতু
অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, কলকাতা অফিস জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট, ১২তম তল, কলকাতা ৭০০০৭১, ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে দাবি নোটিশ ১৫.০৭.২০২৫ তারিখে ঋণগ্রহীতা শ্রী গৌতম বর্মন, পিতা শ্রী অনিল বর্মন নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ ২৭,২২,৪৭৬.০০ টাকা (সাতাশ লাখ বাইশ হাজার চারশ ছিয়াত্তর টাকা) ১৫.০৭.২০২৫ অনুযায়ী এবং ১৬.০৭.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেসট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৭ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, নিকট বকেয়া ২৭,২২,৪৭৬.০০ টাকা (সাতাশ লাখ বাইশ হাজার চারশ ছিয়াত্তর টাকা) ১৫.০৭.২০২৫ অনুযায়ী এবং ১৬.০৭.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

তপশিল নির্দিষ্ট মোট সম্পত্তি উল্লেখ্য দান দলিল নং ১/৭১২/২০১৩ , দাতা - শ্রী অনিল বর্মণ, গ্রহীতা : শ্রী শ্যামল বর্মণ, শ্রী গৌতম বর্মণ এবং শ্রী সুব্রত বর্মণ, বন্ধকী জমির বিবরণ -শ্রী গৌতম বর্মণ কর্তৃক বন্ধকদত্ত : ৪.৬৭ ডেসিমেল (কমবেশি)।
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাপ ৪.৬৭ ডেসিমেল (কমবেশি) মৌজা বোরেয়া, জেএল নং ৮, খতিয়ান নং এলআর নং ৫৫, (কৃ.) নতুন খতিয়ান নং ৬৫৬৮, দাগ (প্লট) নং ২১৫৯, অবস্থিত গ্রাম ধাওয়াপাড়া, পো: ধাওয়াপাড়া, থানা : তেহট্ট, জেলা : নদিয়া, বোরেয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন পশ্চিমবঙ্গ। **চৌহদ্দি মোট জমির এরিয়া দলিল নং ১/৭১২/২০১৩ অধীন অনুযায়ী : উত্তরে :** শ্রী অনিল বর্মণ এর জমি; **দক্ষিণে :** মেটাল রোড; **পূর্বে :** শ্রী শ্যামল বর্মণ এর জমি; **পশ্চিমে :** শ্রী পতিত বর্মণ এর জমি।

স্থান - কলকাতা, তারিখ - ১৭.১১.২০২৫ | অনুমোদিত অফিসার, এসবিআই, এসএআরবি কলকাতা

যুকো ব্যাংক UCO BANK
ইউকো ব্যাঙ্ক, আরামবাগ শাখা
গৌরহাটি মোড়, পো. এবং থানা - আরামবাগ
জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২৬০১
ফোন : ০৩২১১-২৫৫-২৪৭
ইমেল : aramba@ucobank.co.in

পরিশিষ্ট-IV [রুল ৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

ক্যাশ ক্রেডিট লোন অ্যাকাউন্ট নং - ১০৬১০৫০০০৩২৫৪৬
যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ইউকো ব্যাঙ্ক ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ অধীনে **২৩.০৬.২০২৫** তারিখে ঋণগ্রহীতা(গণ) **: মেসার্স নিউ গঙ্গা মাতা ফিশ সেন্টার, স্বত্বাধিকারী - শ্রী শম্ভু পাখিরা পিতা রামপ্রসাদ পাখিরা ঠিকানা ওয়ার্ড নং ৭, আরামবাগ দৌলতপুর (পুরাতন বাজার) পো এবং থানা - আরামবাগ, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ ৭১২৬০১ এবং জামিনদাতাগণ : শ্রী রামপ্রসাদ পাখিরা পিতা দিবাকর পাখিরা ঠিকানা ওয়ার্ড নং ৭, আরামবাগ দৌলতপুর (পুরাতন বাজার) পো এবং থানা - আরামবাগ, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ ৭১২৬০১** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২২,১৭,৫৬২.১২ টাকা (বাইশ লাখ সতের হাজার পাঁচশ বাষট্টি টাকা এবং বারো পয়সা) ৩০.০৪.২০২৫ অনুযায়ী এবং ৩১.০৩.২০২৫** পর্যন্ত প্রযোজ্য পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির **দখল** নিয়েছেন, উক্ত রুলস-এর রুল ৯-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২১ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে।**
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে, **২১,২৯,০৬২.১২ টাকা (একুশ লাখ উনত্রিশ হাজার বাষট্টি টাকা এবং বারো পয়সা) ২৪.০৯.২০২৫ অনুযায়ী এবং ৩১.০৩.২০২৫ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ ইউকো ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া।**
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩(৮) ধারা অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাপ কমবেশি মোট ৩ শতক তদস্থিত ভবন /নির্মাণ অবস্থিত মৌজা : দৌলতপুর, জেএল নং ১০, আরএস দাগ নং ১১৪৮ এবং ১১৪৯, এলআর দাগ নং ১৩৭২ এবং ১৩৭৩, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ২২২০, আরামবাগ পুরসভা ওয়ার্ড নং ৭,পোস্ট অফিস এবং থানা : আরামবাগ, জেলা হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, উল্লেখ্য নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬০৬-২০১, পৃষ্ঠা ১১১৬৩ থেকে ১১১৭৯, দলিল নং ০৬০৬০২৩২৮-২০১৫ সালের, এডিএসআর আরামবাগ, জেলা হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ। সম্পত্তি শ্রী রামপ্রসাদ পাখিরা ওরফে রামপ্রসাদ পাকরে, পিতা প্রয়াত দিবাকর পাখিরা (পাকরে) এর নামে। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** শিবপ্রসাদ পাখিরা এর জমি; **পূর্বে :** পিডব্লুডি অধিকৃত জমি; **দক্ষিণে :** পুরসভা পাকা সড়ক; **পশ্চিমে :** শঙ্কর পাখিরা এর জমি।

তারিখ- ২১.১১.২০২৫ | স্থান- আরামবাগ, হুগলি | স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইউকো ব্যাঙ্ক

Bank of Baroda
ক্যানিং শাখা
"মা আনন্দময়ী ভবন", ক্যানিং রোড, দীঘির পাড়, পো. - ক্যানিং,
জেলা- ২৪ পরগনা (দক্ষিণ)- ৭৪৩৩২৯, ইমেল cannin@bankofbaroda.com

তারিখ : ২১.১০.২০২৫

পরিশিষ্ট -১-উদ্ধার নোটিশ
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস এর রুল ৬(২) এবং/বা রুল ৮(৬) অধীনে নোটিশ

প্রতি,
মেসার্স হাফিজ ডেয়ারি ফার্ম (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বাধিকারী শ্রীমতি হাবিবা ঢালি।
শ্রী ওবাইদুল্লা ঢালি (জামিনদাতা),
ঠিকানা : ঢালিপাড়া, দহরানি, জীবনতলা, থানা : জীবনতলা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৩২৯।
বিষয় : ২০০২ সালের (সারফেসি আইন, ২০০২) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২) এবং /বা রুল ৮(৬) অধীনে নোটিশ।
রেফা : ১. দাবি নোটিশ তারিখ ০৪.০৩.২০২৫ ইস্যুকৃত ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ (২) ধারা অধীনে।
২. দখল নোটিশ তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ইস্যুকৃত ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ (৪) ধারা অধীনে।
প্রিয় মহাশয়/মহাশয়া,
যেহেতু অনুমোদিত অফিসার, ব্যাংক অফ বরোদা, শাখা ক্যানিং, ঠিকানা- মা আনন্দময়ী ভবন, ক্যানিং রোড দিঘির পাড়া, পো - ক্যানিং, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩২৯, পব-ভারত, সারফেসি আইন ২০০২ (এখন থেকে "আইন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ (এখন থেকে "রুলস" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর ৩ নং নিয়মের সাথে পঠিত, ০৪.০৩.২০২৫ তারিখে দাবি নোটিশ জারি করেছেন, ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা হিসেবে আপনাকে নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে ডিমান্ড নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছেন।
এবং যেহেতু আপনি অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এবং বিধি ৪ এবং/অথবা বিধি ৮ এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যক্তি সুরক্ষিত সম্পদের (এখন থেকে উক্ত সম্পত্তি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) দখল গ্রহণ করেছেন, যা এখানে তফসিলে আরও সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। [০৬.০৯.২০২৫ তারিখের দখল বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি প্রস্তুত রেফারেন্সের জন্য এখানে সংযুক্ত করা হল]
সুরক্ষিত সম্পত্তি দখল নেওয়ার পরেও, আপনি উপরে উল্লেখিত দখল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ব্যাংকের প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ করেননি। সুরক্ষিত সম্পদ উদ্ধারের জন্য উপলব্ধ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সারফেসি আইন, ২০০২ এর ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।
অতএব, আপনাদের সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, দখল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পাওনা, প্রযোজ্য সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ এই নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করুন এবং নীচে উল্লেখিত সুরক্ষিত সম্পত্তি উদ্ধার করুন। যদি আপনি উপরে উল্লেখিত পাওনা পরিশোধ করতে এবং এই নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে সুরক্ষিত সম্পত্তি উদ্ধার করতে ব্যর্থ হন, তাহলে ব্যাংক ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে পাবলিক ই-নিলামের মাধ্যমে সুরক্ষিত সম্পত্তি বিক্রি করতে বাধ্য হবে। ই-নিলামের তারিখ, সময় এবং সম্পত্তির রিজার্ভ মূল্য আপনাকে আলাদাভাবে জানানো হবে।

জামিনদত্ত সম্পত্তি/সম্পদ এর তপশিল

ক্রম নং	অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	দখল তারিখ	দখলের ধরন (প্রতীকী/স্বত্ব দখলী)	দখল নোটিশের প্রকাশের তারিখ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
১.	**শ্রীমতি হাবিবা ঢালি, স্বামী ওবাইদুল্লা ঢালি** এর নামে বন্ধকদত্ত সম্পত্তি। দলিল নং ১-০২৪৮/২০২০। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাপ আনুমানিক ৬ ডেসিমেল সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধা ভোগ দখলের অধিকার উক্ত জমি সঙ্গের সংযুক্ত অবস্থিত মৌজা : দহরানি, জেএল নং ৬৬, তৌজি নং ১৪৯৩, আরএস খতিয়ান নং ২৩৬, এলআর খতিয়ান নং ৪৫১৬, এলআর দাগ নং ২২১৭, থানা : ক্যানিং অধিক্ষেত্রে, আঠেরোবাঁকি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** আমীর আলি ঢালির জমি; **দক্ষিণে :** পিডব্লুডি রোড; **পূর্বে :** রশিদ ঢালি এর জমি; **পশ্চিমে :** সামসুদ্দিন ঢালি এর জমি।	০৬.০৯.২০২৫	প্রতীকী	০৯.০৯.২০২৫

আপনাদের বিশ্বস্ত
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাংক অফ বরোদা, ক্যানিং শাখা

‘৭৭টি আসনকে ১৭৭-এ পৌঁছানোই বিজেপির লক্ষ্য’

মেমারির সভা থেকে হুঙ্কার শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: অবশেষে হাইকোর্টের নির্দেশে মেমারিতে হল রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর জনসভা। শুক্রবার বিকেলে পূর্ব বর্ধমানের মেমারির সভাস্থলে বিরোধী দলনেতা-ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, বিজেপির উচ্চপদস্থ নেতৃবৃন্দ থেকে শুরু করে সাধারণ কর্মী, সমর্থক ও হাজারও মানুষ।

এদিনের জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃণমূল ও কংগ্রেসকে উদ্দেশ্য করে তীব্র আক্রমণ শানান শুভেন্দু অধিকারী। বিরোধী দলনেতা বলেন,'অনেক বাধা-বিপত্তিকে উপেক্ষা করে আগত হাজার হাজার কর্মী-সমর্থকরা এসেছেন। তাদের ধন্যবাদ জানাই। 'পিসি' সভাটা হলো তো! মমতার পুলিশ যতো বাধা দিক, বিজেপিকে আটকানো যাবে না। গোটা ভারত বলছে, নরেন্দ্র মোদী জি'র নেতৃত্বে বিকাশ, সুশাসন ও রাষ্ট্রবাদ নিশ্চিতভাবে দিতে পারে বিজেপি এবং এনডিএ।' শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, 'হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, দিল্লি ও বিহারে বিজেপির জয়ের ধারাকে সামনে রেখে এবার বাংলাতেও পরিবর্তনের জোয়ার আসবে। ৭৭টি আসনকে ১৭৭-এ পৌঁছানোই বিজেপির লক্ষ্য।' সভায় শুভেন্দু আরও বলেন, 'আমি আগেই বলেছিলাম, এসআইআর হবেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর ভাইপো যতই আপত্তি তুলুন, এসআইআর আটকাতে পারবেন না। বিজেপি ইতিমধ্যেই মৃত ভোটারদের তালিকা নির্বাচন কমিশনে জমা দিয়েছে। এঁরাই একাধিক ফেজে ভোট দেয়।' সভা থেকে সাংবাদিকদের প্রশ্নে কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরীর মন্তব্য নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করেন শুভেন্দু। বলেন, 'উনি বহরমপুরে একরকম বলেন, দিল্লিতে গিয়ে আরেকরকম বলেন। উনি ব্যক্তিগতভাবে প্রতিষ্ঠিত নেতা হলেও তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে নিজেরই ক্ষতি করেছেন। ইউসুফ পাঠানকে নিয়ে মুসলিম কার্ড খেলিয়ে তৃণমূল তাঁকে হারিয়েছে।' তাঁর আরও দাবি, 'অধীর চৌধুরী বহরমপুরে তৃণমূলের বিরুদ্ধে কথা বলেন, কিন্তু দিল্লিতে গিয়ে জোটের মিটিং করেন। এই দ্বিচারিতার জন্যই তিনি হেরেছেন।' মতুয়া ভোটব্যাঙ্ক নিয়ে প্রশ্নে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর আগেও ওখানে মিছিল করেছেন। কিন্তু মতুয়া সমাজকে বাংলাদেশে পালাতে বাধ্য করার দায় তাঁরই। তিনি সিএএ-র বিরোধিতা করেছেন, তাই মানুষ তাঁকে ভালো চেনেন। হাঁটুন ঠিকই, তবে ভোট তিনি পাবেন না।'

দুয়ারে চিকিৎসা পরিষেবা, খুশি সুন্দরবনবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: সীমান্ত সুন্দরবনে দুয়ারে ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্র। হাতের কাছে চিকিৎসা পেয়ে খুশি রোগীরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কল্যাণে পাওয়া গাড়ি যেন ব্লক হাসপাতাল। মুখ্যমন্ত্রী 'দিদি' কে ধন্যবাদ জানাতে ভোলেনি রোগীরা। মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্র এবার ঘরের দুয়ারে পৌঁছে গেল। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট ১ নম্বর ব্লকের গাঁথা আখারপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ভারত ও বাংলাদেশ সীমান্তে গাছা, আখারপুর, পাইকের ভাঙ্গা, প্রসন্ন কাটি, সংগ্রামপুর ইটিন্ডা পানিতর-সহ একাধিক সীমান্তের গ্রামে স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্র। তার শুভ উদ্বোধন করলেন বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বিশিষ্টজনেরা। শুক্রবার চিকিৎসক দেবব্রত মণ্ডল-সহ স্বাস্থ্য কর্মীরা, ঘরের দুয়ারে এই গাড়ি লাগিয়ে দেন।

প্রসঙ্গত, আগে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো এই অঞ্চলের রোগীদের। এতদিন যেসকল রোগীরা বিছানা থেকে উঠতে পারতেন না, তাঁদের বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে গেলে লম্বা লাইন দিতে হত। একইসঙ্গে রোগীদের নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছাতে গেলে প্রচুর অর্থ ব্যায় হয়ে যেত। এখন সেই সব সমস্যার অনেকটাই সুরাহা মিলবে। শারীরিক সুস্থ রাখার জন্য রয়েছে বিভিন্ন পরিষেবা। সুগার, হার্ট, ব্লাড প্রেসার, রক্ত পরীক্ষা, ইসিজি বিভিন্ন রোগীরা এখানে এসে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাচ্ছেন। অন্যদিকে বিনা পয়সায় ওষুধ পাচ্ছেন। ঘরের দুয়ারে এই পরিষেবা পেয়ে রীতিমতো খুশি সীমান্তের নাগরিকরা। সুফিয়া বিবি, রণজিৎ মণ্ডলদের বক্তব্য, 'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের 'দিদি' দুয়ারে রেশন, দুয়ারে সরকারের মতো ঘরের দুয়ারে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিয়েছেন, তাতে আমরা অনেকটাই সুস্থ স্বাভাবিক জীবন কাটাতে পারব। এটা যেন একটা গাড়ির মধ্যে ব্লক হাসপাতাল। আমাদের 'দিদি', আমাদের জন্য এই পরিষেবা দিয়েছেন, তাই আমরা তাঁকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।'

শুক্রবার সিঙ্গুরের বাজেমেলিয়া হাসপাতাল ধারে সন্তোষী মাতার বিশেষ পূজানুষ্ঠানে যোগ দেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না।

জয়নগরে পঞ্চবিংশ জেলা নাট্য মেলার সূচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, জয়নগর: পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির আয়োজিত জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় এবং জয়নগর মজিলপুর পুরসভার সহযোগিতায় চার দিন ব্যাপী পঞ্চবিংশ নাট্যমেলা অনুষ্ঠিত হল। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত বারুইপুর মহকুমার, জয়নগর-মজিলপুর পৌরসভার, শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে শুরু হল ২০ নভেম্বর। এই নাট্য মেলা চলবে ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত। এই চার দিন সারা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বেশ কয়েকটি নাট্যদল তাদের নাটক মঞ্চস্থ করবে। তার মধ্যে জোড়াসাঁকো প্যাঁচার দলের 'নষ্ট নীড়', কাকদ্বীপ যুব নাট্য সংঘের 'তুরঙ্গের উপকথা', কল্যাণী থিয়েটার মেকার্সের 'নীল সোনা', নেতাজি নগর সরস্বতী নাট্য কলার 'নষ্ট তারার গল্প', মদনপুর যাত্রীক-এর 'পান্থ পাখি' ইত্যাদি নাটকের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। এই নাট্য উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, জয়নগর-মজিলপুরের পুরপ্রধান সুকুমার হালদার, উপ-পুরপ্রধান রথীন কুমার মণ্ডল ও কাউন্সিলররা।

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে যা এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দাবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

L&T Finance

দখল বিজ্ঞপ্তি
[রুল–8(1)]

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটাইজেশন অ্যাণ্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যাণ্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেষ্ট অ্যাক্ট 2002–এর অধীনে এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স লিমিটেড (পূর্বেকার এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স হোল্ডিংস লিঃ)–এর অনুমোদিত আধিকারিক হওয়ায় এবং সিকিউরিটি ইন্টারেষ্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, 2002–এর [রুল 3] সহ পঠিত উক্ত অ্যাক্টের ধারা 13(12) দ্বারা নিহিত ক্ষমতা ব্যবহার করে, দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে পেমেন্ট/আদায় পর্যন্ত অধিকন্তু সুদ ও অন্যান্য মাসুল সহ একত্রে কথিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে 60 দিনের মধ্যে নিম্নে যুক্ত করা দাবি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত অর্থ পরিমাণ পরিশোধ করতে ঋণগ্রহীতা/সহ–ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারদের তলব করে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। ঋণগ্রহীতা/সহ–ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ অর্থ পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/সহ–ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এবং সর্বসাধারণের কাছে বিজ্ঞপ্তি দিচ্ছেন যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এই বিজ্ঞপ্তিতে উক্ত রুলের রুল 8 সহ পঠিত উক্ত অ্যাক্টের ধারা 13 অধীনে তাঁর উপর নিহিত ক্ষমতা ব্যবহার করার অধীনে এরমধ্যে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন।

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহণকারী / রা এবং সহ-ঋণগ্রহণকারী / রা এবং গ্যারেন্টারের নাম	বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	ডিমান্ড নোটিশ তারিখ	ডিমান্ড নোটিশ বকেয়া অ্যাকাউন্ট (₹)	তারিখ এবং পজেশনের গ্রহণের ধরণ
H035021703 23022516, H035021703 23022516G	1. ডাক্তার শ্রীমা অধিকারী	**অনুসূচি-I** ফ্ল্যাটের সমস্ত খণ্ড ও অংশের পরিমাপ প্রায় 1115 বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কম বা বেশী (মার্বেল ফ্লোরিং) পূর্ব/সামনের দিকে, যা প্রায় 135 বর্গফুট পরিমাপের কার পার্কিংয়ের একটা জায়গার সঙ্গে একত্রে G+3 তলা ইমারতের 1ম (প্রথম) তলাতে আছে। যেটা জমির অবিভক্ত আনুপাতিক ভাগীদারি ও স্বার্থ তথা কমন অধিকার ও কমন পরিষেবা তথা ব্যয়াদি আর উহাতে ফিক্সচার্স এবং ফিটিংসেরও সঙ্গে একত্রে কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমার মধ্যেই মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড নং 107 অন্তর্গত দক্ষিণ 24 পরগণা জেলা, কোলকাতা – 700042–এ থানা – কসবা'র অধীনে পরিসর নং 262/1, প্রান্তিক পল্লী, বোসপুকুরে থাকা ও অবস্থিত কসবা মৌজাতে খতিয়ান নং 1571, জে.এল. নং 13, আর.এস. নং 233 অন্তর্গত আর.এস. দাগ নং 2365–এর অংশ গঠন করা 5 কাঠা, 8 বর্গফুট পরিমাপের জমির প্লটে বা তার ওপর গড়া ও নির্মিত ইমারতের গ্রাউণ্ড ফ্লোরে আছে। পূর্বদিকে – 17 ফুট চওড়া কে.এম.সি. রোড পশ্চিমদিকে – 258, প্রান্তিক পল্লী বিল্ডিং উত্তরদিকে – 12 ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ এবং 262, প্রান্তিক পল্লী বিল্ডিং দক্ষিণদিকে – দাগ নং 2398–এর প্লট	08.09.2025	03 সেপ্টেম্বর, 2025 তারিখের হিসাবে টাঃ65,75,025.52/- (টাকা পঁয়ষট্টি লাখ পঁচাত্তর হাজার পঁচিশ এবং বাহান্ন পয়সা মাত্র)	20.11.2025 প্রতীকমূলক দখল
H082HL240 806121108, H082HL240 806121108, H082HL240 806121108, H082HT240 830123518	1. অক্ষয় দে – ঋণগ্রহীতা 2. ভারতী দে ঢালি – সহ–ঋণগ্রহীতা	**অনুসূচি-I** জমির সমস্ত খণ্ড ও অংশের পরিমাপ 1 কাঠা 10 ছটাক, যার ওপর একত্রে কাঠামো দণ্ডায়মান, যেটা হাবরা মিউনিসিপ্যালিটির চৌহদ্দির মধ্যে ওয়ার্ড নং 15 অন্তর্গত পরিসর নং 25/2, বড়ালিয়া রোড, জেলা – উত্তর 24 পরগণা, থানা – হাবরা ঠিকানায় আর.এস. খতিয়ান নং 405, এল.আর. খতিয়ান নং 1037, বর্তমানে এল.আর. খতিয়ান নং 6475 অধীনে মৌজা – হিজলপুকুরিয়া, জে.এল. নং 80, আর.এস. নং 312, তৌজি নং 2167, সাবেক দাগ নং 913, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং 1810'তে আছে এবং অবস্থিত।	08.09.2025	03 সেপ্টেম্বর, 2025 তারিখের হিসাবে টাঃ37,33,768.11/- (টাকা সাঁইত্রিশ লাখ তেত্রিশ হাজার সাতশো আটষট্টি এবং এগারো পয়সা মাত্র)	20.11.2025 প্রতীকমূলক দখল

বিশেষ করে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তির কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনও রকম লেনদেনের জন্য এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড দ্বারা উক্ত ডিমান্ড নোটিশে ঘোষিত অ্যামাউন্ট ধার্য করা হবে একত্রে সেই সঙ্গে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন পর্যন্ত ধার্য করা হবে।

তারিখ: 22.11.2025
স্থান: কলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - তপন কুমার রায়, ই-মেল আইডি - sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ০৮০০১২০৭৮১১

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং **‘যেখানে যা আছে’, ‘যেখানে যেমন আছে’ এবং ‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ১০.১২.২০২৫
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বেলা ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০ শতাংশ / ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	**ঋণগ্রহীতা :** **মেসার্স ওসিয়ান কমোট্রেড প্রা লি.,** **রেজি. ঠিকানা :** ১৫, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, ৩য়তল, রুম নং ২, কলকাতা - ৭০০০১৩। **গুদাম ঠিকানা :** ৫১, জে এন মুখার্জি রোড, ৬৬ সালকিয়া স্কুল রোড, হাওড়া-৭১১১০৬। একতলা, মোহিনী অ্যাপার্টমেন্টস, ১০ ডা. অবনী দত্ত রোড, পো বামনগাছি, হাওড়া -৭১১১০৬। **শ্রী পঙ্কজ বৈদ (জামিনদাতা)** পিতা শ্রী কমল বৈদ, **শ্রীমতি কমলা বৈদ (জামিনদাতা)** পিতা দুলিচাঁদ দুগার।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ চিহ্নিত ফ্লোর স্পেস একতলায় ভবনের এরিয়া ৮৭৬ বর্গফুট এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ স্বার্থ জমির চাতালের হাওড়া পৌর নিগমের প্রেমিসেস নং ১০, ডা অবনী দত্ত রোড, ওয়ার্ড নং ১৫, থানা গোলাবাড়ি, জেলা হাওড়া-৭১১১০৬, **(উল্লেখ্য পার্টিশন দলিল নং ৪১৬৪/২০০৫ সহ দলিল ঘোষণা উল্লেখ্য ১৬৩২/২০০৭, বন্ধকদাতা : শ্রী পঙ্কজ বৈদ।** **(সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত)** **দায়বদ্ধতা জামিন অধীনে ঋণদাতার জ্ঞাত : নেই।**	**১,৩৬,১৪,৬৭২.৮৩ (এক কোটি ছত্রিশ লাখ চোদ্দ হাজার ছশো বাহাত্তর টাকা এবং তিরাশি পয়সা) ০১.০৭.২০২১ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ আদায় হওয়া অর্থ ব্যতীত	৩৫,২৯,০০০.০০ টাকা ৩,৫২,৯০০.০০ টাকা ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭৭৫৩০৭ পর্যবেক্ষণের তারিখ ২৬.১১.২০২৫ এবং ০৩.১২.২০২৫
২	**ঋণগ্রহীতা :** **মেসার্স গ্লেজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রা লি.** **ঠিকানা :** ১৮বি, আশুতোষ মুখার্জি রোড, ৪র্থতল, ইউনিট নং ৩১৬, থানা ভবানীপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা -৭০০০২০। **জামিনদাতা(গণ) :** **ক) শ্রী হরিশ গানেরিওয়ালা** **খ) শ্রীমতি অনিতা গানেরিওয়ালা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাণিজ্যিক স্পেস/দোকান রুম ইউনিট নং ৩১৬, পরিমাপ আনুমানিক ১৪৯ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) উত্তর-পূর্ব অংশে ৪র্থতলে, শপিং মল সাধারণভাবে পরিচিত **‘মার্লিন হোমল্যান্ড’**, অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১৮বি আশুতোষ মুখার্জি রোড, থানা ভবানীপুর জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০০২০। **লিজ দলিল নং ১৫৪/২০০৮ সম্পত্তি শ্রী হরিশ গানেরিওয়ালা এবং শ্রীমতি অনিতা গানেরিওয়ালা এর নামে।** **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত।**	**৪,১৪,৭২,৯৭১.০০ টাকা (চার কোটি চোদ্দ লাখ বাহাত্তর হাজার নশো একাত্তর টাকা) ২৮.০৭.২০১৭ অনুযায়ী চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের সহিত** পরবর্তী সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ	২৭,০০,০০০.০০ টাকা ২,৭০,০০০.০০ টাকা ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭৭৫৩০৭ পর্যবেক্ষণের তারিখ ২৬.১১.২০২৫ এবং ০৩.১২.২০২৫

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ২২.১১.২০২৫
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, রায়নগর বাঁশদ্রোণী শাখা, (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **“যেখানে যেমন অছে”, “যেখানে যা আছে”, এবং “যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে” ২৪.১২.২০২৫ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, রায়নগর, বাঁশদ্রোণী শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ৬১,১৩,১৪৩.৫০ টাকা (একষট্টি লাখ তেরো হাজার একশ তেতাল্লিশ টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা) ০৭.০৮.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ সহ আদায় করা হবে **শ্রী তাপস রঞ্জন মন্ডল (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা),** পিতা শ্রী তুষার রঞ্জন মন্ডল, ৫, ইস্টার্ন পার্ক, ওয়ার্ড নং ১০৪, পো সন্তোষপুর, থানা : সার্ভে পার্ক সন্তোষপুর, কলকাতা ৭০০০৭৫। **এবং আরও ঠিকানা :** ২৩৭, এন এস সি বোস রোড, পো : নাকতলা, থানা : নেতাজি নগর, কলকাতা -৭০০০৪৭। **এবং শ্রীমতী প্রিয়াংকা মন্ডল (সহ ঋণগ্রহীতা)** স্বামী তাপস রঞ্জন মন্ডল ৫, ইস্টার্ন পার্ক, ওয়ার্ড নং ১০৪, পো সন্তোষপুর, থানা : সার্ভে পার্ক সন্তোষপুর, কলকাতা ৭০০০৭৫। **এবং আরও ঠিকানা :** ২৩৭, এন এস সি বোস রোড, পো : নাকতলা, থানা : নেতাজি নগর, কলকাতা -৭০০০৪৭ কাছ থেকে।
নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্রম নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা/ বন্ধকদাতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	**ক) ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা :** **শ্রী তাপস রঞ্জন মন্ডল,** পিতা শ্রী তুষার রঞ্জন মন্ডল, ৫, ইস্টার্ন পার্ক, ওয়ার্ড নং ১০৪, পো সন্তোষপুর, থানা : সার্ভে পার্ক সন্তোষপুর, কলকাতা ৭০০০৭৫। আরও ঠিকানা : ২৩৭, এন এস সি বোস রোড, পো : নাকতলা, থানা : নেতাজি নগর, কলকাতা -৭০০০৪৭। **সহ ঋণগ্রহীতা: শ্রীমতি প্রিয়াঙ্কা মন্ডল,** স্বামী তাপস রঞ্জন মন্ডল, ৫, ইস্টার্ন পার্ক, ওয়ার্ড নং ১০৪, পো সন্তোষপুর, থানা : সার্ভে পার্ক সন্তোষপুর, কলকাতা ৭০০০৭৫। **আরও ঠিকানা :** ২৩৭, এন এস সি বোস রোড, পো : নাকতলা, থানা : নেতাজি নগর, কলকাতা -৭০০০৪৭। **খ) রায়নগর বাঁশদ্রোণী শাখা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২ডি পরিমাপ আনুমানিক কার্পেট এরিয়া ১০৬৩ বর্গফুট , সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৩৫০ বর্গফুট কমবেশি সমুদয় তিনতলা (মার্বেল) ব্লক -ডি উক্ত জি-৪ তলা ভবনে এবং এক খোলা কার পার্কিং স্পেস পরিমাপ আনুমানিক ১৩৫ বর্গফুট কমবেশি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির কলকাতা পৌর সংস্থা প্রেমিসেস নং ২৩৭, এন এস সি বোস রোড, পো : নাকতলা, থানা : যাদবপুর (বর্তমানে -নেতাজি নগর) ওয়ার্ড নং ১০০ অধীন, বরো নং ১০, কলকাতা - ৭০০০৪৭, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বিক্রয় দলিল নং ১২৩৮৮-২০২৪ সালের। **সম্পত্তি তাপস রঞ্জন মন্ডলের নামে,** রেজিস্ট্রিকৃত অফিস ডিএসআর-৩, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ভল্যুম নং ১৬০৩-২০২৪, পৃষ্ঠা ৩৩২৮২৫ থেকে ৩৩২৮৪৭।	**৬১,১৩,১৪৩.৫০ টাকা (একষট্টি লাখ তেরো হাজার একশ তেতাল্লিশ টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা) ০৭.০৮.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ সহ	ক) ৭৫,৫০,০০০.০০ টাকা (*) (পঁচাত্তর লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা) খ) ৭,৫৫,০০০.০০ টাকা (সাত লাখ পঞ্চান্ন হাজার টাকা) ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ের পূর্বে পোর্টালে জমা করতে হবে গ) ২০,০০০.০০ টাকা (কুড়ি হাজার টাকা) ঘ) IDIB7823686833 ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞানমতে সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই চ) প্রতীকী দখলীকৃত

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৪.১২.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২৪.১১.২০২৫ থেকে ২৩.১২.২০২৫ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৮১০০০ ০২০২১

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://www.baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://www.baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ১৯.১১.২০২৫
স্থান- কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

রঘুনাথগঞ্জ শাখা
রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ড
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ,
পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ২২৫

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - ৪ - এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধি দেখুন]
সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১) এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) -কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, রঘুনাথগঞ্জ শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **১০.১২.২০২৫** তারিখে বিক্রি করা হবে **“যেখানে যেমন আছে”, “যা আছে তা আছে”** এবং **“সেখানে যা কিছু আছে”** ভিত্তিতে যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, রঘুনাথগঞ্জ শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর কাছে নিম্নে বর্ণিত প্রতিটি অ্যাকাউন্ট এর সাপেক্ষে বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য নিম্নে বর্ণিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) এর থেকে।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	**ক) ১. ঋণগ্রহীতা : মেসার্স গণেশ এন্টারপ্রাইজ** **স্বত্বাধিকারী- নুরুল হাসান,** পিতা- হানিফ সেখ, গ্রাম - ধলরামপুর, পোস্ট- মহেশাইল, থানা- সুতি জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২২০১। **এছাড়াও এখানে:** গ্রাম - মহেশাইল, পোস্ট- মহেশাইল, থানা- সুতি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২২০১ **২. ঋণগ্রহীতা/স্বত্বাধিকারী/জামিনদার: নুরুল হাসান** পিতা- হানিফ সেখ **৩. বন্ধকদাতা তথা জামিনদার - আমেনা বিবি** স্বামী- হানিফ সেখ **উভয়ের ঠিকানা:** গ্রাম - ধলরামপুর, পোস্ট- মহেশাইল, থানা- সুতি জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২২০১ **এছাড়াও এখানে:** গ্রাম - গরীবটোলা, পোস্ট- কদমতলা, থানা- সুতি জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২২২৪ **খ) রঘুনাথগঞ্জ শাখা**	জমি ও ভবন সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ প্রায় ৩০.৫০ ডেসিমেল এবং যার উপর ভবন বিদ্যমান। এটি **মিসেস আমিনা বিবি-র নামে** ১১.০২.২০১৪ তারিখের ডিড নং আই-২৫৫৬/২০১৪-এর দানপত্র দলিল অনুসারে রয়েছে, যা মৌজা - ভাবকী, জে.এল. নং ৫০, এলআর খতিয়ান নং ৩৩১১, আরএস ও এলআর প্লট নং ৯৮৮, থানা - সুতি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ -এর অধীনে অবস্থিত। **চৌহদ্দি-** উত্তর দিকে- হানিফ শেখ-এর সম্পত্তি এবং এনএইচ-৩৪, দক্ষিণ দিকে - হানিফ শেখ-এর সম্পত্তি; পূর্ব দিকে - গণেশ দাস-এর সম্পত্তি; পশ্চিম দিকে - মরিয়ম বিবি-র সম্পত্তি।	**৬৪,৭২,৫৫৭.০০ টাকা** (চৌষট্টি লক্ষ বাহাত্তর হাজার পাঁচশত সাতান্ন টাকা মাত্র) **১৯.১১.২০২৫** অনুযায়ী (বিবি ২৯,৭৯,৪৪৭.০০ টাকা এবং এমএলই + এমওআই + এমওএক্স ৩৪,৩৩,১১০.০০ টাকা) এবং এর উপর সুদ, চার্জ ও অন্যান্য খরচাদি সহ।	**ক) ২৪,৭১,০০০.০০ টাকা (*)** (চব্বিশ লক্ষ একাত্তর হাজার টাকা মাত্র) **খ) ২,৪৭,১০০.০০ টাকা** (দুই লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার একশত টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30103556297** **ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই** **চ) প্রতীকী দখল**
২.	**খ) ১. ঋণগ্রহীতা: মেসার্স হাসান মার্বেল সেন্টার** **স্বত্বাধিকারী: আমেনা বিবি,** স্বামী- হানিফ সেখ গ্রাম - ধলরামপুর, পোস্ট- মহেশাইল, থানা- সুতি জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২২০১ **২. ঋণগ্রহীতা/স্বত্বাধিকারী: আমেনা বিবি,** স্বামী-হানিফ সেখ গ্রাম - ধলরামপুর, পোস্ট- মহেশাইল, থানা- সুতি জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২২০১ **৩. “মৃত হানিফ সেখের (০৩.০৬.২০২১ তারিখে মৃত) (জামিনদার) এস্টেটের আইনি উত্তরাধিকারী যারা প্রতিনিধিত্ব করছেন-** **১) আমেনা বিবি,** স্বামী-হানিফ সেখ **২) নুরুল হাসান,** পিতা- হানিফ সেখ **৩) আলিম সেখ,** পিতা- হানিফ সেখ **৪) ফারাহিন সেখ,** পিতা- হানিফ সেখ গ্রাম - ধলরামপুর, পোস্ট- মহেশাইল, থানা- সুতি জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২২০১ **খ) রঘুনাথগঞ্জ শাখা**	জমি ও ভবন সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার পরিমাপ প্রায় ১৮ ডেসিমেল এবং যার উপর ভবন বিদ্যমান। এটি **শ্রীমতী আমেনা বিবি-র নামে** ১২.০৯.২০১৩ তারিখের ডিড নং আই-১৩২৫৯-এর বিক্রয় দলিল অনুসারে রয়েছে, যা মৌজা - ভাবকী, জে.এল. নং ৫০, আর.এস. ও এল.আর. খতিয়ান নং ৩৮৪০, আর.এস. ও এল.আর. প্লট নং ৯৮৫, মহেশাইল জি.পি.-এর অধীনে গ্রাম - ঢালারামপুর, পোস্ট অফিস - মহেশাইল, থানা - সুতি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ২০১, জেলা - মুর্শিদাবাদ-এর অধীনে অবস্থিত। চৌহদ্দি- উত্তর দিকে - রাস্তা এনএইচ-৩৪ , দক্ষিণ দিকে - হানিফ শেখ-এর ইটের ভাটা , পূর্ব দিকে - সাফিরুদ্দিন শেখ-এর সম্পত্তি; পশ্চিম দিকে - হানিফ শেখ -এর সম্পত্তি।	**৬৪,৮৮,৪৯০.০০ টাকা** (চৌষট্টি লক্ষ অষ্টাশি হাজার চারশত নব্বই টাকা মাত্র) **১৯.১১.২০২৫** অনুযায়ী (বিবি ২৯,৫৩,৮০৯.০০ টাকা এবং এমএলই + এমওআই + এমওএক্স ৩৫,৩৪,৬৮১.০০ টাকা) এবং এর উপর সুদ, চার্জ ও অন্যান্য খরচাদি সহ।	**ক) ১৪,৫৮,০০০.০০ টাকা (*)** (চোদ্দ লক্ষ আটান্ন হাজার টাকা মাত্র) **খ) ১,৪৫,৮০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার আটশত টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30091123603** **ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই** **চ) প্রতীকী দখল**
৩.	**ক) ১. ঋণগ্রহীতা: মেসার্স শাইল উড ফার্নিচার** **স্বত্বাধিকারী: হানিফ সেখ** গ্রাম - ধলরামপুর, পোস্ট- মহেশাইল, থানা- সুতি, জেলা - মুর্শিদাবাদ পিন - ৭৪২২০১ মালিক / বন্ধকদাতা / জামিনদার- **২. “মৃত হানিফ সেখের (০৩.০৬.২০২১ তারিখে মৃত) (স্বত্বাধিকারী তথা জামিনদার ও বন্ধকদাতা) এস্টেটের আইনি উত্তরাধিকারী যারা প্রতিনিধিত্ব করছেন-** **১) আমেনা বিবি,** স্বামী-হানিফ সেখ **২) নুরুল হাসান,** পিতা- হানিফ সেখ **৩) আলিম সেখ,** পিতা- হানিফ সেখ **৪) ফারাহিন সেখ,** পিতা- হানিফ সেখ **সকলের ঠিকানা:** গ্রাম - ধলরামপুর, পোস্ট- মহেশাইল, থানা- সুতি জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২২০১ **খ) রঘুনাথগঞ্জ শাখা**	জমি ও ভবন সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার পরিমাপ প্রায় ৮.৫০ ডেসিমেল এবং যার উপর ভবন বিদ্যমান। এটি **হানিফ শেখ-এর নামে** ৩০.০৭.২০১২ তারিখের ডিড নং আই-১১৬৮১/২০১২-এর দানপত্র দলিল অনুসারে রয়েছে। যা মৌজা - ভাবকী, জে.এল. নং ৫০, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৩১, আর.এস. ও এল.আর. প্লট নং ৯৮২, শ্রেণীবিন্যাস - মিলঘর, মহেশাইল জি.পি.-এর অধীনে গ্রাম - ঢালারামপুর, পোস্ট অফিস - মহেশাইল, থানা - সুতি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ২০১, জেলা - মুর্শিদাবাদ -এর অধীনে অবস্থিত। **চৌহদ্দি-** উত্তর দিকে - কৃষ্ণ দাস-এর জমি; দক্ষিণ দিকে - মালিকের জমি; পূর্ব দিকে - এন.এইচ. ৩৪, পশ্চিম দিকে - জ্যোৎস্না ইটের ভাটা (মালিকের)।	**৬৩,২৩,৬০৯.০০ টাকা** (তেষট্টি লক্ষ তেইশ হাজার ছয়শত এক টাকা মাত্র) **১৯.১১.২০২৫** অনুযায়ী (বিবি ২৬,৪০,৫০৫.০০ টাকা এবং এমএলহ + এমওআই + এমওএক্স ৩৬,৮৩,০৯৬.০০ টাকা) এবং এর উপর সুদ, চার্জ ও অন্যান্য খরচাদি সহ।	**ক) ১৮,৯৫,০০০.০০ টাকা (*)** (আঠারো লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা মাত্র) **খ) ১,৮৯,৫০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ ঊননব্বই হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30081524482** **ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই** **চ) প্রতীকী দখল**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ১০.১২.২০২৫; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, **হেল্পডেস্ক নং** ৮২৯১২ ২০২২০।
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদার(গণ)/লিগাল উত্তরাধিকারী(গণ) -এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ: ২১.১১.২০২৫
স্থান: রঘুনাথগঞ্জ

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

লোকপালের নির্দেশে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ পেলেন না মহুয়া

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর: তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে সিবিআইকে চার্জশিট দেওয়ার অনুমতি দিয়েছিল লোকপাল। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দিল্লি হাইকোর্টে মহুয়া যে মামলা করেছিলেন, তার রায়দান স্থগিত রাখা হয়েছে। লোকপালের নির্দেশে কোনও অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশও দিতে চায়নি আদালত। ফলে শুক্রবার আদালত থেকে খুব একটা স্বস্তি পেলেন না কৃষ্ণনগরের সাংসদ।

আদালতে লোকপালের নির্দেশ বাতিলের আবেদন জানিয়েছেন মহুয়া। সেই সঙ্গে নির্দেশের উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশও চেয়েছেন। তাঁর আর্জি ছিল, যত দিন বিষয়টি দিল্লি হাইকোর্টে বিচারাধীন, তত দিন যেন সিবিআই তাঁর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ না-করে, তা নিশ্চিত করা হোক। শুক্রবার দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি অনিল ক্ষেত্রপাল এবং বিচারপতি হরিশ বৈদ্যনাথন শঙ্করের বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়েছে। মহুয়া, সিবিআই এবং লোকপালে অভিযোগকারী বিজেপি নেতা নিশিকান্ত দুবের বক্তব্য শুনেছে আদালত। ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, আপাতত রায়দান স্থগিত রাখা হচ্ছে। তবে

রায়দান স্থগিত

লোকপালের নির্দেশে স্থগিতাদেশ চেয়ে মহুয়া যে আবেদন জানিয়েছিলেন, তাতে অন্তর্বর্তী কোনও নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

সংসদে 'ঘুষের বিনিময়ে প্রশ্ন' মামলায় আগেই মহুয়ার বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল লোকপাল। সেই অনুযায়ী কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা তদন্ত করেছে এবং বিস্তারিত রিপোর্ট লোকপালের দপ্তরে জমা দিয়েছে। তদন্তে যা যা উঠে এসেছে, রিপোর্টে তা ব্যাখ্যা করে সিবিআই মহুয়ার বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট জমা দেওয়া এবং আইনি প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য অনুমতি চেয়েছিল। গত ১২ নভেম্বর লোকপালের সম্পূর্ণ বেঞ্চ সিবিআইকে চার্জশিট দেওয়ার অনুমতি দেয়। বলা হয়, চার সপ্তাহের মধ্যে চার্জশিট জমা দিতে হবে সংশ্লিষ্ট আদালতে। এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েই দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মহুয়া।

পাকিস্তানে রাসায়নিক কারখানায় বিস্ফোরণে মৃত অন্তত ১৫

ইসলামাবাদ, ২১ নভেম্বর: পাকিস্তানের রাসায়নিক কারখানায় বিষাক্ত গ্যাস লিক করে ভয়াবহ বিস্ফোরণ। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল অন্তত ১৫ জনের। শুক্রবার সকালে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশের ফয়জলাবাদ জেলার মালিকপুর এলাকায়। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনার তথ্য প্রকাশ্যে আসার পর জোরকদমে শুরু হয়েছে উদ্ধারকাজ। আশঙ্কা করা হচ্ছে ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে রয়েছেন আরও বহু মানুষ।

পাক সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকালে গ্যাস লিক করছিল ওই আঠা কারখানার। যার জেরে ব্যাপক বিস্ফোরণের সঙ্গে ফেটে যায় কারখানার একটি বয়লার। বিস্ফোরণের অভিঘাত এতটাই ছিল যে, কারখানার একটি বড় অংশ কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। ফয়জলাবাদের ডেপুটি কমিশনার রাজা জাহাঙ্গির আনোয়ার বলেন, দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পরই সেখানে উদ্ধারকারী দল পাঠানো হয়েছে। রীতিমতো আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে এলাকায়। ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে ১৫ জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আহত ৭ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

এই দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পর নিহতদের উদ্দেশে শোক প্রকাশ করেছেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী মারিয়ম নওয়াজ। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন। কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল তার তদন্ত শুরু হয়েছে। আপাতত ৫ সদস্যের একটি তদন্তকারী দল তৈরি করা হয়েছে যাঁরা ঘটনার কারণ খুঁজে বের করার জন্য। গোটা ঘটনায় প্রশাসনকে কাঠগড়ায় তুলেছে পাকিস্তানের ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিউন ফেডারেশন। কারখানার নিরাপত্তার বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ না করার ফলেই এই দুর্ঘটনা বলে দাবি করা হচ্ছে।

সাংসদ-বিধায়করা অফিসে এলেই দাঁড়িয়ে সম্ভাষণ

মুম্বই, ২১ নভেম্বর: সাংসদ-বিধায়কেরা অফিসে এলে উঠে দাঁড়িয়ে সম্ভাষণ করতে হবে সরকারি আধিকারিকদের। এমনই নির্দেশ দিয়েছে মহারাষ্ট্র সরকার। বৃহস্পতিবার মহারাষ্ট্র সরকারের তরফে একটি বিবৃতি জারি করে বলা হয়েছে, সে রাজ্যের প্রতিটি প্রশাসনিক স্তরে কর্মরত আধিকারিকদের সাংসদ কিংবা বিধায়ককে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে সম্ভাষণ করতে হবে। জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার বা আচরণ করা যাবে না বলেও জানানো হয়েছে। অন্যথায়

মহারাষ্ট্র সরকারের নির্দেশ

আইনি পদক্ষেপ করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

ওই বিজ্ঞপ্তিতে এ-ও বলা হয়েছে যে, সরকারি প্রকল্পের শিলান্যাস কিংবা উদ্বোধনে রাজ্যের সমস্ত মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদ, জেলা পরিষদের সভাধিপতি, পঞ্চায়েত প্রধানকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে। সাংসদ কিংবা বিধায়কদের লিখিত প্রশ্নের জবাব দু'মাসের মধ্যে দিতে হবে সরকারি আধিকারিকদের।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার মঞ্চে সেবি-র প্যাভিলিয়নের উদ্বোধন

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর: ৪৪ তম আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (আইআইটিএফ) ২০২৫ শুরু হয়েছে ১৪ নভেম্বর থেকে। চলবে আগামী ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত। এই উপলক্ষে নয়াদিল্লির প্রগতী ময়দানে ভারত মন্ডপমে বৃহত্তর মঞ্চে বি২বি ও বি২সি ইভেন্টের আয়োজন করেছে ইন্ডিয়ান ট্রেড প্রোমোশন অর্গানাইজেশন। ভারতের সু-নিয়ন্ত্রিত সিকিউরিটিজ মার্কেট প্রদর্শন এবং আর্থিক সাক্ষরতা এবং বিনিয়োগকারীদের সচেতনতা প্রচারের জন্য সেবি যেভাবে বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ, সিডিএসএল, এনএসডিএল, এএমএফআই, এনআইএসএস, এনসিডিইএক্স, এমসিএক্স, সিএএমএস, এবং কেফিন টেকনোলজিস-এর সঙ্গে সহযোগীতার সাহায্যে কাজ করে গিয়েছে তা এই মঞ্চে তুলে ধরা হয়েছে।

ময়দান

অ্যাশেজের প্রথম দিনেই উজ্জ্বল স্টার্ক, দু'টি রেকর্ড

পার্থ, ২১ নভেম্বর: অ্যাশেজের প্রথম দিনেই উজ্জ্বল মিচেল স্টার্ক। করলেন দু'টি রেকর্ড। একটি প্রথম ওভারে উইকেট আর অন্যটি স্টার্কের অ্যাসেজে সেঞ্চুরি। এই নিয়ে ২৪ বার ইনিংসের প্রথম ওভারে উইকেট নিলেন মিচেল স্টার্ক, দারুণ এক মাইলফলকও পূর্ণ হল তাঁর।

প্রথম ওভারের শেষ ডেলিভারিতে স্টাম্পের বাইরের বলে জায়গায় দাঁড়িয়ে ব্যাট চালিয়ে দিলেন জ্যাক ক্রলি। ব্যাটের কানায় লেগে বল গেল স্লিপে উসমান খাওয়াজার হাতে। তারপর স্টার্ক ছুটলেন বাঁধনহারা উদযাপনে। টেস্ট ইতিহাসের সফলতম পেসার অ্যান্ডারসন শীর্ষে আছেন এই রেকর্ডে। ২৯ বার প্রথম ওভারে উইকেট শিকার করেছেন এই ইংলিশ কিংবদন্তি। আর পাঁচটি উইকেট হলেই মিচেল স্টার্ক ধরে ফেলবেন আন্ডারসনকে। পার্থে শুক্রবার প্রথম উইকেট নিয়েই থামেননি স্টার্ক। করেছেন আরও একটি রেকর্ড। শূন্য রানে ইংল্যান্ডের সেরা ব্যাটসম্যান জো রুটকে ফিরিয়ে অ্যাশেজে তাঁর শততম উইকেট নিলেন।

এর ফলে অ্যাশেজে উইকেটের সেঞ্চুরি করা ২১তম বোলার হলেন তিনি। এর মধ্যে ১৪ জনই অস্ট্রেলিয়ার! ১৯৫ উইকেট নিয়ে সবার ধরাছোঁয়ার বাইরে লেগ স্পিনের জাদুকর শেন ওয়ার্ন। ১৫৭ উইকেট নিয়ে দুইয়ে ম্যাকগ্রা। ১৫৩ উইকেট নিয়ে তিনে আছেন স্টুয়ার্ট ব্রড। তালিকায় আছেন আরও অনেক কিংবদন্তি। তবে একটি জায়গায় মিচেল স্টার্ক প্রথম। কারণ, বাঁ-হাতি পেসে অ্যাশেজে ১০০ উইকেট নেই আর কারও!

শেষ মুহূর্তে দল ছেড়ে দিল শুভমনকে, গেলেন মুম্বই

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় ক্রিকেট দলে বড়সড় পরিবর্তন ঘটল দ্বিতীয় টেস্ট শুরুর আগেই। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে গুয়াহাটিতে শুরু হতে চলা ম্যাচের মাত্র এক দিন আগে অধিনায়ক শুভমন গিলকে দল থেকে ছেড়ে দেওয়া হল। ঘাড়ের চোট পুরোপুরি সারেনি বলেই এমন কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন গৌতম গম্ভীর-সহ ভারতীয় দলের থিঙ্ক ট্যাঙ্ক। যদিও গিলকে প্রথমে দলে রেখেই গুয়াহাটিতে আনা হয়েছিল এবং বিসিসিআই শুভমনকে নিয়ে ধোঁয়াশাও তৈরি করেছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া অন্য কোনও পথ খোলা ছিল না।

শুভমন গিল ইডেনে দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে শারীরিক অস্বস্তি অনুভব করেছিলেন। এরপর তাঁকে কলকাতার হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং পরের দিনই ছাড়া পেলেও চোট পুরোপুরি সারেনি। দল যখন কলকাতা থেকে গুয়াহাটি রওনা হয়, শুভমনও দলের সঙ্গে যাত্রা করেন। কিন্তু সেই যাত্রা শুধু আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব পালন করা ছাড়া কিছুই ছিল না। গুয়াহাটিতে পৌঁছেও তিনি একদিনও অনুশীলন করতে পারেননি। এমনকি দলের সঙ্গে অনুশীলন মাঠে যাওয়া তো দূরের কথা, হোটেল থেকে বিমানবন্দরের বাসেও ওঠেননি তিনি। আলাদা গাড়িতে দলের ফিজিয়োর সঙ্গে বিমানবন্দরে পৌঁছতে দেখা যায় তাঁকে। তখনই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল তাঁর আঘাতের পরিস্থিতি আশানুরূপ নয়। দলের মেডিক্যাল স্টাফরা একাধিকবার শুভমনের অবস্থা মূল্যায়ন করেন এবং কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ হন। সেই কারণেই তাঁকে দল থেকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জানিয়েছে এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম।

শুভমন এখন সরাসরি মুম্বইয়ে উড়ে যাচ্ছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার জন্য। সম্ভবত সার্জন দিনশ পারদিওয়ালার তত্ত্বাবধানে তাঁর চিকিৎসা করা হবে। এরপর তাঁকে বেঙ্গালুরুর বিসিসিআই সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে পাঠানো হবে আরও রিহ্যাব ও রিকভারি প্রোগ্রামের জন্য। শুভমনের অনুপস্থিতিতে গুয়াহাটি টেস্টে ভারতীয় দলের নেতৃত্ব দেবেন ঋষভ পন্থ। ব্যাটিং অর্ডারেও পরিবর্তন হতে চলেছে। শুভমনের পরিবর্তে প্রথম একাদশে জায়গা পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে তরুণ প্রতিভা সাই সুদর্শনের। এই পরিকল্পনা যে অনেক আগেই করা হয়েছিল, তার ইঙ্গিত মিলেছে কলকাতার অনুশীলনেও।

গত মঙ্গলবারই গৌতম গম্ভীর সুদর্শনকে দীর্ঘক্ষণ ব্যাটিং করান ও বিশেষ নজরে রাখেন। সব মিলিয়ে, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজের গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় টেস্টের আগে শুভমনের ছিটকে যাওয়া ভারতীয় দলের জন্য বড় ধাক্কা। তবে অধিনায়কের সুস্থতা এবং ভবিষ্যতে দীর্ঘমেয়াদি খেলার কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত। এখন দেখার বিষয়, গিলের অনুপস্থিতিতে দলের উপর বাড়তি দায়িত্ব কিভাবে সামলান পন্থ-সুদর্শনরা।

উপেক্ষিত খো খো, উদাসীন বিওএ

রাজ্য সরকার-ক্রীড়ামন্ত্রীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ রাজ্য খো খো সংস্থার

শুক্রবার কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবে সম্মানিত করা হল খোখোতে বিশ্বজয়ী ভারতীয় দলের একমাত্র বাংলার প্রতিনিধি সুমন বর্মনকে।পাশাপাশি সম্মানিত করা হল ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে হাফ সেঞ্চুরী পের করে দেওয়া ওয়েস্টবেঙ্গল খোখো অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ময়দানের ভীষ্ম নামে পরিচিত কমলেশ চ্যাটার্জীকে। সংগঠনের চেয়ারম্যান বলরাম হালদারের উদ্যোগে আয়োজিত হল এই অনুষ্ঠান।রাজ্য সরকারের ক্রীড়া দফতর উদাসীন হলেও নিজের ঘরে সংবর্ধনা পেয়ে খুশি সুমন বর্মন।

শম্ভুনাথ ভৌমিক

ছোট খেলা যে তিমিরে ছিল, পড়ে রয়েছে, সেই তিমিরেই। সময় বদলেছে। রাজনৈতিক পালাবদল হয়েছে। বদলেছে ক্রীড়ামন্ত্রীও। কিন্তু বদলাইনি পরিস্থিতি। খোকো'তে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েও চাকরি পাওয়া তো দূরের কথা, চাকরির আশ্বাস টুকু নেই রাজ্য সরকারের কাছ থেকে।

আর এই ক্ষোভ'ই ঝরে পরলো রাজ্য খোখো সংস্থার সভাপতি কমলেশ চ্যাটার্জির কণ্ঠে। খোখো'তে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। সেই ভারতীয় দলের একমাত্র বঙ্গ সন্তান সুমন বর্মন'কে না দেওয়া হয়েছে কোনও সংবর্ধনা না খবরের কাগজে উঠেছে নাম। প্রচারের অন্ধকারেই রয়ে গিয়েছে এই উজ্জ্বল বঙ্গসন্তান। অথচ রিচা ঘোষ যখন বিশ্বকাপ জিতে শহরে পা রেখেছিলেন তখন ঘটা করে তাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল ইডেন গার্ডেন্সে, সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী, সোনার ব্যাট সোনার চেইন দিয়ে লাখ টাকার বাজি পুড়িয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয় তাকে। হোমটাউন শিলিগুড়িতে হুডখোলা জিপে করে শহর প্রদক্ষিণ করা হয়। কিন্তু প্রথম খোখো বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য হয়েও সুমনের ভাগ্যে জোটেনি একটাও সংবর্ধনা । সন্তোষ ট্রফি জিতে বাংলার ছেলেরা চাকরি পেলেও বঞ্চিত রয়ে গিয়েছে ময়দানের তথাকথিত ছোট খেলা। কমলেশ চ্যাটার্জী রাজ্য সংস্থার সভাপতির পাশাপাশি দীর্ঘ সময় ছিলেন বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত। বর্তমান বিওএ সভাপতি চন্দন রায় চৌধুরী কিংবা সচিব জহর দাস দুজনেই উদাসীন। বেঙ্গল অলিম্পিকের পূর্ববর্তী সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাদা। মুখ্যমন্ত্রী ছোট ভাই স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ও একটা সময় বিওএ -এর সভাপতি ছিলেন। তাঁদের কাছে তদ্বির করেও কোনও লাভ হয়নি।

ঘটা করে রাজ্যে পালিত হয় ক্রীড়া প্রেমী দিবস, জাতীয় ক্রীড়া দিবস। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেন তিনিও দেশের ক্রীড়ামন্ত্রী ছিলেন, কিন্তু প্রশ্ন একটাই ক্রীড়া'র প্রতি এই ভালোবাসা কি শুধু ক্রিকেট এবং ফুটবলের জন্য, তাহলে কোথায় যাবে ছোট খেলাগুলি এবং এই খেলার সঙ্গে যুক্ত খেলোয়াড়রা। এদিন রাজ্য খোখো সংস্থার পক্ষ থেকে বলরাম হালদারদের উদ্যোগে সংবর্ধনা জানান হয় সুমন বর্মণকে।সেই সঙ্গে সংবর্ধনা জানান ময়দানে পঞ্চাশ বছরেরও বেশি পার করে দেওয়া ক্রীড়া সংগঠক কমলেশ চট্টোপাধ্যায় কে।

২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব: প্লে-অফে ইতালির প্রতিপক্ষ উত্তর আয়ারল্যান্ড

জুরিখ, ২১ নভেম্বর: চারবারের চ্যাম্পিয়ন ইতালি ছিল না ২০১৮ ও ২০২২ সালের বিশ্বকাপে। ইতালিয়ানরা এবারও সরাসরি বাছাইপর্ব পেরোতে পারেনি। গতবারের মতো এবারও প্লে-অফ পরীক্ষা দিতে হচ্ছে দলটিকে। সেই পরীক্ষায় ইতালির প্রতিপক্ষ কারা, সেটি জানা গেছে বৃহস্পতিবার। সুইজারল্যান্ডের জুরিখে হয়েছে ইউরোপীয় ও আন্তমহাদেশীয় প্লে-অফের ড্র। প্লে-অফের প্রথম ম্যাচে (সেমিফাইনাল) পাথ 'এ'তে ইতালি প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়েছে উত্তর আয়ারল্যান্ডকে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Tender Notice
Batikar Gram Panchayet.
Batikar, Birbhum
e-NIT No.-04/BatGP/2025-26
Dated-16/10/2025
*All details of Schemes, Schedule dates and terms & Condition can be obtained from www.wbtenders.gov.in and Batikar Gram panchayet Office.
SD/-
Pradhan Batikar Gram Panchayat

e-Tender Notice
Prodhan, Nanasole Gram Panchayet, Birbhum on behalf of Governor West Bengal invites e-NIT No-07/NGP/2025-26 dt 20/11/25, Tender ID: - 2025_ZPHD_954696 (56 Nos Works), e-NIT No- 08/NGP/2025-26 dt 20/11/25, Tender ID: - 2025_ZPHD_954728 (12 Nos Works) & 09/NGP/2025-26 dt 20/11/25, Tender ID: - 2025_ZPHD_954737 (10 Nos Works) for Development works. Works details will be available in the website: wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan,
Nanasole Gram Panchayet

NOTICE INVITING PRE- QUALIFICATION - CUM - TENDER
E-bid is hereby invited on the behalf of the prodhan, Kumra (GP) 1 (One) no. of civil works NIT No.: **WBNPG03/KGP-0317/ 2025-26, Dated 21-11-2025. Total Amount-700011.00/-.** Details contact P&RD website: **http://wbtenders.gov.in** Notice from: Prodhan, Kumra G.P.
Sd/- **Prodhan, Kumra G.P**
P.O.-Kumra Kashipur, North 24 Parganas

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নং. ঃ এমসি-৫৪-বায়োল্যাব-এইচডব্লুএইচ-২৫-আর, তাং ঃ ২০.১১.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার (সিএইচজি. অ্যান্ড টি/এস), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ** ২ বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসনের ট্রেনগুলির কোচসমূহে ফিট করা বায়ো-টয়লেটগুলির নমুনা পরীক্ষার জন্য বিজ্ঞানাগার পরিচালনা করার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪৯,৭৫,৪৪৬.৪০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ৯৯,৫০০.০০ টাকা। **চুক্তির মেয়াদ ঃ** কাজ শুরুর তারিখ থেকে ২৪ মাস। **দরপ্রস্তাব প্রদান বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৫.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত। **অনলাইনে টেন্ডার দাখিলের জন্য ওয়েবসাইটের বিবরণ ঃ www.ireps.gov.in**
HWH-409/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

Chakdaha Municipality
Chakdaha, Nadia
Tender Notice
Chakdaha Municipality invites e-tender vide **tender reference no:- WBMAD/CM/WS/APAS/NIT-40/25-26, Tender Id:-2025_MAD_954155_1, 2025_MAD_954155_2, WBMAD/CM/WS/APAS/NIT-39/25-26, Tender Id:- 2025_MAD_954129_1, 2025_MAD_954129_2, 2025_MAD_954129_3, WBMAD/CM/WS/APAS/NIT-38/25-26, Tender Id:- 2025_MAD_954083_1, 2025_MAD_954083_2, 2025_MAD_954083_3** for various works under Chakdaha Municipal area under the APAS scheme. For further information, please visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman
Chakdaha Municipality

DHARMAPUKURIA GRAM PANCHAYAT
Vill.-Monigram, P.O.-Dharmapukuria, P.S.-Bongaon, Dist.-North 24 Pgs.
NOTICE INVITING E-TENDER
The Prodhan, Dharmapukuria Gram Panchayat under Bongaon Development Block Inviting Online Tender (E/Tender) **DPUK/241/2025 Dated: 20.11.2025** under APAS fund (for efficient bidders for details visit Website **www.wbtenders.gov.in.**
1. 2025_ZPHD_955585
Sd/- **Prodhan**
Dharmapukuria Gram Panchayat

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILORS OF RANAGAHT MUNICIPALITY RANAGHAT, NADIA
E-TENDER
Memo. No. 2004/RM Date: 21.11.2025
Tender Ref No.: WBMAD/ULB/RM/NIT-18e/ 2025-26/SL1 to SL13
Tender ID: 2025_MAD_955075_1 to 13
Name of the work: Different type of Electrical Work in different wards Ranaghat Municipality (13 nos) under APAS Scheme List (Phase-II, Lot-I) Last Date Submission of Bid: **17.12.2025.**
Memo. No. 2005/RM Date: 21.11.2025
Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIT-19e/ 2025-26/SL1
Tender ID: 2025_MAD_955680_1
Name of the work: Pond Renovation Khirki Bagan Lane Ranaghat Municipality under APAS Scheme List (Phase-II, Lot-I) Last Date Submission of Bid: **17.12.2025.** Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website **https://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
Ranaghat Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/(জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, কলকাতা -৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের পরিপ্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্র. নং. ঃ ১; টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১২১৬ -২০২৫-২৬-আর১, তারিখ ঃ ১৯.১১.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** ''নারকেলডাঙ্গা কারশেড-এ স্বয়ংক্রিয় কোচ ধোয়ার প্ল্যান্ট-এর ব্যবস্থা''-র পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫,৪৬,৭৭৩.০০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১০,৯০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৮ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১০.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টো। **ক্র. নং. ঃ ২; টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১২৭৪ -২০২৫ -২৬, তারিখ ঃ ১৯.১১.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** ০৩ (তিন) বছরের মেয়াদের জন্য আরএমপিইউ এসজি এসি কোচসমূহে সংযুক্ত মেসার্স সিমেন্স নির্মিত ২৫ কেভিএ ইনভার্টারগুলির প্রতিরোধমূলক এবং ব্রেকডাউনকালীন বার্ষিক সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,২০,৪৪,৯৮৮.০০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,১০,২০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৩৬ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১০.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টো। **ক্র. নং. ঃ ৩; টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি- ওটি-১২৭৫ -২০২৫-২৬, তারিখ ঃ ১৯.১১.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** ইলেকট্রিকাল বা বৈদ্যুতিক (ফেজ-II) যন্ত্রপাতির অংশে বৃষ্টির জলের প্রবেশ প্রতিরোধে এলএইচবি কোচসমূহের সুইচ বোর্ড ক্যাবিনেট (এসবিসি)-এর ওপরে এসএস প্লেট ড্রেন ট্রের ব্যবস্থা করার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২১,৪২,৮৮০.০০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৪২,৯০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৪ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১০.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টো ১৫ মিনিটে। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরু তারিখ ঃ** ক্র. নং. ১ থেকে ৩-এর জন্য ২৬.১১.২০২৫। বিস্তারিত টেন্ডার নোটিস এবং সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী যে ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে ঃ **www.ireps.gov.in**।
SDAH-268/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305
E-NIT No.- ADDA/ASN/ED/N-54 of 2025-2026 Dated 20.11.2025
Executive Engineer (Civil), ADDA, Asansol invite Online percentage rate Tender (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and experienced Contractors; for other details visit our website: **wbtenders.gov.in**, **www.addaonline.in** or ADDA office, Asansol.
Sd/- E.E.(Civil), ADDA, Asansol

Khanakul-I Gram Panchayat
Khanakul, Hooghly
e-Tender Notice
Tenderer are invited by the undersigned for 29 nos. work Vide **NIT No : 675 & 674/Khanakul-I GP/APAS/2025 (e-Tender ID : 2025_ZPHD_954274, 2025_ZPHD_954980).** Last Date of Bid Submission **16/12/2025.** Intending bidders may Contact at the office of the undersigned & also details are available in Websites: **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Pradhan
Khanakul-I Gram Panchayat

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
No. WB-HMC/TN/ED/S&D/27/2025-2026 তারিখ : ০৪.১১.২০২৫
ই-টেন্ডার নোটিশ
অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (এসঅ্যান্ডডি), হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন -এইচএমসি অধীনে বিভিন্ন ওয়ার্ডে ঢাকা সহ নিকাশির নির্মাণ এবং সংস্কার কাজের জন্য একই ধরনের কাজে অভিজ্ঞ প্রখ্যাত সঙ্গতিপন্ন এবং প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত তথ্য ই-টেন্ডার নোটিশ এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার বিভাগীয় ওয়েবসাইট থেকে www.wbtender.gov.in পাওয়া যাবে। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ১২.১২.২০২৫ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।
১৯৪(১)/২৫-২৬
১৯.১১.২৫
সেক্রেটারি
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

Office of the
Tenya-Baidyapur Gram Panchayat
P.O-Tenya : P.S-Salar : Dist-Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER
E-Tender Notice No :-009/TBGP/2025-26 Date: 14/11/2025. Tender Id- A) 2025_ZPHD_947645_1 to 2025_ZPHD_947645_31. Tenders are invited by the Prodhan, Tenya-Baidyapur Gram Panchayat, Tenya, Salar, Murshidabad through electronic tendering (e-tendering) from the bidders experience in allied works (Drainage/Building/Road) from PWD, CPWD, Zilla Parishad, Panchayat Samity, Gram Panchayat are entitled to participate in bidding rates for the work listed in the tender notice published in the e-tender of P & R.D Govt. of West Bengal Website i.e, **http://wbtenders.gov.in**
Information to bidders:

Last date and time for downloading of tender documents	17/12/2025 up to 9.00 Hrs . (as per Server clock)
Last date and time for submission of e-tender	17/12/2025 up to 9.00 Hrs . (as per Server clock)
Date of technical opening of Tender	19/12/2025 after 9.00 Hrs . (as per Server clock)

Others terms & conditions are same as per original e-tender Notice.
By Order:-
Sd/- Prodhan
Tenya-Baidyapur Gram Panchayat

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
খড়গপুর ডিভিসনে বিবিধ স্ট্যাটিক পরিষেবা, পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট ও পার্কিং চুক্তির উদ্দেশ্যে
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর ডিভিসন, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে নিম্নলিখিতগুলির জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেনঃ **ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নংঃ কেজিপি/পিএনইউ-এমএসএস/২০২৫/১৫, তারিখঃ ২০.১১.২০২৫।** শালিমার রেলওয়ে স্টেশনে ৫ (পাঁচ) বছর সময়কালের জন্য ৪টি পার্সেল স্ক্যানার স্থাপন। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ এমএসএস-কেজিপি-পিএস-২৫-৩, অকশনের তারিখ ঃ** ০৫.১২.২০২৫। **অকশন শুরুর/বন্ধের সময়ঃ** যথাক্রমে সকাল ১১টা ও সকাল ১১.৩০ মিনিট।
খড়গপুরে দক্ষিণ দিকের বুকিং অফিস, বারিপদা-তে নতুন স্টেশন বিল্ডিং, খড়গপুরে প্ল্যাটফর্ম ৫/৬, ঘাটশিলা-তে প্ল্যাটফর্ম নং ০১ (টাটানগর প্রান্ত), সাঁতরাগাছিতে প্ল্যাটফর্ম ৬/৭-এ পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট ব্লক-১ (ওএইচই মাস্ট নং ৭/৩৮এ-এর নিকট) ও ব্লক-২ (ওএইচই মাস্ট নং ৭/৩৪বি-এর নিকট)-এর নিকটে এবং সাঁতরাগাছি রেলওয়ে স্টেশনের উত্তর দিকের পুরানো বুকিং অফিসের নিকটে ও উত্তর দিকের পার্কিং-এর নিকটে অবস্থিত সাধারণ পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট ইউনিটের ৩ (তিন) বছর সময়কালের জন্য পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ পিএনইউটিওআই- কেজিপি২৫-১৫। অকশনের তারিখ ঃ** ০৯.১২.২০২৫। **অকশন শুরুর/বন্ধের সময়ঃ** যথাক্রমে সকাল ১১টা ও দুপুর ১২.২০ মিনিট।
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিওএম/জি-৩০/২/পার্কিং/সিপিআরও/২৫/১৬, তারিখঃ ২০.১১.২০২৫। খড়গপুর (দক্ষিণ)-এ ফোর হুইলার পার্কিং লট, ধলভূমগড়, বড়গাছিয়া-তে টু হুইলার পার্কিং এবং কলাইকুন্ডা-তে মিক্সড পার্কিং। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ পার্কিংকেজিপি২৫-১৬। অকশনের তারিখ ঃ** ০৪.১২.২০২৫। **অকশন শুরুর সময়ঃ** সকাল ১০টা ও **শেষের সময়ঃ** বেলা ১১টা, যা ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এ বিজ্ঞাপিত আছে (উভয় ই-অকশনের জন্য)।
আগ্রহী পক্ষ ও ঠিকাদারগণকে এই বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে এবং ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য উপরোক্ত ওয়েবসাইট বিস্তারিত পড়তে হবে। কোন জিজ্ঞাস্য/স্পষ্টীকরণের জন্য, যদি থাকে, নিম্নে স্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করুন।
(PR-866) **সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর**
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
চিত্রাঙ্গদা
আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

সমাজ সংস্কারক স্বর্ণময়ী দেবী

শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

১৮২৭ সালে ডিসেম্বর মাসে ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্গত বাংলা প্রদেশ যেটি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার থানার অন্তর্গত ভাটাকুল গ্রাম নামে পরিচিত। সেখানে এক তিলি সম্প্রদায়ের এক দরিদ্র পরিবারে সারদা সুন্দরী জন্মগ্রহণ করেন। রূপে ছিলেন অপরূপ সুন্দরী। সেই জন্য খুব অল্প বয়সে, ১৮৩৬ সালে কাশিম বাজার রাজ পরিবারের মহারাজা কৃষ্ণনাথের সাথে তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের পর তিনি বিদ্যা চর্চা করেন। ১৮৪৪ সালে ৩১ অক্টোবর বেলা তিনটে নাগাদ মাত্র ২২ বছর ৭ মাস বয়সে নিজের মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে সারদা সুন্দরী দেবীর স্বামী মহারাজা কৃষ্ণনাথ আত্মহত্যা করেন। ফলে ওয়ারেন হেস্টিংস এর বিখ্যাত বেনিয়ান কান্ত নন্দীর শেষ বংশধারা কাশিমবাজার রাজ স্টেটের মহারাজা, কৃষ্ণকান্ত রায় নন্দীর মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পর থেকেই সারদা সুন্দরী রূপান্তরিত হন মহারানী স্বর্ণময়ীতে।

কৃষ্ণনাথ প্রচুর অর্থ অপব্যয় করেন, ফলে উইল বলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাঁর সম্পত্তি 'কোর্ট অফ ওয়ার্ড' এর অধীনে নিয়ে নেয়। কিন্তু স্বর্ণময়ী দেবী রাজীব লোচনের সুপরামর্শে ও হরচন্দ্র লাহিড়ীর সাহায্যে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেন। আপিলের ফলে ১৮ ৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ই নভেম্বর সমস্ত সম্পত্তি ফেরত পান। এবং তৎকালীন বিখ্যাত আইনজীবী বৈকুণ্ঠ নাথ সেনের পরামর্শে মহারানী স্বর্ণময়ী ৬ জনের একটি কমিটি গঠন করেন এবং রাজকার্য পরিচালনা করতে থাকেন দক্ষতার সাথে।

ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর দুঃখ প্রবাহমান ছিল। অল্প বয়সে স্বামী মারা যায়। তার দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। তাঁদের নাম ছিল লক্ষ্মী ও সরস্বতী। কিন্তু একটি কন্যা শৈশবে এবং অপরটি বিবাহের পর প্রয়াত হন।

মহারানী স্বর্ণময়ী দেবী সামাজিক সংস্কার, জনকল্যাণমূলক কাজ ও লোক শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয়সহ বিভিন্ন প্রকার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। আবু হেনা মুস্তাফা উল্লেখ করেছেন ক্ষ্মঅতি সাধারণ পরিবার থেকে রাজ পরিবারে আসা নিরক্ষর এক লাজুক তরুণী স্বর্ণময়ী জীবনে অনেক পরিবর্তন এসেছিল। শিশু কন্যা লক্ষীকে সময় দেওয়া। গৃহ কাজে ব্যস্ততার বাইরে, গৃহ শিক্ষকদের কাছে নিয়মিত পাঠ গ্রহণ শুরু করায় তিনি বাইরের জগৎ বিষয়ে অনেক কিছু জানতে পেরেছিলেনক্ষ্ম। মহারানী স্বর্ণময়ী ছিলেন প্রথম নারী, যিনি ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদন জানান সরকারের সমস্ত সরকারি তথ্য, সরকার কর্তৃক জনগণের কাছে প্রদত্ত নির্দেশ বা সার্কুলার, এবং আদালত ও অন্যান্য সরকারি নির্দেশাবলী যাতে বাংলায় প্রকাশিত হয়। সাধারণ মানুষ যাতে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশাবলী বুঝতে বা পড়তে পারে। আবু হেনা মুস্তাফা আরো উল্লেখ করেছেনক্ষ্মএকজন অল্পবয়সী মহিলা হিসেবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে এই দীর্ঘ ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ আইনি লড়াই তাঁকে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছিলক্ষ্ম। আবু হেনা চৌধুরী আরো বলেছেনক্ষ্ম১৮৮০ সাল থেকে তিনি একা, কেউ কোথাও নেই কার জন্য। পরবর্তী জীবনে স্বর্ণময়ীর মহারানী হয়ে ওঠা, অতুল খ্যাতি, বিপুল প্রভাব, অপ্রতিরোধ্য জনপ্রিয়তা হয়তো এত নিঃসঙ্গ জন্য সম্ভব হয়েছে। যদি সংসারের মোহনীর মায়া তাকে জড়িয়ে ধরতো তবে হয়তো তিনি মহারানী স্বর্ণময়ী হয়ে উঠতে পারতেন নাক্ষ্ম

মহারানী স্বর্ণময়ী যে উল্লেখযোগ্য সমাজ সেবামূলক কাজগুলি করেছিলেন সেগুলি হল বহরমপুরের অধিবাসীদের পানীয় জলের অভাব পূরণের জন্য তিনি জল সরবরাহ ব্যবস্থা করেন। তার জন্য তৎকালীন সময়ে ২৭ লক্ষ টাকা তিনি ব্যয় করেন এবং তৎকালীন গভর্নর স্যার উডবার্ন ১৮৯৯ সালের ৩১ শে জুলাই সেটি উদ্বোধন করেন। স্বর্ণময়ী ১৮৭১ সালে কলকাতার চাঁদনী হাসপাতালের জন্য এক হাজার টাকা এবং ১৮৭২ সালে নেটিভ হাসপাতালের জন্য আট হাজার টাকা প্রদান করেন। এছাড়া দুর্ভিক্ষ ও ম্যালেরিয়া ত্রাণ তহবিলে ৮০০০ টাকা প্রদান করেন। কলকাতা মেডিকেল কলেজের ছাত্রীদের হোস্টেলের জন্য তিনি তৎকালীন সময়ে দেড় লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। এই ছাত্রী নিবাসটি শিলান্যাস করেছিলেন লেডি ডাফরিন। ১৮৫১ সালে বহরমপুরে যাতে মুর্শিদাবাদের মানুষেরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, তার জন্য ৩০ বিঘা জমি তিনি দান করেন এবং সেই জমিতে একটি মহাবিদ্যালয় নির্মাণ করেন। যেটি বর্তমানে কৃষ্ণনাথ কলেজ নামে পরিচিত। ১৮৮৬ সালের সরকার কলেজের সমস্ত দায়-দায়িত্ব প্রত্যাহার করলে, স্বর্ণময়ী দেবী কলেজ পরিচালনা ও অন্যান্য আর্থিক দায়-দায়িত্ব তিনি বহন করতে শুরু করেন। এছাড়াও ১৮৭১ সালে স্বর্ণময়ী রংপুর উচ্চ বিদ্যালয় এক হাজার টাকা, উলিপুর মহারানী স্বর্ণময়ী উচ্চ বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়কে জমি সহ নিজের বাসভবন ও চার হাজার টাকা, ওরিয়েন্টাল সেমিনারিকে তিন হাজার টাকা দান করেন। ১৮৭৬ সালের হিন্দু গার্লস স্কুলকে দশ হাজার টাকা মুর্শিদাবাদের খাগড়া লন্ডন মিশনারিকে পাঁচ হাজার টাকা দান করেন। ১৮৭২ সালে কলকাতার বেথুন কলেজকে তিনি ১৫ হাজার টাকা প্রদান করেন। শুধু বাংলা নয়, বাংলার বাইরেও তিনি শিক্ষার জন্য অর্থ প্রদান করতেন। যেমন কটক কলেজকে ২০০০ টাকা, আলীগড় কলেজ কে ২০০০ টাকা, লন্ডন ইম্পেরিয়াল জুবিলী ইনস্টিটিউট কে ৫০০০ টাকা প্রদান করেন। তারই প্রদত্ত জমিতে বোটানিক্যাল গার্ডেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যান গড়ে উঠেছে। এছাড়া বেঙ্গলি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজকেও তিনি অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান করেন। কলকাতার ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল যেটি বর্তমানে নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল নামে পরিচিত এবং মহেন্দ্রলাল সরকারের ভারতীয় বিজ্ঞান সভায় তিনি অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান করেন। সামগ্রিক হিসাব করে দেখা গিয়েছে তৎকালীন যুগে ৫০ লক্ষ টাকারও বেশি তিনি ব্যয় করেছেন সামাজিক কাজের জন্য।

এই সমস্ত জনহিতকর কাজের জন্য ১৮৭১ সালের ১১ই আগস্ট স্বর্নময়ীদেবী মহারানী উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৭৮ সালে ১৪ই আগস্ট জনহিতকর কাজে অসামান্য অবদানের জন্য ব্রিটিশ সরকার তাকে 'ক্রাউন অফ ইন্ডিয়া' সম্মানে ভূষিত করেন। তাঁর স্মৃতিতে তাঁর জন্মস্থান বর্ধমান জেলার ভাটাকুল গ্রামে ১৯১৪ সালে ভাটাকুল স্বর্ণময়ী উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯৭ সালে ২৫শে আগস্ট ৭০ বছর বয়সে তিনি প্রয়াত হন।

আবু হেনা মুস্তফা তার মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেনক্ষ্মস্বর্ণময়ী সেই বিদূষী নারী যিনি বাংলার নবজাগরণের সাক্ষী হতে পেরেছিলেন। শুধু অথর্ব সাক্ষী হয়েই নয়, এই নবজাগৃতির নীতির অন্যতম পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রতি তাঁর আস্থা এবং পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর সহজ সম্পর্ক স্বর্ণময়ীকে অনন্য উচ্চতা দান করেছিল। বিদ্যাসাগরের যুগটাকে তিনি সম্মুখ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই স্বর্ণময়ী তাঁর সব কর্মকাণ্ডের ছায়া সঙ্গী হতে পেরেছিলেন। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রচলনে অর্থ সহায়তা থেকে শুরু করে ছাপাখানা স্থাপনসহ সমস্ত কিছুতেই ছিল স্বর্ণময়ী অকুণ্ঠ সমর্থন।ক্ষ্ম

ভারতবর্ষ পেরিয়ে ইংল্যান্ডেও তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল।কিন্তু তিনি দেখতে কেমন ছিলেন, তাই একটি প্রশ্ন সাধারণ মানুষের কাছে। তাঁর ছবি বা ফটো খুব একটা পাওয়া যায় না। জীবদ্দশায় খুব কম মানুষই সরাসরি তাঁকে দেখতে পেয়েছিল। তিনি সবসময় পর্দার আড়ালেই থাকতেন। আর তাঁর ছবি বলতে গঙ্গা নদীর তীরে দাহ করা জ্বলন্ত আগুনের একটি আলোকচিত্র। তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে বামাবোধিনী পত্রিকা লিখেছিল ক্ষ্ম কত দীন দুঃখী মাতৃহীন হয়ে বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিল শোক অশ্রু প্রবাহ ভাগীরথী সহিত বহিয়া দেশ দেশান্তরে চলিল। ১৫ মন চন্দন কাঠ ,এক মন ঘি একমন ধুনোয় সুসজ্জিত চিতা যখন বহ্নিমান, তখন জেলার জজ ম্যাজিস্ট্রেট, জমিদার বর্গ সহ তাবড় রাজপুরুষ, সম্ভ্রান্ত লোকজন, বহরমপুর কলেজের ছাত্র ও শিক্ষক থেকে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই উপস্থিত।ক্ষ্মতাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে একজন কবি লিখেছিলেন নাহি সে বিদ্যাসাগর অনাথশরণ বঙ্গভূমির কোলে/তুমিও মা! যাবে চলে কাহারে 'আমার' বলি দরিদ্র মুছিবে অশ্রু কাহার আঁচলে?/আবার সমস্তিপুর থেকে জনৈক কবি তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছেন-- কি শুনি দারুন বার্তা ভারত ব্যাপিয়া/জননী মোদের আজ গেছেন চলিয়া/গুণময়ী স্বর্ণময়ী স্নেহের আঁধার/দীনের জননী সদা দয়ার ভাণ্ডার/।

মহারানী স্বর্ণময়ী যে উল্লেখযোগ্য সমাজ সেবামূলক কাজগুলি করেছিলেন সেগুলি হল বহরমপুরের অধিবাসীদের পানীয় জলের অভাব পূরণের জন্য তিনি জল সরবরাহ ব্যবস্থা করেন। তার জন্য তৎকালীন সময়ে ২৭ লক্ষ টাকা তিনি ব্যয় করেন এবং তৎকালীন গভর্নর স্যার উডবার্ন ১৮৯৯ সালের ৩১ শে জুলাই সেটি উদ্বোধন করেন। স্বর্ণময়ী ১৮৭১ সালে কলকাতার চাঁদনী হাসপাতালের জন্য এক হাজার টাকা এবং ১৮৭২ সালে নেটিভ হাসপাতালের জন্য আট হাজার টাকা প্রদান করেন। এছাড়া দুর্ভিক্ষ ও ম্যালেরিয়া ত্রাণ তহবিলে ৮০০০ টাকা প্রদান করেন। কলকাতা মেডিকেল কলেজের ছাত্রীদের হোস্টেলের জন্য তিনি তৎকালীন সময়ে দেড় লক্ষ টাকা দান করেন।

ইন্ডিয়ান আইডল থেকে দেশের সর্বকনিষ্ঠ বিধায়ক হলেন জেন জেডের

মৈথিলী ঠাকুর

পুলকরঞ্জন চক্রবর্তী

২০০০ সালের ২৫ জুলাই মধুবনীতে জন্ম হয়েছিল তার , মাত্র পঁচিশ বছর বয়সেই তিনি বিহারের আলিনগর বিধানসভা আসন থেকে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে জয় লাভ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, হয়ে উঠলেন জেনারেশন জেন জেড- এর প্রথম বিধায়ক । এই মুহূর্তে তিনিই রাজ্যের সর্বকনিষ্ঠ বিধায়ক হিসেবে পা রাখলেন বিহার বিধানসভায়। তিনি মৈথিলী ঠাকুর , আদর করে পরিবারের লোকজন তাকে ডাকেন 'তন্নু' নামে ।

অথচ, রাজনীতি তার রক্তে ছিল না ।পরিবারের কেউ আগে কখনো রাজনীতিতে ছিলেনও না। বাবা রমেশ ঠাকুর এবং মা ভারতী ঠাকুর দুজনেই ছিলেন গানের জগতের মানুষ ।বাবা ছিলেন শাস্ত্রীয় সংগীতশিল্পী ও সংগীত শিক্ষক। হিন্দুস্তানী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রবহমান ধারায় সম্পৃক্ত পরিবারে জন্ম হওয়া মৈথিলী মাত্র চার বছর বয়সে দুই ভাই, ঋষভ এবং আয়াচির সাথে বাবার তত্ত্বাবধানেই হারমোনিয়াম, তবলা ও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রথম পাঠ নেওয়া শুরু করেছিলেন । মেয়ের প্রতিভা দেখে বাবা তাকে নিয়ে আসেন দিল্লির নজফগড়ে। সেখানে দাদার সাহচর্যে তার সঙ্গীত শিক্ষার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। হিন্দুস্তানী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পাশাপাশি তিনি লোকসঙ্গীতের চর্চাও শুরু করেন ।

মাত্র দশ বছর বয়সেই মৈথিলী জাগরণ এবং অন্যান্য সঙ্গীত অনুষ্ঠানে গান গাওয়া শুরু করেন। যদিও, শুরুর দিনগুলো সহজ ছিল না। দারিদ্র্যের সাথে অসম লড়াই ছিল পরিবারের । ভাড়ায় নেওয়া একটি ঘরে থাকতেন তাঁরা। যে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে তিনি পড়তেন, সেখানকার সহপাঠীরা তাঁকে ডাকত 'বোকা বিহারি' নামে । স্কুলে তার বন্ধুবান্ধবও ছিল না তেমন। যদিও, পড়াশোনাতে মৈথিলী থাকতেন প্রথমের দিকেই।

২০১১ সালে জি টিভির 'লিটল চ্যাম্পসে' অংশগ্রহণ করেছিলেন তিনি, কিন্তু সফল হলেন না। পরে, সনি টিভিতে প্রচারিত ' ইন্ডিয়ান আইডল জুনিয়রে' ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন । সেখানেও মাঝপথে বাদ পড়লেন তিনি 'সা রে গা মা পা' অতিরিক্তি শাস্ত্রীয়সঙ্গীত গাওয়ার কারনে । কিন্তু, লড়াই ছাড়েননি । ২০১৬ সালে 'আই জিনিয়াস ইয়ং সিঙ্গিং স্টার' প্রতিযোগিতা জিতলেন এবং ইউনিভার্সাল মিউজিক থেকে প্রকাশিত হলো তার প্রথম গানের অ্যালবাম,'ইয়া রাব্বা'।

২০১৭ সালের এপ্রিলের পর পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে যায় । বাবার নির্দেশে ভাইদের সাথে ইউটিউবে সুফি, হিন্দি ধ্রুপদী এবং ভোজপুরি গানের ভিডিও আপলোড করে মৈথিলী গায়িকা হিসেবে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন । পরে , ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামেও গানের ভিডিও আপলোড করতে শুরু করেন তিনি । লক্ষ লক্ষ ভিউ আসে সেই সব ভিডিও থেকে ।

সেই বছরেই ' রাইজিং স্টারের' প্রথম সিজনে প্রতিযোগী ছিলেন মৈথিলি। অনুষ্ঠানের প্রথম ফাইনালিস্টও ছিলেন তিনি , কিন্তু মাত্র দুটি ভোটে হেরে রানার আপ হয়েছিলেন। এই প্রতিযোগিতা এবং ইউটিউব , ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামে আপলোড করা গানগুলি তাকে এতটাই জনপ্রিয় করে তোলে যে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তার গান শোনার জন্য আয়োজকরা তাকে অনুষ্ঠান মঞ্চে নিয়ে যেতে শুরু করেন । বলা যায়, মৈথিলী তখনই হয়ে উঠেছিলেন গানের জগতের পরিচিত মুখ। সোশ্যাল মিডিয়ায় তার গুণমুগ্ধ শ্রোতার সংখ্যাও ক্রমেই বেড়ে চলে।ভাই ঋষভ ও আয়াচির সঙ্গে তুলসীদাসের রাম চরিতমানস এবং ভগবান রাম ও সীতাকে উৎসর্গ করা মৈথেলী লোকসংগীত পরিবেশন শুরু করার পর তাঁর খ্যাতি আরও বেড়ে যায় । ছোটবেলায় রিয়্যালিটির মঞ্চে বিভিন্ন গান গাইলেও ভজন মৈথিলীর সারাজীবনের সঙ্গী হয়ে ছিল। বারোটি ভাষায় সুফি-লোকসংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে তিনি জাতীয় স্তরেও খ্যাতি অর্জন করেন। এই সময়ে প্লে-ব্যাক গানের দুনিয়াতেও পা রাখেন তিনি । সাফল্য আসে সেখানেও।

মৈথিলী মূলত ভোজপুরি, হিন্দি ও সুফি ঐতিহ্যে তাঁর অসাধারণ প্রতিভার নজির রেখেছেন সবসময় । লোকসংগীত, ভোজপুরি, রাম-সীতা বিবাহ গীত, ভজন, ছট পুজোর গান, সেমি-ক্লাসিক্যাল কাজরি, হোলি, চৈতি, গজল ও সুফি গান পরিবেশনের জন্য ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন ।

সঙ্গীত চর্চার পাশাপাশি বিহারের মিথিলা অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প, মধুবনী শিল্পের প্রচারেও মৈথিলী ঠাকুর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। মধুবনী চিত্রকলা যাকে মিথিলা চিত্রকলাও বলা হয়, ভারতীয় চিত্রকলার একটি শৈলী যা ভারতীয় উপমহাদেশের মিথিলা অঞ্চলে চর্চা করা হয়। এ অঞ্চলের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মহিলারা ঐতিহ্যগতভাবে মধুবনী চিত্র তৈরি করে আসছেন।

২০২২ সালের শেষের দিকে, তাকে বিহারের খাদি, তাঁত এবং হস্তশিল্পের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর নিযুক্ত করা হয। মৈথিলী গানে মধুবনী চিত্রকলার থিম ও মোটিফ যুক্ত হওয়ায় লোকসংস্কৃতির প্রচারে আসে নতুন গতি। ২০১৯ সালে ভারতের নির্বাচন কমিশন মৈথিলী এবং তার ভাইদের মধুবণী শিল্পের ' ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর' করে।

ভারত সরকার মৈথিলীকে 'অটল মিথিলা' সম্মানেও ভূষিত করে।

বিহারের লোক ঐতিহ্যের প্রচারের জন্য তাকে ২০২১ সালে সংগীত নাটক আকাদেমি দ্বারা ওস্তাদ বিসমিল্লাহ খান যুব পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছিল। ২০২১ সালে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর তাঁকে 'লোকমত সুর জ্যোৎস্না জাতীয় সংগীত পুরস্কারে' ভূষিত করেন।

২০২৩ সালের জানুয়ারিতে, নির্বাচন কমিশন তাকে বিহারের রাজ্য আইকন হিসাবে ঘোষণা করে, যাতে তরুণদের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় নাগরিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির জন্য উদ্বুদ্ধ করা যায়।

২০২৪ সালের ডিসেম্বরে তিনি এবিসি এশিয়াকে বলেছিলেন, 'আমার স্বপ্ন হল যতটা সম্ভব দেশে পারফর্ম করা, সঙ্গীতের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতি ভাগ করে নেওয়া।'

মাত্র ২৪ বছর বয়সেই তিনি মৈথিলী এবং বিহারি লোকসঙ্গীতকে বর্তমানের সাথে সংযুক্ত করে একটি নতুন ধারার জন্ম দিয়েছেন যেটি ভারতীয় সঙ্গীতে নতুন এক মাত্রা যোগ করেছে ।

তিনি ছট গান, আধা-ধ্রুপদী কাজরি, হোরি , ভোজপুরি লোকগান এবং চৈতি রেকর্ড করেছেন। উল্লেখযোগ্য গানগুলির মধ্যে রয়েছে মিশ্র পাহাড়ি রাগে গাওয়া একটি কোমল চৈতি 'চৈত মাস চুনরি রাঙ্গা দে হ্যায় রামা।' ঠুমরির শিল্পীরা , বিশেষ করে গিরিজা দেবী এবং পণ্ডিত ছান্নুলাল মিশ্র - এটিকে উচ্চ স্তরে নিয়ে যাওয়ার পরে এটি মূলধারায় চলে আসে । মৈথিলী আধা-ধ্রুপদী চৈতিকে তার সমস্ত কঠিন চাহিদা - আলাপ, খটকা, মুরকি এবং উচ্চারণ সহ গেয়েছেন এবং জনপ্রিয় করে তুলেছেন।

তাঁর ' শিব স্তোত্রম ' বছর খানেক আগেই মৈথিলিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছ থেকে ক্রিয়েটার্স অ্যাওয়ার্ড এনে দেয় । প্রধানমন্ত্রী তাকে বর্ষসেরা সাংস্কৃতিক দূত হিসেবে মনোনীত করেছিলেন।

সেই মৈথিলী সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও নেতৃত্বের ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়ে একবিংশ শতাব্দীতে জন্ম নেওয়া প্রথম বিধায়ক হওয়ার গৌরব অর্জন করলেন।

মৈথিলির জয়ের পিছনে কাজ করেছে তাঁর সাংস্কৃতিক শিকড়, লোকসংগীতে দখল, এবং তার লক্ষ লক্ষ তরুণ অনুরাগীর সমর্থন। প্রথমবার ভোট দেওয়া অনেক যুবক-যুবতীই বলছেন, 'সংস্কৃতির মাটির গন্ধকে যিনি বাঁচিয়ে রাখেন, তাঁর প্রতি বিশ্বাস তো থাকবেই।'

নির্বাচনের কয়েক সপ্তাহ আগে বিজেপিতে যোগ দেন মৈথিলী।আরজেডির হেভিওয়েট প্রার্থী বিনোদ মিশ্রকে ১১,৭৩০ ভোটে হারিয়ে জয়ী হয়েছেন তিনি । বিজেপিতে যোগ দিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের কাজে আমি মুগ্ধ। আমি এখানে সমাজের সেবা করতে ও বিহারের উন্নয়নে অবদান রাখতে এসেছি।'

নির্বাচনে জয়ের পরে সংবাদ সংস্থা এএনআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মৈথিলী বলেছেন, 'এটি আমার কাছে স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। মানুষ আমার ওপর এত আস্থা রেখেছে। একজন বিধায়ক হিসেবে এটি আমার প্রথম মেয়াদ হবে এবং আমি নির্বাচনী এলাকার জন্য আমার সেরাটা দেব।' তিনি আরও বলেছেন, 'আপনাদের অশেষ ভালোবাসা, আস্থা ও আশীর্বাদ বলেই আজ আমি কন্যা হিসেবে দাঁড়িয়েছি। এ বিজয় শুধু আমার নয় ; এ বিজয় আলিনগর, আলিনগর এর প্রতিটি বাড়ি, প্রতিটি হাত যে আমাকে তার আশীর্বাদ দিয়েছে।' তার নির্বাচন ক্ষেত্র আলিনগরে ব্রাহ্মণ, মুসলিম, যাদব, মাল্লাহ এবং পাসোয়ান;এই পাঁচ প্রধান জনগোষ্ঠী রয়েছে। এত বৈচিত্র্যময় জনসংখ্যার সমর্থন পেয়েই নতুন প্রতীক হিসেবে লোকসংগীতের মঞ্চ থেকে রাজনীতির মঞ্চে উঠে এলেন মৈথিলী।